সঙ্গীত সাধনা

মোবারক হোসেন খান

মোবারক হোসেন খান

সঙ্গীত সাধনা

মোবারক হোসেন খান

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯১
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

বা.এ. ১৫১৬

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি ঃ পাঠ্যপুস্তক বিভাগ

প্রকাশক
মোহাম্মদ ইব্রাহিম
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
আবদুর রউফ

দাম : পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র (৭ মার্কিন ডলার)

SANGEET SADHANA (STUDY OF MUSIC) : MOBARAK HOSSAIN KHAN
Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh, First Edition February 1985.
Price : Taka 65·00, U.S. Dollar 7.

কিছু কথা

সঙ্গীতের ব্যবহারিক অনুশীলনের জন্য সঙ্গীত-গ্রন্থের প্রয়োজন। সঙ্গীত গুরুমুখী বিদ্যা। গুরু থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা অনুশীলনে সঙ্গীত-গ্রন্থ সহায়কের ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ খুব বেশী নেই, বিশেষ করে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের পাঠ্য উপযোগী করে লেখা গ্রন্থ। সেদিক দিয়ে 'সঙ্গীত সাধনা' গ্রন্থটি সে অভাব কিছুটা পূরণ করবে।

'সঙ্গীত সাধনা' একটি তথ্যমূলক সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ। রাগ সঙ্গীতের অনুশীলনকারী সঙ্গীত শিক্ষার্থীগণ এ গ্রন্থের দ্বারা অশেষ লাভবান ও উপকৃত হবেন একথা নিশ্চিত করে বলা চলে।

মোবারক হোসেন খান

উৎসর্গ

সঙ্গীত কলেজের শিক্ষার্থীদের

হাতে দিলাম।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়--ইতিহাস বিভাগ

১ উপমহাদেশীয় সঙ্গীতে মুসলমানদের প্রভাব

দ্বিতীয় অধ্যায়--শাস্ত্রীয় বিভাগ

৮ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা
৮ সঙ্গীত
৮ কণ্ঠ সঙ্গীত
৮ যন্ত্র সঙ্গীত
৮ নৃত্য
৮ মার্গ সঙ্গীত
৯ দেশী সঙ্গীত
৯ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত
৯ কর্ণাটিক সঙ্গীত
৯ নাদ
৯ সঙ্গীতোপযোগী নাদ
৯ সঙ্গীতোপযোগী নাদের তিনটি অবস্থা
৯ নাদের উচুঁ-নীচুতা
৯ নাদের তীব্রতা
১০ নাদের জাতি বা গুণ
১০ শ্রুতি
১০ স্বর
১১ সপ্ত-স্বরের সংক্ষিপ্ত নাম
১১ শ্রুতি ও স্বরের পার্থক্য
১১ অচল স্বর
১১ শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর
১৯ শুদ্ধ স্বর
১৯ কোমল স্বর
১৯ তীব্র স্বর
১৯ বিকৃত স্বরের সাঙ্কেতিক পরিচয়
১২ সপ্তকের অন্তর্গত বাইশ শ্রুতি ও দ্বাদশ স্বরের অবস্থানক্রম
১৩ সপ্তক
১৩ পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ
১৩ সপ্তকের স্থান
১৩ মন্দ্র, মধ্য ও তার-স্বরের সাঙ্কেতিক চিহ্ন
১৩ মেল বা ঠাট
১৩ ঠাট রচনা পদ্ধতি
১৪ ঠাট রচনাক্রম ও ঠাট সংখ্যা
১৫ প্রচলিত দশটি ঠাটের পরিচয়
১৫ কর্ণাটিক সংগীত পদ্ধতি মতে প্রচলিত দশটি ঠাটের নাম
১৫ ঠাটের অন্তর্গত রাগসমূহ
১৬ রাগ
১৬ রাগের জাতি
১৭ বিলাবল ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগ সংখ্যা
২২ রাগের শ্রেণী বিভাগ
২২ বর্ণ
২২ স্থায়ী বর্ণ
২২ আরোহী বর্ণ
২২ অবরোহী বর্ণ
২২ সঞ্চারী বর্ণ
২২ অলঙ্কার বা পাল্টা

২২ তান
২২ সরল তান
২৩ কূট তান
২৩ সপাট তান
২৩ বোল তান
২৩ স্বর-বিস্তার
২৩ আশ
২৩ বক্র স্বর
২৩ কণ্ বা স্পর্শ স্বর
২৩ বর্জিত স্বর
২৩ বাদী, সমবাদী, বিবাদী ও অনুবাদী স্বর
২৩ বাদী
২৩ সমবাদী
২৩ বিবাদী
২৪ অনুবাদী
২৪ পকড়
২৪ আশ্রয় রাগ
২৪ বক্র রাগ
২৪ পূর্ব রাগ ও উত্তর রাগ
২৪ সন্ধিপ্রকাশ রাগ
২৪ গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর
২৪ রাগালাপ
২৪ রাগ-লক্ষণ
২৫ অল্পত্ব ও বহুত্ব
২৫ রাগ রচনা পদ্ধতি
২৫ রাগ ও রাগিণী
২৫ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী
২৫ ঋতু ভেদে রাগ-রাগিণী প্রকাশের রীতি
২৬ রাগের সময় তালিকা
২৭ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ
২৭ স্থায়ী বা আস্থায়ী
২৭ অন্তরা
২৭ সঞ্চারী
২৭ আভোগ
২৭ আন্দোলন
২৭ মীড়
২৭ মীড়ের সাঙ্কেতিক চিহ্ন
২৭ গমক
২৭ গমকের সাঙ্কেতিক চিহ্ন
২৮ গ্রাম
২৮ মূর্ছনা
২৮ গিটকিরি
২৮ জমজমা
২৮ বড়ত্
২৮ ফিরত্
২৮ গীত
২৮ গান্ধর্ব
২৮ গান
২৮ অনিবদ্ধ গান
২৮ নিবদ্ধ গান
২৮ তিরোভাব ও আবির্ভাব
২৯ সরগম বা স্বরমালিকা
২৯ গায়ক-বাদকের গুণ ও দোষ
৩০ আলাপ
৩০ ধ্রুব পদ বা ধ্রুপদ
৩০ ধামার বা হোরি
৩০ খেয়াল
৩১ টপ্পা
৩১ ঠুমরী
৩১ দাদ্রা
৩১ তারানা বা তেরেনা

তৃতীয় অধ্যায়--তাল বিভাগ

৩২ তাল
৩২ মাত্রা
৩২ ছন্দ
৩৩ লয়
৩৩ দ্বিগুণ
৩৩ চৌগুণ
৩৩ আড়ী
৩৩ তিগুণ

৩৩ ঠেকা
৩৩ গ্রহ
৩৩ কতকগুলো তালের বিবরণ
৩৩ দাদ্‌রা
৩৪ কহরবা বা কার্ফা
৩৪ তেওড়া বা তীব্রা
৩৪ রূপক
৩৪ ঝাপতাল
৩৪ একতালা
৩৪ চৌতাল
৩৫ ধামার
৩৫ দ্বিতাল
৩৫ তিলবাড়া
৩৫ সুলতান
৩৫ আড়া চৌতাল
৩৬ ঝুমরা
৩৬ দীপচন্দী
৩৬ মত্ততাল
৩৬ আদ্ধা কাওয়ালী বা সেতারখানি
৩৭ ঝম্পক
৩৭ গজঝম্পা
৩৭ ব্রহ্মতাল
৩৭ একাদশী
৩৮ সবারী
৩৮ ইন্দ্রতাল
৩৮ সুদর্শন
৩৮ মহেশ
৩৯ ফরোদস্ত
৩৯ রুদ্র

চতুর্থ অধ্যায়—অলঙ্কার বিভাগ

৪০ অনুলোম বা আরোহী অথবা আরোহণ
৪০ বিলোম বা অবরোহী অথবা অবরোহণ
৪০ কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে মূর্ছনা সাধন প্রণালী
৪০ মন্দ্র-মধ্য সপ্তক
৪০ মধ্য-তার সপ্তক

কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতে অলঙ্কার বা পালটা সাধন

৪১ স্বর-কাল সাধন প্রণালী
৪১ অলঙ্কার সাধন প্রণালী

ভিন্ন ভিন্ন তালে অলঙ্কার সাধন

৫৫ তাল —দাদ্‌রা
৫৫ তাল—কহরবা
৫৫ তাল—রূপক
৫৫ তাল—ঝাপ
৫৬ একতালা
৫৬ আড়া চৌতাল
৫৭ দ্বিতাল

পঞ্চম অধ্যায়—রাগ-বিভাগ

ইমন

৫৮ রাগ-পরিচয়
৫৮ স্বর-বিস্তার
৫৯ লক্ষণ-গীত—চৌতাল

শুধ্-কল্যাণ

৬০ রাগ-পরিচয়
৬১ স্বর-বিস্তার
৬১ লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

হাম্বীর

৬২ রাগ-পরিচয়
৬৩ স্বর-বিস্তার
৬৩ লক্ষণ-গীত—তেওরা

কেদার

৬৪ রাগ-পরিচয়
৬৫ স্বর-বিস্তার
৬৫ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

হিণ্ডোল

৬৬ রাগ-পরিচয়
৬৬ স্বর-বিস্তার
৬৭ লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

কামোদ

৬৮ রাগ-পরিচয়
৬৮ স্বর-বিস্তার
৬৮ লক্ষণ-গীত—চৌতাল

ছায়ানট

৬৯ রাগ-পরিচয়
৭০ স্বর-বিস্তার
৭০ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

গৌড় সারং

৭১ রাগ-পরিচয়
৭১ স্বর-বিস্তার
৭২ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

ইম্‌নি-বিলাবল

৭৩ রাগ-পরিচয়
৭৩ স্বর-বিস্তার
৭৩ লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

বিলাবল

৭৪ রাগ-পরিচয়
৭৫ স্বর-বিস্তার
৭৫ লক্ষণ-গীত—রূপক তাল

বিহাগ

৭৫ রাগ-পরিচয়
৭৬ স্বর-বিস্তার
৭৬ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল
৭৭ বিহাগ (উভয় মধ্যমযুক্ত)
৭৭ স্বর-বিস্তার

শঙ্করা

৭৭ রাগ-পরিচয়
৭৮ স্বর-বিস্তার
৭৮ লক্ষণ-গীত—একতালা (দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

দেশকার

৭৯ রাগ-পরিচয়
৭৯ স্বর-বিস্তার
৮০ লক্ষণ-গীত—চৌতাল

নট

৮১ রাগ-পরিচয়
৮১ স্বর-বিস্তার
৮১ লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

দুর্গা

৮২ রাগ-পরিচয়
৮২ স্বর-বিস্তার
৮৩ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

হেম কল্যাণ

৮৩ রাগ-পরিচয়
৮৪ স্বর-বিস্তার
৮৪ লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

খাম্বাজ

৮৫ রাগ-পরিচয়
৮৫ স্বর-বিস্তার
৮৬ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

দেশ

৮৬ রাগ-পরিচয়
৮৭ স্বর-বিস্তার
৮৭ লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

তিলক কামোদ

৮৮ রাগ-পরিচয়
৮৮ স্বর-বিস্তার
৮৮ লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

জয়জয়ন্তী

৮৯ রাগ-পরিচয়
৯০ স্বর-বিস্তার
৯০ লক্ষণ-গীত—একতালা (দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

গৌড়মল্লার

৯১ রাগ-পরিচয়
৯১ স্বর-বিস্তার
৯১ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

গারা

৯২ রাগ-পরিচয়
৯৩ স্বর-বিস্তার
৯৩ লক্ষণ-গীত—একতালা (দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

ভৈরব

৯৪ রাগ-পরিচয়
৯৪ স্বর-বিস্তার
৯৪ লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

গুণকলি

৯৫ রাগ-পরিচয়
৯৬ স্বর-বিস্তার
৯৬ লক্ষণ-গীত—তেওড়া

কালিংড়া

৯৭ রাগ-পরিচয়
৯৭ স্বর-বিস্তার
৯৮ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

রামকলি

৯৮ রাগ-পরিচয়
৯৯ স্বর-বিস্তার
৯৯ লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

বিভাস

১০০ রাগ-পরিচয়
১০০ স্বর-বিস্তার
১০১ লক্ষণ-গীত—তেওড়া

ললিত

১০১ রাগ-পরিচয়
১০২ স্বর-বিস্তার
১০২ লক্ষণ-গীত—গজঝম্পা তাল

ভৈরবী

১০৩ রাগ-পরিচয়
১০৩ স্বর-বিস্তার
১০৩ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

মালকৌশ

১০৪ রাগ-পরিচয়
১০৫ স্বর-বিস্তার
১০৫ লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

আশাবরী

১০৬ রাগ-পরিচয়
১০৬ স্বর-বিস্তার
১০৭ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

জৌনপুরী

১০৮ রাগ-পরিচয়
১০৮ স্বর-বিস্তার
১০৮ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

দরবারী

১০৯ রাগ-পরিচয়
১১০ স্বর-বিস্তার
১১০ লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

টোড়ী

১১২ রাগ-পরিচয়
১১২ স্বর-বিস্তার
১১৩ লক্ষণ-গীত—একতালা

মূলতানী

১১৪ রাগ-পরিচয়
১১৪ স্বর-বিস্তার
১১৪ লক্ষণ-গীত—একতালা (দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

পূর্বী

১১৫ রাগ-পরিচয়
১১৬ স্বর-বিস্তার
১১৬ লক্ষণ-গীত—চকুতাল

শ্রী রাগ

১১৭ রাগ-পরিচয়
১১৮ স্বর-বিস্তার
১১৮ লক্ষণ-গীত—চৌতাল

পুরিয়া ধনাশ্রী

১১৯ রাগ-পরিচয়
১২০ স্বর-বিস্তার
১২০ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

পরজ

১২১ রাগ-পরিচয়
১২১ স্বর-বিস্তার
১২২ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

বসন্ত

১২৩ রাগ-পরিচয়
১২৩ স্বর-বিস্তার
১২৪ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

মারবা

১২৫ রাগ-পরিচয়
১২৫ স্বর-বিস্তার
১২৫ লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

পুরিয়া

১২৬ রাগ-পরিচয়
১২৭ স্বর-বিস্তার
১২৭ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

সোহনী

১২৮ রাগ-পরিচয়
১২৯ স্বর-বিস্তার
১২৯ লক্ষণ-গীত—একতালা (দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

কাফী

১৩০ রাগ-পরিচয়
১৩০ স্বর-বিস্তার
১৩০ লক্ষণ-গীত—একতালা (দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

ভীমপলশ্রী

১৩১ রাগ-পরিচয়
১৩২ স্বর-বিস্তার
১৩২ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

বাহার

১৩৩ রাগ-পরিচয়
১৩৩ স্বর-বিস্তার
১৩৪ লক্ষণ-গীত—তেওড়া (দ্রুতলয়)

পিলু

১৩৫ রাগ-পরিচয়
১৩৫ স্বর-বিস্তার
১৩৫ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

বাগেশ্রী

১৩৬ রাগ-পরিচয়
১৩৭ স্বর-বিস্তার
১৩৭ লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

মিয়া কি মল্লার

১৩৮ রাগ-পরিচয়
১৩৮ স্বর-বিস্তার
১৩৯ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

বৃন্দাবনী সারং

১৪০ রাগ-পরিচয়
১৪০ স্বর-বিস্তার
১৪০ লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস বিভাগ

উপমহাদেশীয় সঙ্গীতে মুসলমানদের প্রভাব

সঙ্গীত চিরন্তন। প্রাগৈতিহাসিককালে মানুষের মধ্যে যখন সভ্যতার বিকাশ হয় নি, তখনও মানুষ কণ্ঠের বিভিন্ন ধরনের স্বরের সাহায্যে এবং অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করতো। তারপর বৈদিককালে এসে সঙ্গীত কিছুটা রূপ নেয়। তখনকার মুনি-ঋষিগণ বেদের স্তোত্রগুলো সুর সহযোগে গাইতেন। তাছাড়া, আর্যদের ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানে গানের প্রচলন ছিল। সাম-বেদ থেকে উদ্ধৃত মন্ত্র বা স্তোত্রই গানের রূপে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে গাওয়া হতো। সঙ্গীতের ব্যবহার তখন ধর্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল।

হিন্দু-রাজত্বকালে সঙ্গীতের বিশেষ চর্চা ছিল এবং সেযুগে সঙ্গীত-বিষয়ক অনেক গ্রন্থও রচিত হয়। সেসব গ্রন্থ লেখা হয় সংস্কৃত ভাষায়। হিন্দু নৃপতিগণ সঙ্গীত এবং সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তখনকার গুণীদের মধ্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও শ্রীচৈতন্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকদের মতে, উপমহাদেশীয় সঙ্গীত তথা ললিতকলার চরম উৎকর্ষ মৌর্য-রাজ্য থেকে গুপ্ত-রাজ্য পর্যন্ত ছিল। এর নিদর্শন ঐ সময়ের মুদ্রা এবং স্থাপত্যকলা থেকে পাওয়া যায়।

সিন্ধু বিজয়ের সাথে সাথে উপমহাদেশের সঙ্গীত সর্বপ্রথম মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে (৭১১ খ্রীস্টাব্দ), এবং একাদশ শতাব্দীতে মুহম্মদ ঘোরীর আক্রমণকাল থেকে এ উপমহাদেশের সঙ্গীতের উপর মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। মুসলমানগণ যখন বিজেতারূপে এ উপমহাদেশে প্রবেশ করে, তখন তাদের সাথে নানাপ্রকার আরব্য-পারসিক বাদ্যযন্ত্রাদিও এদেশে আসে। সেগুলোর মধ্যে—ক্বানুন (বীণা), উদ্ (সারেঙ্গী), চ্যাং (বীণা), ঘীচক, রবাব, সহ্‌রোদ (সরোদ), কীটার (গীটার), কবুজ বা কুনবুস্, তম্বুর, কামান্‌জাহ (বেহালা), বাক (বাঁশী), নই (বাঁশী), সুরনাই, নাকারা, সান্‌জ্, দফ্ (খঞ্জনী), ঢোল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মুসলমানদের সঙ্গে যে আরব্য-পারসিক সঙ্গীত-পদ্ধতি এদেশে আসে এ উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের সাথে তার বেশ সাদৃশ্য ছিল। মুসলমানদের প্রভাবে এ উপমহাদেশের সঙ্গীত এক নতুন রূপ ধারণ করে। প্রাচীনকালে হিন্দুদের কলাশিল্পের বিষয়বস্তু ছিল আধ্যাত্মিক। ধর্মের বাহন হিসেবে মানা হতো সঙ্গীতকে। কিন্তু মুসলমান কলাশিল্পের বিষয়বস্তু ছিল পার্থিব। সঙ্গীতকে মুসলমানগণ শিল্পের জন্যই শিল্প হিসেবে আনন্দ ও সৌন্দর্যভোগের সামগ্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই সমগ্রতা, ঔজ্জ্বল্য, ভব্যতা ও শালীনতাই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। ভাষা ও স্থাপত্য শিল্পের মত এ উপমহাদেশীয় সঙ্গীতেও মুসলমানগণ এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন।

খল্‌জী সুলতানদের আমলে শুরু হয় এ উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের নতুন যুগ। উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের পাশেই বিদ্যমান ছিল অবিমিশ্র আরব্য-পারসিক সঙ্গীত। পারস্যের প্রসিদ্ধ দার্শনিক,

কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর (১২৯৬১-৩১৬) সভাসদ্। তিনি সঙ্গীত-ক্ষেত্রে এদেশের সাথে আরব্য-পারসিক সঙ্গীত ধারার সংমিশ্রণে এ উপমহাদেশের সঙ্গীতে এক নবযুগ আনয়ন করেন। আমীর খসরু পারস্য দেশের সঙ্গীতে প্রচলিত বারো মোকাম, চল্লিশ সবাব ও আটচল্লিশ গৌবাস এ উপমহাদেশের সঙ্গীতে মিশিয়ে দু'টো রাগ এক করে দেন। সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জী যখন দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্যগুলো জয় করেন তখন এ উপমহাদেশে সঙ্গীতের ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সে সময় দাক্ষিণাত্যের বহু সঙ্গীতবিদ্, পণ্ডিত ও গুণী পারিতোষিক লাভের আশায় সুলতানের দরবারে আসেন। তাঁদের মধ্যে নায়ক গোপালের নাম উল্লেখযোগ্য। নায়ক গোপাল ও আমীর খসরু সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে--- দাক্ষিণাত্যের নায়ক গোপাল (বারোশ' শিষ্য যাঁর পাল্‌কী বহন করতো) সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর দরবারে আসেন এবং সুলতানের সভাকবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরুকে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। নায়ক গোপাল কর্ণাটিক-ধারায় সঙ্গীত চর্চা করতেন এবং 'ধ্রুপদবন্দী', 'খণ্ডগীত' বা 'ছন্দ-প্রবন্ধ' প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির বহু রাগ-রাগিণী রচনা করেন। নায়ক গোপাল সুলতানের দরবারে সঙ্গীত পরিবেশন শুরু করেন। আমীর খসরু সাত দিন ধরে সুলতানের মসনদের আড়ালে থেকে সব শোনেন। অষ্টম দিনে বের হয়ে এসে নায়ক গোপাল পরিবেশিত গানগুলো (অর্থাৎ 'ছন্দ', 'মন', 'গীত', 'সূত' প্রভৃতি) ঠিক সেরূপ মনোহারিত্ব ও কলাকৌশলের সাথে পুনরাবৃত্তি করেন। তদুপরি 'কওল', 'কলবানা', 'তারানা', 'নক্‌শ্', 'নিগার', 'গুল', 'হাওয়া' ও 'বসীত' প্রভৃতি মুসলিম-ঠাট গেয়ে তিনি অধিকতর প্রশংসা অর্জন করেন। এগুলোর অধিকাংশই তাঁর নিজস্ব রচনা। তাই সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর রাজত্বকালকে হিন্দু-মুসলিম সঙ্গীতের সমন্বয়কাল বলা চলে। আমীর খসরু তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ 'সঙ্গীত-নায়ক' উপাধিতে ভূষিত হন। এ উপাধি তানসেনকেও দেয়া হয়নি। তিনি ছিলেন শুধু 'গন্ধর্ব'।

আমীর খসরু 'ইয়েমেন বা ইমন', 'ঘারা,' 'সনম', 'ঘনম', জিলফ্,' 'ফিরুদস্ত,' 'সাজগিরি,' 'মুওয়াফিক্,' 'সরপর্দ' প্রভৃতি প্রায় এক ডজন আরব্য-পারসিক রাগ-রাগিণী এ দেশের সঙ্গীতে আমদানী করেন। তাছাড়া, আমীর খসরু 'যত্', 'আড়া-চৌতাল', 'কাওয়ালী', 'জলদ-ত্রিতাল', 'সওয়ারী', 'খাম্‌সা', 'পাহ্‌লওয়ান', 'সুরফাঁক' প্রভৃতি তাল সমুদয়ও প্রবর্তন করেন। আমীর খসরু সর্বপ্রথম এ উপমহাদেশের সঙ্গীতে 'সেতার' ও 'তবলা বাঁয়া' যন্ত্রের প্রচলন করেন। তিনি বর্তমানকালে প্রচলিত 'খেয়াল' পদ্ধতি ও 'তারানা বা তেলেনা' প্রবর্তন করেন।

সে সময়কার চিশ্‌তীয়া ও সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া সুফীগণ সঙ্গীত-বিকাশে বিশেষ সাহায্য করেন। কোনো কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে চিশ্‌তীয়া সুফীগণ 'দফ্' সহযোগে 'সামা' সঙ্গীত পরিবেশনের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কারণ, তাঁরা মনে করতেন এতে মানুষের মনে ধর্মীয় ভাব জাগে। আমীর খসরু হযরত নিযামউদ্দিন আউলিয়ার খানকায় 'সামা'-র মজলিসে যোগদান করতেন। হযরত নিযামউদ্দিন আউলিয়া 'সামা' ও হিন্দী রাগ-সঙ্গীত (বিশেষ করে মুলতানী) অত্যন্ত পছন্দ করতেন। আমীর খসরুর দুই শিষ্য সামাত ও নিয়াজ এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম 'কাওয়ালী' গানের প্রবর্তন করেন। শেখ আলাউদ্দিন লাজুরী হিন্দী সঙ্গীতে দক্ষ ছিলেন। সিকান্দর লোদীর সভাকবি এবং সুফী মৌলানা জামালী সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী

ছিলেন। লোদী ও শূরী সুলতানদের সমসাময়িক শেখ আলাই সঙ্গীতের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন করেছিলেন।

মধ্যযুগে আমীর-ওমরাহ্‌র জো-বাদশাহ্‌দের পৃষ্ঠপোষকতার উপর সঙ্গীতের বিকাশ নির্ভর করতো। কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদীন (১৪১৬—'৬৭) সঙ্গীতের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় কল্লিনাথ (মতান্তরে কল্লিনাথ) 'সঙ্গীত রত্নাকর' নামে একখানা সঙ্গীত-গ্রন্থ রচনা করেন।

সুলতান সিকান্দর লোদী (১৪৮৮—১৫১৭) ধর্ম বিষয়ে গোঁড়া হলেও অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। তাঁর চারজন সঙ্গীতজ্ঞ ক্রীতদাস ছিল। এরা চ্যাং, কানুন, বীণা ও তাম্বুর যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিল। তাছাড়া, সিকান্দর লোদী তাঁর মহবতখানায় আরও দশজন সানাইবাদক নিয়োগ করেছিলেন। এদের নিয়ে তিনি সঙ্গীতের জলসা করতেন এবং প্রত্যহ সঙ্গীত শোনার পর ঘুমাতে যেতেন। হোসেনী-কানাড়া (হুসাইন শাহ্ শর্কী আবিষ্কৃত), কেদারা, কল্যাণ, মালী-গৌরা রাগগুলো সুলতান সিকান্দর লোদীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

শূর-বংশের রাজত্বকালে (১৪৪০—১৫৫৫) বিভিন্ন শাসনকর্তাও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তার মধ্যে মালোয়ার শেষ রাজা বাজবাহাদুরের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন নিপুণ সঙ্গীতবিদ্ ছিলেন। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সম্রাট আকবরের দরবারে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর প্রণয়িনী রূপমতীও একজন বিশেষ সঙ্গীত-নিপুণা এবং সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। সঙ্গীতে 'বাজখানি' ঢংয়ের প্রবর্তক বাজবাহাদুর।

গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্ (১৫২৬—'৩৭) নিজেই একজন ভালো সঙ্গীতবিদ্ ছিলেন। তিনি নায়ক বৈজু ও নায়ক গোপালের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নায়ক বৈজু বাহাদুর শাহের নামানুসারে 'বাহাদুরী টোড়ী' রাগ রচনা করেন। তাছাড়া, নিজের নাম যুক্ত করে তৈরী করেন 'নায়কী-কানাড়া', 'নায়কী টোড়ী' ও 'নায়কী মল্লার' রাগ।

আরব্য-পারসিক সঙ্গীত-রীতির সাথে মিলনের ফলে এ উপমহাদেশের সঙ্গীতধারায় যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় তার প্রধান ধারক ও বাহকদের মধ্যে জৌনপুরের শেষ স্বাধীন নবাব সুলতান হুসাইন শাহ্ শর্কী (১৪৫৭—'৮৩) অন্যতম। এ উপমহাদেশের সঙ্গীতে তাঁর দান অপরিসীম। আমীর খসরুর পরই তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। তিনি বারো প্রকার 'শ্যাম' রাগ—মল্লার-শ্যাম, গৌড়-শ্যাম, ভূপাল-শ্যাম প্রভৃতি রাগ উদ্ভাবন করেন। তাঁর রচিত চার প্রকার টোড়ীর মধ্যে 'জৌনপুরী-টোড়ী' এবং 'হোসেনী-টোড়ী' রাগ দু'টো প্রসিদ্ধ। তিনি আরবী রাগ 'জন্‌গুলাহ্' থেকে 'জঙ্গলা' নামে একটি নতুন রাগ তৈরী করেন। আমীর খসরুর পরেই এ উপমহাদেশে খেয়াল সঙ্গীত-রীতির প্রবর্তকরূপে হুসাইন শাহ্ শর্কীর স্থান।

গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তনোয়ার (১৪৮৬-১৫১৬) একজন উদাত্ত কণ্ঠস্বরের অধিকারী দক্ষ সঙ্গীতবিদ্ ছিলেন। তিনি উপমহাদেশের সঙ্গীতকে সম্পূর্ণরূপে আদর্শায়িত করেন। এ কাজ সম্পন্ন করতে যে সঙ্গীতবিদ্‌দের সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর মুখ্য সভাগায়ক নায়ক মাহ্‌মুদ অন্যতম। মুসলমানগণ প্রবর্তিত অনেক রাগ দৃঢ় প্রথাবদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতিতে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছিলো। এই সংস্কার সাধনের ফলে ভারতীয় সঙ্গীত: উত্তর ভারতীয়, কর্ণাটিক ও মুসলিম এই ত্রিবিধ ধারা-সমন্বিত এক বিশিষ্ট রূপ

ধারণ করে, যার ফলশ্রুতিতে উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতে সার্বজনীনতা দেখা দেয়। এ উপমহাদেশের সঙ্গীতকে আদর্শায়িত করবার জন্য রাজা মানসিংহ যাঁদেরকে নিয়োগ করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন নায়ক বখ্‌সু, নায়ক ভানু নায়ক লেহান ও নায়ক করণ। তাঁরা বহু গবেষণার পর সঙ্গীতের যে ব্যাকরণ বই তৈরী করেন তার নামকরণ করা হয় 'মন-কৌতূহল'। রাজা মানসিংহ হিন্দী ভাষায় বহু ধ্রুপদ রচনা করেন এবং সেগুলোতে সুরারোপ করেন তাঁর সভা-গায়ক নায়ক মাহ্‌মুদ। রাজা মানসিংহ 'স্থায়ী', 'অন্তরা', 'সঞ্চারী' ও 'আভোগ' এ চার-তুক্ বিশিষ্ট ধ্রুপদ পদ্ধতির সৃষ্টি করেন। তাঁর সহধর্মিণী মৃগনয়নীও সঙ্গীতে বিশেষ নিপুণা ছিলেন। রাজার মত রানীর নিজস্ব একটি দরবার ছিল।

মুঘল আমল উপমহাদেশের সঙ্গীতের এক গৌরবময় যুগ। সম্রাট বাবর (১৫২৬-১৫৩০) পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর প্রতিভা ছিল সর্বমুখী। তিনি নিজে বহু কবিতা ও গীত রচনা করেন এবং তাঁরই রাজত্বকালে সঙ্গীত উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে। অবশ্য শূরী সুলতানগণও (১৪৪৫-১৫৫৫) সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতায় পেছপা ছিলেন না। তাঁদের দরবারে মহাপাত্র নরহরি, নায়ক ধোন্দে, বাবা রামদাস প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব ঘটে। ঐতিহাসিক বদায়ূনীর মতে ইব্রাহিম খান শূর ও আদিল খান শূর উভয়েই সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। শাহ্‌নওয়াজ খান তাঁর 'মিরাত-ই-আফ্‌তাব-নুমা' গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন।

মুঘল সম্রাট হুমায়ূনও (১৫৩০-'৪০; পুনরায় ১৫৫৫-'৫৬) সঙ্গীত খুব ভালোবাসতেন। সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে মেলামেশা তিনি খুব পছন্দ করতেন। হুমায়ূনের দরবারে নায়ক গোপাল সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছিলেন।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল (১৫৫৬--১৬০৬) সঙ্গীতের 'ঐতিহাসিক যুগ'। তাঁর রাজত্বকালে সঙ্গীত চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। আকবর নিজে একজন প্রতিভাশালী সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং সঙ্গীতের প্রভূত পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। আবুল ফযল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে ঐ সময়ে প্রচলিত সঙ্গীতের বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। আবুল ফযল তাঁর গ্রন্থে আকবরের দরবারের প্রায় ছত্রিশ জন গায়ক ও বাদকের এক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। মিঞা তানসেনের নাম তাঁদের পুরোধায়। মিঞা তানসেন ছিলেন সম্রাট আকবরের দরবারের সঙ্গীত গুণীজনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আকবরের রাজত্বকাল এ উপমহাদেশের সঙ্গীতরীতির সঙ্গে ইরানীয় ও তুরানীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণের আর এক ধাপ।

উপমহাদেশের বর্তমান সঙ্গীতের যুগকে 'তানসেনের যুগ' বলা চলে। কারণ, তানসেনের সঙ্গীতই নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বর্তমান 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের' রূপ লাভ করেছে। বিক্রমাদিত্যের আদর্শে সম্রাট আকবর তাঁর দরবারে দেশের গুণীদের নিয়ে যে নবরত্ন সভা স্থাপন করেন তানসেন ছিলেন সে নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন। মিঞা তানসেনের নাম হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অমর হয়ে আছে। তানসেন সঙ্গীতের এ প্রেরণা লাভ করেছিলেন তাঁর গুরু হরিদাস স্বামীর কাছ থেকে। স্বামী হরিদাস ও মিঞা তানসেন প্রধানত ধ্রুপদ সঙ্গীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁদের সময়ে (হরিদাস স্বামী ও তানসেন) এ উপমহাদেশের সঙ্গীত পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে। তানসেনের পিতা মুকুন্দরাম পাঁড়েও একজন সুপণ্ডিত ও জনপ্রিয় গায়ক ছিলেন। তানসেন

একাধারে অনুপম গায়ক ও অজস্র গানের রচয়িতা ছিলেন। আমীর খসরুর ন্যায় তিনিও বহু রাগ-রাগিণী সৃষ্টি করে গেছেন। সেগুলোর মধ্যে 'দরবারী কানাড়া' অন্যতম। তাছাড়া, মিঞা কি-মল্লার, মিঞা-কি-সারং, মিঞা-কি-টোড়ী প্রভৃতি রাগগুলোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আকবরের দরবারের অপরাপর সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের হিসেবে দ্বিতীয় ছিলেন 'রামদাসী মল্লার'-এর প্রবর্তক বাবা রামদাস ও মালোয়ারের শেষ স্বাধীন রাজা 'বাজখানি' চংয়ের আবিষ্কর্তা রাজবাহাদুর। আকবরের দরবারের সুবহান খান, শ্রীজান খান, বিচিত্র খান, মিঞা লাল, তান তরঙ্গ খান (তানসেনের পুত্র), মিঞা চাঁদ, নায়ক চরজু, পুরবীন খান (বীণাবাদক), বীরমণ্ডল খান (সুরমণ্ডল বাদক), শিহাব খান বীণকার এবং গায়ক সরোদ খান প্রমুখ সঙ্গীতবিদ্‌গণ ছিলেন গোয়ালিয়র থেকে আগত। তাছাড়া, গোয়ালিয়রের বাইরে থেকে আগত খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন আগ্রার রঙ্গসেন ও 'সুরদাসী মল্লার'-এর প্রবর্তক সুরদাস (বাবা রামদাসের পুত্র)। যন্ত্রসঙ্গীতে বিদেশীদের ছিল একাধিপত্য। ওস্তাদ দোস্ত (বংশী বাদক), মীর সাঈদ আলী (ঘীচক বাদক), শেখ দেওয়ান ও মীর আব্দুল্লাহ্ (কানুন বাদক), তাশ বেগ (কাবুস বাদক), বাহ্‌রাম খান (ঘীচক বাদক), উস্তা ইউসুফ, সুলতান হাশিম, উস্তা মুহম্মদ হোসেন, উস্তা মুহম্মদ আমীন (তম্বুরবাদক) এবং উস্তা শাহ্ মুহম্মদ (সুরনাই বাদক)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। আকবরের দরবারে কণ্ঠসঙ্গীত ছিল দেশজ বা উপমহাদেশে উদ্ভূত। কিন্তু যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ছিল বিদেশী প্রভাব। তাই সেগুলোতে দেশজ অপেক্ষা আরবা-পারসিক প্রাধান্যই অধিক।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫-'২৭) সঙ্গীতের পূর্ব ধারাই বজায় ছিল। তাঁর দরবারের উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতবিদ্‌গণ হচ্ছেন— মিঞা লাল খান, হাফিজ নাদ আলী, বিলাস খান (তানসেনের পুত্র), মীর্যা জুলকারনাইন ফরঙ্গী। তাঁরা সবাই ছিলেন ধ্রুপদ শিল্পী। জুলকার-নাইন ছিলেন আকিল খানের শিষ্য। শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতির দিক দিয়ে বিবেচনা করলে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ছিল আকবরের রাজত্বকালেরই সম্প্রসারণ মাত্র।

সম্রাট শাহ্‌জাহানের শাসনকালে (১৬২৮ - '৫৮) চিত্রকলা ও স্থাপত্যের মত সঙ্গীতও অভূতপূর্ব সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য লাভ করেছিলো। শাহ্‌জাহান শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাজমহল ও ময়ূর সিংহাসন তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি সঙ্গীতেও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। মীর্যা ফকীরুল্লাহর 'রাগ-দর্পণ' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শাহ্‌জাহানের দরবারে প্রায় ত্রিশজন গায়ক ও বাদক ছিলেন। মানসিংহ তনোয়ার তাঁর 'মন-কৌতূহলে' যে সঙ্গীত রীতি-কৌশলের প্রচলন করেন শাহ্‌-জাহানের দরবারের সঙ্গীতজ্ঞগণ সবাই সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। মানসিংহ প্রবর্তিত 'ধ্রুপদ' ও হুসাইন শাহ্ শর্কী প্রবর্তিত 'খেয়াল' ঐ সময় খুব জনপ্রিয় ছিল। শাহ্‌জাহানের দরবারে সঙ্গীতবিদ্‌দের মধ্যে বর্‌নওয়াবাসী শেখ বহাউদ্দিন, মিঞা দালু, শের মুহম্মদ, মিঞা লাল গুণ-সমুদ্র (বিলাস খানের জামাতা), খুশহাল খান প্রভৃতি ধ্রুপদ-রীতির প্রধান গায়ক ছিলেন। তাছাড়া, দাক্ষিণাত্যের সঙ্গীতজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ গান রচয়িতা জগন্নাথ মহাকবি রায়, গুণ সেন (নায়ক-ই-আফজল উপাধি প্রাপ্ত), রঙ্গ খান, মুহিব খান, গুজরাতী, বসন্তী কলাবন্ত, বাজীদ খান, হামীর সেন, সুবল সেন, মিছ্‌রী খান ও গুণ খান প্রমুখ গায়ক এবং বাদকগণও শাহ্‌জাহানের দরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন। শাহ্‌জাহানের দরবারে রাজা ইদসিং গৌর এবং খড়গপুরের রাজা রামশাহ্ নামক দু'জন খেয়াল গায়কও ছিলেন। এঁরা আমীর খসরু ও হুসাইন শাহ্ শর্কী প্রবর্তিত সঙ্গীত-রীতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। মুঘল বংশীয় মুহম্মদ বাকী ও হিরাতের মীর ইমাদ একমাত্র বিদেশী গোষ্ঠির

সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। শাহ্‌জাহানের দরবারের সঙ্গীত শিল্পীদের অধিকাংশই ধ্রুপদ ও কওল (কাওয়ালী) গায়ক ছিলেন।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭) মীর্যা মুহম্মদের পুত্র মীর আহ্‌মদের 'নঘমতুল-ইস্‌রার' ও শের মুহম্মদ খানের 'মিরাতুল খেয়াল' গ্রন্থ রচিত হয়। শাহ্‌জাহানের আমলে খেয়াল গায়কের সংখ্যাল্পতা আওরঙ্গজেবের আমলে বৃদ্ধি পায়।

বাহাদুর শাহ্ (১৭০৭-'১২) একজন সঙ্গীত-পিপাসু সম্রাট ছিলেন। তাঁর দরবারে বহু পণ্ডিত, গুণী ও সঙ্গীতজ্ঞের সমাবেশ হয়েছিলো। তিনি সঙ্গীত এত ভালোবাসতেন যে রাতভর সঙ্গীত শুনে দিনের অর্ধেক সময় ঘুমিয়ে কাটাতেন। সেজন্য বাহাদুর শাহ্‌কে 'শাহ্-ই-বেখবর' বলা হতো। তাঁর আমলে নরমুল খানের পুত্র নিয়ামত খান (সদারঙ্গ) নিয়াজ কাওয়াল ও লাল বাঙ্গালীর সহযোগিতায় বহু খেয়াল, ধ্রুপদ ও হোরি গান (হোলি উৎসবে গীত এক প্রকার গান) রচনা করেন।

বাহাদুর শাহের পৌত্র মুহম্মদ শাহের আমলে (১৭১৯-'৪৮) সঙ্গীত যথেষ্ট পরিমাণে বিকাশ লাভ করে। মুহম্মদ শাহ্ স্বয়ং একজন দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কাব্যিক নাম ছিল 'সদারঙ্গিলা' বা চির-প্রফুল্ল। মুহম্মদ শাহের আমলেও নিয়ামত খান বহু সংখ্যক খেয়াল, হোরি প্রভৃতি গান রচনা করে তাতে সুর সংযোজনা করেন। মুহম্মদ শাহের রাজত্ব খেয়ালের পূর্ণ বিকাশের কাল। সে সময়ই খেয়াল খুব মনোজ্ঞ এবং জনপ্রিয় অথচ বিজ্ঞানসম্মত সঙ্গীতের রূপ ধারণ করে। খেয়ালের জনপ্রিয়তার সবটুকু কৃতিত্বই নিয়ামত খানের প্রাপ্য। মুহম্মদ শাহ্ নিয়ামত খানকে 'সদারঙ্গ' উপাধিতে ভূষিত করেন। শাহের দরবারের অপর দু'জন শ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়ক হলেন শেখ মঈনুদ্দিন (শের মুহম্মদ খানের পৌত্র) এবং নিয়ামত খানের শিষ্য ও জামাতা ফিরোজ খান। ফিরোজ খান সঙ্গীত-পারদর্শিতায় গুরুকে ছাড়িয়ে যান। তিনি বহু ধ্রুপদ, খেয়াল, তারানা প্রভৃতি রচনা করেন। সম্রাট মুহম্মদ শাহ্ সঙ্গীত-পারদর্শিতার জন্য ফিরোজ খানকে 'অদারঙ্গ' উপাধিতে সম্মানিত করেন। খেয়াল সঙ্গীতে মুহম্মদ শাহের ছাপ এতই সুস্পষ্ট এবং অনস্বীকার্য যে, আজ পর্যন্ত উচ্চমানের খেয়ালে শতকরা ষাট ভাগ মুহম্মদ শাহ্ ও সদারঙ্গ নামাঙ্কিত।

দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের অবনতির যুগে সঙ্গীত শিল্পীরা আশ্রয় নেন সামন্ত-নৃপতিদের দরবারে। ঐ সময়ে লক্ষ্ণৌ, রামপুর, পুণা, ইন্দোর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজদরবারে সঙ্গীত চর্চা বৃদ্ধি পায়। মুঘল বাদশাহদের দরবারের সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারাই দক্ষিণ-পশ্চিম-ভারতে এবং উত্তর-ভারতে সঙ্গীত প্রসার লাভ করে।

১৮৫৭ সালে লক্ষ্ণৌ এবং রামপুরে উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত প্রাধান্য বিস্তার করে এবং লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজির আলীর শাসন পরিচালনাকালে এ সঙ্গীত দ্রুত উন্নতি লাভ করে। লক্ষ্ণৌ-দরবারে থাকাকালে পাটনার রাজা খান ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার নবাব আসাফুদ্দৌলার পৃষ্ঠপোষকতায় নবাবের নামানুসারে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 'নাগমত-ই-আসিফী' নামে একটি সঙ্গীত-গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থকার অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণা দ্বারা সাতটি স্বরের শুদ্ধতা নির্ণয় করে শুদ্ধ স্বর-সপ্তকের 'বিলাবল ঠাট' আবিষ্কার করেন। পরে বিলাবলকে ভিত্তি করে বিকৃত স্বরযুক্ত আরও নয়টি ঠাট সৃষ্টি করে সঙ্গীতে এক নতুন যুগ আনয়ন করেন। রাজা খান উত্তর-ভারতীয় রাগগুলোকে এ ঠাট পদ্ধতি দ্বারা এমনভাবে বিভক্ত করেন যাতে বিশুদ্ধ রূপে রাগের বিচার

করা সম্ভব হয়। এ গ্রন্থে গ্রন্থকার যাবতীয় রাগ-রাগিণীকে মোট দশটি ঠাটের অন্তর্গত করেন। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এ সিদ্ধান্তগুলোকে সমর্থন করে উপমহাদেশীয় সঙ্গীতকে বৈজ্ঞানিক রূপ দান এবং তার বহুল প্রচার করেন। ফলে, ভাতখণ্ডে সঙ্গীত সমাজে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি মতে প্রচলিত দশটি ঠাটের প্রবর্তকরূপে পরিচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধ্রুপদ ও খেয়ালের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার হাল্‌কা গানের সৃষ্টি হয়। সেসব গানের মধ্যে লক্ষ্ণৌর 'ঠুমরী' ও পাঞ্জাবের 'টপ্পা' উল্লেখযোগ্য। এসব গান প্রসিদ্ধি লাভ করে লক্ষ্ণৌর-দরবারে। অনেকের মতে ভাই সাহেব গণপত রাও এবং মৈজুদ্দিন খানই ঠুমরীর স্রষ্টা।

সারা ঊনবিংশ শতাব্দীকেই উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের অবনতির যুগ বলা চলে। এই অবনতির অন্যতম কারণ বিশুদ্ধ স্বরলিপির অভাব। এই পূরণ করবার জন্য ঐ শতাব্দীর শেষের দিকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, বিষ্ণুদিগম্বর পুলশ্‌কর ও কোলকাতার মহারাজা স্যার সৌরেন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রমুখ গুণীগণ প্রয়াস চালান। তাঁদের উদ্ভাবিত স্বরলিপি লিখন পদ্ধতি দ্বারা লুপ্ত প্রায় সঙ্গীত পুনরুদ্ধার করা হয়।

সবশেষে, ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মুসলমানগণ বিজেতারূপে এ উপমহাদেশে এলেও মুসলমানদের প্রভাবে এদেশের সঙ্গীত এক নতুন রূপ লাভ করে। তারা সঙ্গীতে সৌকুমার্য ও শোভনতা দান করেন এবং নতুন রাগ-রাগিণীর সংযোগে রাগ-রাগণীর সংখ্যাধিক্য ঘটান। উপমহাদেশীয় সঙ্গীতে মুসলমানদের প্রভাব এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। মুসলমানদের এ দান উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাস্ত্রীয় বিভাগ

শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ঃ ব্যাকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত যেমন কোনো ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় না তেমনি সঙ্গীতেরও প্রত্যক্ষ-ক্রিয়ার (Practical) জন্য শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করা একান্ত আবশ্যক। সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ-ক্রিয়াকে নিয়ম ও শৃঙ্খলায় সীমাবদ্ধ করে রাখার জন্যই সঙ্গীত-শাস্ত্রের (Theory of music) উৎপত্তি। নিয়ম এবং শৃঙ্খলাই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শুদ্ধতাকে বজায় রেখে শিক্ষার্থীগণকে নির্দিষ্ট পথে চলার নির্দেশ দেয়। শাস্ত্রই সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ-ক্রিয়াকে বাঁচিয়ে রাখে। শাস্ত্র ব্যতীত সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ-ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় না। যেহেতু সঙ্গীত-শাস্ত্র সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ-ক্রিয়ার উপরই সম্পূর্ণরূপে অবলম্বিত, সেহেতু শিক্ষার্থীদের সঙ্গীত সাধনার শুরুতেই অন্ততঃ মোটামুটি শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন।

সঙ্গীত ঃ গীত (কণ্ঠসঙ্গীত), বাদ্য (যন্ত্রসঙ্গীত) ও নৃত্য—এ তিনের সমষ্টিকেই **সঙ্গীত** বলা হয়। এ তিনটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার দরুন শাস্ত্রকারদের মতে এর প্রতিটিই সঙ্গীতের অন্তর্গত।

কণ্ঠ সঙ্গীত ঃ কণ্ঠে পরিবেশিত সঙ্গীতকেই **কণ্ঠ সঙ্গীত** বলা হয়। সঙ্গীত প্রাকৃতিক গুণযুক্ত এবং এর পূর্ণ বিকাশের জন্য কোনো প্রকার বাদ্যযন্ত্র অথবা নৃত্যাদির সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয় না।

যন্ত্র সঙ্গীত ঃ বাদ্যযন্ত্রে পরিবেশিত সঙ্গীতকেই **যন্ত্র সঙ্গীত** বলা হয়। যন্ত্র সঙ্গীত কণ্ঠ-সঙ্গীতের উপর নির্ভরশীল। যন্ত্র সঙ্গীতে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে কণ্ঠসঙ্গীত জানা নিতান্ত প্রয়োজন। কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনায় স্বর-স্থান নিশ্চিত হয় ও রাগ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। নিঃসঙ্কোচে নিয়মিতভাবে আলাপ করে যন্ত্র সঙ্গীতকে মাধুর্যপূর্ণ করে তোলা সম্ভব হয় একমাত্র কণ্ঠসঙ্গীতের মাধ্যমে।

নৃত্য ঃ হাব, ভাব ও অঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকেই **নৃত্য** বলা হয়। কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত নৃত্যের প্রধান সহায়ক। কণ্ঠ বা যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্য ব্যতীত নৃত্য পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করতে পারে না। কোনো কোনো নৃত্য কণ্ঠসঙ্গীতের সাহায্য ব্যতীতও সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু যন্ত্র সঙ্গীত ব্যতীত কোনো নৃত্যই সুচারুরূপে সম্পাদিত হতে পারে না।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত সঙ্গীত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা—**মার্গ সঙ্গীত** ও **দেশী সঙ্গীত**।

মার্গ সঙ্গীত ঃ প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিগণ আত্মজ্ঞান লাভ করবার জন্য যে সঙ্গীতের সাধনা করতেন তাকেই **মার্গ সঙ্গীত** বলা হতো। এ সঙ্গীত কেবল সাধক এবং ভক্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করতে পারেনি।

দেশী সঙ্গীত ঃ উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বসাধারণের মধ্যে যে সঙ্গীত প্রচলিত তাকেই দেশী সঙ্গীত বলা হয়। দেশী সঙ্গীত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা—হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও কর্ণাটিক সঙ্গীত।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ঃ ভারতের উত্তর ভাগে প্রচলিত সঙ্গীতকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলা হয়।

কর্ণাটিক সঙ্গীত ঃ ভারতের দক্ষিণ ভাগে প্রচলিত সঙ্গীতকে কর্ণাটিক সঙ্গীত বলা হয়।

নাদ ঃ শব্দ (Sound) বা ধ্বনিকেই নাদ বলা হয়। সঙ্গীতের সম্পর্ক শব্দ অথবা ধ্বনির সঙ্গে এবং শব্দের বিশিষ্ট গঠন থেকেই সঙ্গীতের সৃষ্টি।

শব্দ (Sound) দু'প্রকার--সঙ্গীতোপযোগী ও সঙ্গীতানুপযোগী। সঙ্গীতোপযোগী শব্দকেই সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণ নাদ নামে অভিহিত করেছেন।

সঙ্গীতোপযোগী নাদ ঃ যে শব্দের (Sound) আন্দোলন (Vibration) নিয়মিত (Regular), সম-সময়ান্তরিক (Periodic) এবং স্থায়ী (Constant) তা শ্রুতিমধুর ও চিত্তাকর্ষক। এ প্রকার শব্দের সঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বর মেলানো যায় বলে তাকে সঙ্গীতোপযোগী নাদ (Musical Sound) বলা হয়। আর যে শব্দের আন্দোলন অনিয়মিত (Irregular), অসম-সময়ান্তরিক (Non-periodic) এবং অস্থায়ী (Temporary) তা কর্কশ ও শ্রুতিকটু। এ প্রকার শব্দের সঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বর মেলানো যায় না বলে তাকে বেসুরা (Discordant) এবং কোলাহল (Noise) বলা হয়।

সঙ্গীতোপযোগী নাদের তিনটি অবস্থা ঃ (১) নাদের উঁচু-নীচুতা (Pitch of the sound), (২) নাদের তীব্রতা (The intensity or the strength of the sound) এবং (৩) নাদের জাতি অথবা গুণ (The character of the sound)।

নাদের উঁচু-নীচুতা ঃ নাদের উঁচু-নীচুতা নির্ভর করে বাতাসের আন্দোলন সংখ্যার পরিমাণের উপর। বাতাসের অধিক আন্দোলনে শব্দ উঁচু এবং কম আন্দোলনে নীচু হয়। অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে উৎপন্ন আন্দোলন সংখ্যা বেশী হলে উঁচু শব্দ এবং কম হলে নীচু শব্দ হয়। নাদের উঁচু-নীচুতার সীমা, আন্দোলনের গতি এবং সংখ্যার উপর নির্ভর করে।

নাদের তীব্রতা ঃ নাদের তীব্রতা নির্ভর করে বাতাসে উৎপন্ন আন্দোলনের বিস্তারের উপর। যেমন, কোনো শব্দ জোরে উচ্চারণ করলে তা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে, আবার, আস্তে উচ্চারণ করলে তা অতি নিকটেই বিলীন হয়ে যায়। অর্থাৎ নাদের উচ্চারণ জোরে হলে তার আন্দোলন বাতাসে কিছুটা সময় পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে বলে দূর থেকেও তা শোনা যায়। আবার, এ শব্দকেই আস্তে উচ্চারণ করলে তা দূর থেকে শোনা যায় না। কারণ, শব্দের উচ্চারণ আস্তে হওয়ার দরুন বাতাসে তার স্থায়ীত্ব কম হয়।

নাদের জাতি বা গুণ ঃ নাদের জাতি অথবা গুণের সম্পর্ক তার উৎপত্তি স্থানের সঙ্গে। সঙ্গীতোপযোগী নাদের উৎপত্তি মানুষের কণ্ঠস্বর, পশু-পক্ষীর আওয়াজ এবং বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি থেকে। ধ্বনির মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে যা শুনেই চেনা যায়। প্রত্যেক প্রাণীর শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেরূপ বাদ্যযন্ত্র থেকে উৎপন্ন শব্দের মধ্যেও পার্থক্য পাওয়া যায়। যেমন—বেহালা থেকে উৎপন্ন শব্দ বাঁশী থেকে উৎপন্ন শব্দের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নাদের প্রকৃতি এক হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন অনুভূত হওয়ার কারণকে নাদের জাতি বা গুণ বলা হয়।

নাদ থেকে শ্রুতি, শ্রুতি থেকে স্বর (শুদ্ধ ও বিকৃত), স্বর থেকে সপ্তক, সপ্তক থেকে জনক মেল বা ঠাট এবং ঠাট থেকে রাগের উৎপত্তি। নিম্নাঙ্কিত চিত্রে নাদ থেকে রাগের (বর্তমানে প্রচলিত) উৎপত্তিক্রম দেখানো হলো ঃ—

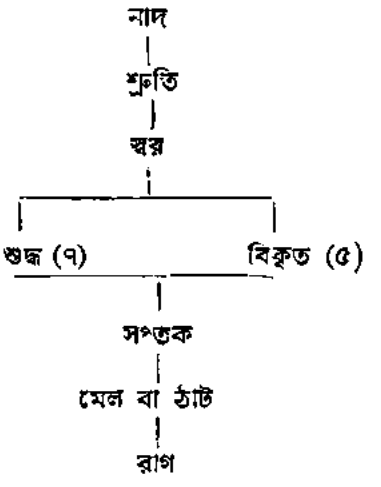

শ্রুতি ঃ সঙ্গীতোপযোগী নাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপকেই শাস্ত্রকারগণ শ্রুতি নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ যে নাদ সঙ্গীতের উপযোগী এবং প্রত্যক্ষ-ক্রিয়ায় শুনে অতি সহজে অনুভব করে নিশ্চিতরূপে চেনা যায় তাকেই শ্রুতি বলা হয়। শ্রুতির প্রয়োগে রাগের রূপ স্পষ্ট হয় এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। শাস্ত্রমতে শ্রুতি বাইশ প্রকার। যথা—তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা, রৌদ্রী, ক্রোধী, বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী, ক্ষিতী, রক্তা, সন্দীপিনী, আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা, উগ্রা, ও ক্ষোভিণী।

স্বর ঃ শ্রুতি থেকেই স্বরের উৎপত্তি। দুই বা ততোধিক শ্রুতির সংমিশ্রণে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তা শ্রুতির তুলনায় দীর্ঘকাল স্থায়ী, স্নিগ্ধ এবং মনোরঞ্জক বলে এরূপ ধ্বনি বিশেষকেই স্বর বলা হয়। কোনো স্বরের উচ্চারণ করা মাত্রই তার অন্তর্গত শ্রুতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কিন্তু শ্রুতি থেকে স্বর-বোধ হয় না। যেহেতু শ্রুতি স্বরেরই অংশ সেহেতু সম্পূর্ণ রূপে স্বর-বোধ না হওয়া পর্যন্ত শ্রুতি-বোধ হওয়া সম্ভব নয়। তাই, প্রথমে শিক্ষার্থীদের জন্য

স্বরই প্রধান, কিন্তু উচ্চশিক্ষার্থীদের বেলায় শ্রুতি-বোধ অপরিহার্য। কারণ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য এ শ্রুতিই রাগকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান করার অন্যতম উপায়।

স্বর সাত প্রকার। যথা—খরজ বা ষড়জ, ঋষভ বা রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ বা নিখাদ। ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম এ তিনটি স্বরের অন্তর্গত চারটি করে বারোটি শ্রুতি। রেখাব ও ধৈবতের অন্তর্গত তিনটি করে ছয়টি এবং গান্ধার ও নিখাদের অন্তর্গত দু'টো করে চারটি শ্রুতি।

সপ্ত স্বরের সংক্ষিপ্ত নাম ঃ খরজ বা ষড়জ—সা, রেখাব বা ঋষভ—রে, গান্ধার—গা, মধ্যম—মা, পঞ্চম—পা, ধৈবত—ধা এবং নিষাদ বা নিখাদ—নি। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, ও নি এই মূল সাতটি স্বর আকার, একার এবং ইকার বর্জিত হয়ে লেখা হয়। যেমন—স, র, গ, ম, প, ধ, ন এবং উচ্চারণকালে আকার, একার ইত্যাদি যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়।

শ্রুতি ও স্বরের পার্থক্য ঃ প্রকৃতপক্ষে শ্রুতি ও স্বর পৃথক জিনিস নয়, বরং একই বস্তুর দু'টো ভিন্ন রূপ। শ্রুতি অংশ এবং স্বর পূর্ণ। শ্রুতি ক্ষণস্থায়ী কিন্তু স্বর দীর্ঘস্থায়ী। বায়ুমণ্ডলের মৃদু আন্দোলনেই শ্রুতির উৎপত্তি হয়। কিন্তু অধিক আন্দোলন ব্যতীত স্বরের উৎপত্তি সম্ভব নয়।

অচল স্বর ঃ সপ্ত স্বরের মধ্যে ষড়জ এবং পঞ্চমকে অচল স্বর বলা হয়। কারণ এ স্বর দু'টো স্বীয় নির্দিষ্ট স্থানে স্থির। সপ্ত স্বরের মধ্যে ষড়জ প্রথম স্বর। সুতরাং সে আপন স্থান ত্যাগ করতে পারে না। সেরূপ পঞ্চমও উত্তরাঙ্গের প্রথম স্বর বলে স্থানচ্যুত হতে পারে না।

শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর ঃ সপ্ত স্বরের ষড়জ ও পঞ্চম ব্যতীত অন্যান্য পাঁচটি স্বরের দু'টো করে রূপ আছে, সেগুলোকে শুদ্ধ এবং বিকৃত বলা হয়।

শুদ্ধ স্বর ঃ রে, গা, মা, ধা ও নি এ পাঁচটি স্বর যখন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে তখন তাদেরকে শুদ্ধ স্বর বলা হয়।

কোমল স্বর ঃ রে, গা, ধা, ও নি এ চারটি স্বর যখন পশ্চাতে সরে আসে তখন তাদেরকে কোমল স্বর বলা হয়। সব কোমল স্বরই দু'টো শুদ্ধ স্বরের মধ্যস্থল থেকে নিরূপিত হয়। যেমন, কোমল রেখাবের স্থান হচ্ছে ষড়জ এবং শুদ্ধ রেখাবের মধ্যস্থলে।

তীব্র স্বর ঃ শুদ্ধ মধ্যম অগ্রগামী হয়ে যখন আপন নির্দিষ্ট স্থান ও পঞ্চমের মধ্যস্থলে অবস্থান করে তখন তাকে তীব্র বা কড়ি মধ্যম বলা হয়। সপ্ত স্বরের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে একমাত্র মধ্যমই তীব্র হয়ে থাকে।

বিকৃত স্বরের সাঙ্কেতিক পরিচয় ঃ রে, গা, ধা ও নি এ চারটি স্বরের কোমল অবস্থাকে স্বরবর্ণের 'ঋ' এবং ব্যঞ্জনবর্ণের 'ত', 'দ' ও 'ণ' এই বর্ণগুলো দ্বারা বোঝানো হয়। কড়ি মধ্যমকে বোঝানো হয় ব্যঞ্জনবর্ণের 'ম্ম' বর্ণ দ্বারা।

সপ্তকের অন্তর্গত বাইশ শ্রুতি ও দ্বাদশ স্বরের অবস্থানক্রম ঃ

শ্রুতি সংখ্যা	শ্রুতির নাম	স্বরের নাম
১	তীব্রা	শুদ্ধ - - - - - - - - - - - - - - - স (অচল)
২	কুমুদ্বতী	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
৩	মন্দা	কোমল - - - - - - - - - - - - - - - - ঋ
৪	ছন্দোবতী	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
৫	দয়াবতী	শুদ্ধ - - - - - - - - - - - - - - - - র
৬	রঞ্জনী	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
৭	রক্তিকা	কোমল - - - - - - - - - - - - - - - - জ্ঞ
৮	রৌদ্রী	শুদ্ধ - - - - - - - - - - - - - - - - গ
৯	ক্রোধী	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
১০	বজ্রিকা	শুদ্ধ - - - - - - - - - - - - - - - - ম
১১	প্রসারিণী	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
১২	প্রীতি	কড়ি - - - - - - - - - - - - - - - - ক্ষ
১৩	মার্জনী	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
১৪	ক্ষিতি	শুদ্ধ - - - - - - - - - - - - - - - - প (অচল)
১৫	রক্তা	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
১৬	সন্দীপিনী	কোমল - - - - - - - - - - - - - - - - দ
১৭	আলাপিনী	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
১৮	মদন্তী	শুদ্ধ - - - - - - - - - - - - - - - - ধ
১৯	রোহিণী	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
২০	রম্যা	কোমল - - - - - - - - - - - - - - - - ণ
২১	উগ্রা	শুদ্ধ - - - - - - - - - - - - - - - - ন
২২	ক্ষোভিণী	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

সপ্তক ঃ এক সপ্তকে মোট বারোটি স্বর থাকে। তার মধ্যে সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিকৃত স্বর। যেমন—স, ঋ, র, জ্ঞ, গ, ম, ক্ষ, প, দ, ধ, ণ, এবং ন। সপ্তকের দু'টো মুখ্য ভাগ আছে। সেগুলোকে যথাক্রমে পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ বলা হয়।

পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ ঃ সপ্তকের প্রথম ভাগকে পূর্বাঙ্গ এবং দ্বিতীয় ভাগকে উত্তরাঙ্গ বলা হয়। অর্থাৎ স ঋ র জ্ঞ গ ম পূর্বাঙ্গ এবং ক্ষ প দ ধ ণ ন উত্তরাঙ্গ।

সপ্তকের স্থান ঃ সপ্তকের তিনটি স্থান। এ স্থান তিনটি যথাক্রমে মন্দ্র, মধ্য ও তার স্থান নামে অভিহিত।

মানুষের স্বাভাবিক স্বর থেকে যে স্বর নীচু হয় তাকে মন্দ্র স্বর, স্বাভাবিক স্বরকে মধ্য স্বর এবং উঁচু স্বরকে তার স্বর বলা হয়। শাস্ত্রকারদের মতে, যে স্বর মানুষের হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয় সেগুলোই যথাক্রমে মন্দ্র, মধ্য ও তার স্বর রূপে পরিচিত। এই স্বরগুলোর পরস্পর সম্বন্ধ দ্বিগুণ অর্থাৎ মন্দ্র স্থানের স্বর মধ্য স্থানের স্বরের দ্বিগুণ। তার স্থানের স্বর মন্দ্র স্থানের স্বরের চতুর্গুণ।

মন্দ্র, মধ্য ও তার স্বরের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ঃ যেসব স্বরেরনীচে 'হসন্ত' দেয়া হয় সেগুলোকে মন্দ্র সপ্তকের স্বর বোঝায়। চিহ্নবিহীন স্বরগুলোকে মধ্য সপ্তকের স্বর এবং যে স্বরের উপরে 'রেফ' দেয়া হয় সেগুলোকে তার সপ্তকের স্বর বোঝায়। যেমন :—

(উদারা) মন্দ্র সপ্তকের স্বর—স্ র্ গ্ ম্ প্ ধ্ ন্
(মুদারা) মধ্য সপ্তকের স্বর—স র গ ম প ধ ন
(তারা) তার সপ্তকের স্বর—র্স র্র র্গ র্ম র্প র্ধ র্ন

মন্দ্র, মধ্য ও তার সপ্তককে যথাক্রমে উদারা, মুদারা এবং তারা সপ্তকও বলা হয়।

মেল বা ঠাট ঃ শাস্ত্রমতে স্বর থেকেই মেল বা ঠাটের উৎপত্তি। শুদ্ধ অথবা বিকৃত অবস্থায় সপ্ত স্বরের ক্রম সমাবেশকে মেল বা ঠাট (Scale) বলা হয়। যেমন :—

(ক) — স র গ ম প ধ ণ
(খ) — স র গ ক্ষ প ধ ন
(গ) — স ঋ গ ম প দ ন ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত ক, খ এবং এবং গ উদাহরণের প্রতিটিই এক একটি ঠাট রূপে পরিচিত।

ঠাট রচনা পদ্ধতি ঃ (১) প্রত্যেক ঠাটেই সপ্তকের অন্তর্গত দ্বাদশ স্বর থেকে ক্রমানুসারে সাতটি স্বর হওয়া উচিত; (২) একই স্বরের উভয় রূপ (যেমন—ঋর, জ্ঞগ, মক্ষ, দধ এবং ণন) প্রয়োগ করা যেতে পারে; ও (৩) ঠাটে ব্যবহৃত স্বরগুলোর আরোহণ বা অবরোহণের প্রয়োজন হয় না।

এ নিয়মগুলোর উপর ভিত্তি করেই দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত সঙ্গীতাচার্য পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমুখী সর্বপ্রথম সপ্তকের অন্তর্গত দ্বাদশ স্বর থেকে বাহাত্তরটি ঠাট রচনা করেন।

ঠাট রচনাক্রম ও ঠাট সংখ্যা

সপ্তকের অন্তর্গত স ঋ র জ্ঞ গ ম ক্ষ প দ ধ ণ ন এই বারোটি স্বরকে সমান দু'ভাগে ভাগ করা হলো। যেমন, (ক)—স ঋ র জ্ঞ গ ম এবং (খ)—ক্ষ প দ ধ ণ ন।

প্রথমটির নাম পূর্বভাগ এবং দ্বিতীয়টির নাম উত্তরভাগ।

বুঝবার সুবিধা, স্বর সংখ্যা ও পংক্তি পূরণের জন্য 'কড়ি মা'-কে বাদ দিয়ে 'তার সাঁ'-কে যোগ করা হলো। যেমন ঃ—

পূর্বভাগ	উত্তরভাগ
স ঋ র জ্ঞ গ ম	প দ ধ ণ ন র্সং

এখন পূর্বভাগের 'সা' এবং উত্তরভাগের তার 'র্সাঁ'-কে নিজস্ব স্থানে রেখে যদি ক্রমানুসারে স্বরগুলোর মিশ্রণ করা যায় তাহলে নিম্নে উদ্ধৃত ছয় প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্বর-রচনা পাওয়া যাবে। যেমন ঃ—

	পূর্বভাগ				উত্তরভাগ			
১—	স	ঋ	র	ম	প	দ	ধ	র্সং
২—	স	ঋ	জ্ঞ	ম	প	দ	ণ	র্সং
৩—	স	ঋ	গ	ম	প	দ	ন	র্সং
৪—	স	র	জ্ঞ	ম	প	ধ	ণ	র্সং
৫—	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	র্সং
৬—	স	জ্ঞ	গ	ম	প	ণ	ন	র্সং

এখন পূর্বভাগের প্রথম অংশের অর্থাৎ স ঋ র ম, স ঋ জ্ঞ ম ইত্যাদির সঙ্গে উত্তরভাগের ছ'টি অংশ প্রত্যেক বার (বার হিসেবে) ক্রমানুসারে নিম্নে উদ্ধৃত উপায়ে যোগ করলে সপ্তকের অন্তর্গত দ্বাদশ স্বর থেকে ৩৬ প্রকার স্বর-রচনা পাওয়া যাবে। যেমন ঃ—

১)	স	ঋ	র	ম	প	দ	ধ	র্সং
২)	স	ঋ	র	ম	প	দ	ণ	র্সং
৩)	স	ঋ	র	ম	প	দ	ন	র্সং
৪)	স	ঋ	র	ম	প	ধ	ণ	র্সং
৫)	স	ঋ	র	ম	প	ধ	ন	র্সং
৬)	স	ঋ	র	ম	প	ণ	ন	র্সং

উপরোক্ত ক্রম থেকে যদি পূর্বভাগের ছয়টি অংশের সঙ্গে উত্তরভাগের ছয়টি অংশ ক্রমানুসারে যোগ করা যায় তাহলে ৬×৬ = ৩৬টি ঠাট পাওয়া যাবে।

উদ্ধৃত ঠাটে কেবল শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে। এখন শুদ্ধ মধ্যমকে বাদ দিয়ে এর স্থানে যদি কড়ি মধ্যম ব্যবহার করা যায় তাহলে পূর্বোক্ত ক্রম থেকে আরও ৩৬টি ঠাট পাওয়া যাবে। অর্থাৎ দুই মধ্যম থেকে ৩৬×২ = ৭২টি ঠাট উৎপন্ন হবে।

প্রত্যেকটি ঠাট থেকে অসংখ্য রাগের উৎপত্তি হয় বলে শাস্ত্রকারগণ উপরোক্ত ৭২ ঠাটকে 'রাগোৎপাদক' বা 'জনক' ঠাট নামে অভিহিত করেছেন। তার মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতে নিম্নলিখিত ১০টি ঠাটই প্রধান। যেমন ঃ—

(১) বিলাবল, (২) কাফী, (৩) কল্যাণ, (৪) খাম্বাজ, (৫) ভৈরব বা ভৈঁরো, (৬) পূর্বী বা পুরবী, (৭) মারবা (৮) আশাবরী, (৯) ভৈরবী এবং (১০) টোড়ী।

প্রচলিত দশটি ঠাটের পরিচয়

১) বিলাবল ঠাট (প্রতিটি স্বর শুদ্ধ)— স র গ ম প ধ ন
২) কাফী ঠাট (গা ও নি কোমল)— স র গ ম প ধ ণ
৩) কল্যাণ ঠাট (মা কড়ি)— স র গ ক্ষ প ধ ন
৪) খাম্বাজ ঠাট (নি কোমল)— স র গ ম প ধ ণ
৫) ভৈরব ঠাট (রে ও ধা কোমল)— স ঋ গ ম প দ ন
৬) পূর্বী ঠাট (রে ও ধা কোমল, মা কড়ি)—স ঋ গ ক্ষ প দ ন
৭) মারবা ঠাট (রে কোমল, মা কড়ি)— স ঋ গ ক্ষ প ধ ন
৮) আশাবরী ঠাট (গা, ধা ও নি কোমল)— স র গ ম প দ ণ
৯) ভৈরবী ঠাট (রে, গা, ধা ও নি কোমল)—স ঋ গ ম প দ ণ
১০) টোড়ী ঠাট (রে, গা, ধা কোমল, মা কড়ি)—স ঋ গ ক্ষ প দ ন

কর্ণাটিক সঙ্গীত-পদ্ধতি মতে প্রচলিত দশটি ঠাটের নাম

কর্ণাটিক* সঙ্গীত-পদ্ধতি মতে—

১) বিলাবল ঠাটকে বলা হয়—ধীরশঙ্করাভরণ মেল।
২) কাফী ঠাটকে বলা হয়—খরহরপ্রিয় মেল।
৩) কল্যাণ ঠাটকে বলা হয়—মেচকল্যাণী মেল।
৪) খাম্বাজ ঠাটকে বলা হয়—হরিকাম্ভোজী মেল।
৫) ভৈরব ঠাটকে বলা হয়—মায়ামালবগৌল মেল।
৬) পূর্বী ঠাটকে বলা হয়—কামবর্দ্ধিনী মেল।
৭) মারবা ঠাটকে বলা হয়—গমনশ্রীয় মেল।
৮) আশাবরী ঠাটকে বলা হয়—নটভৈরবী মেল।
৯) ভৈরবী ঠাটকে বলা হয়—হনুমত্তোড়ী মেল।
১০) টোড়ী ঠাটকে বলা হয়—শুভপন্তুবরালী মেল।

* কর্ণাটিক সঙ্গীত-পদ্ধতি মতে ঠাটকেই মেল বলা হয়।

ঠাটের অন্তর্গত রাগসমূহ

পূর্বোল্লিখিত দশটি ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ—

১) বিলাবল ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগ—শুধ্-বিলাবল, বিহাগ, বিহাগড়া, শঙ্করাভরণ, দেশকার, পাহাড়ী, মাণ্ড, দেবগিরি, নট্, মালুহা, দুর্গা, হংসধ্বনি, গুণকলি ইত্যাদি।

২) কাফী ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগ—কাফী, ধানী, ধনাশ্রী, ভীমপলশ্রী, পিলু, বাহার, বাগেশ্রী, নায়কী-কানাড়া, কৌশিক কানাড়া, মেঘ, মিয়া-কি-মল্লার, বৃন্দাবনী সারং ইত্যাদি।

৩) কল্যাণ ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগ—শুধ্ কল্যাণ, ইমন, ইমন কল্যাণ, হাম্বীর, কেদার, গৌড় সারং, ছায়ানট, হিন্দোল, সাওনি কল্যাণ, শ্যাম কল্যাণ, চন্দ্রকান্ত, জয়েৎ কল্যাণ ইত্যাদি।

৪) খাম্বাজ ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগ—খাম্বাজ, ঝিঁঝোটি, তিলং, খাম্বাবতী, দেশ, তিলক-কামোদ, জয়জয়ন্তী, শুধ্ মল্লার, গৌড় মল্লার, নট মল্লার, গারা ইত্যাদি।

৫) ভৈরব ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগ—ভৈরব বা ভৈঁরো, যোগিয়া, বিভাস, ললিত পঞ্চম, জীলফ্, আহীর ভৈরব, রামকলি, কালিংড়া, গৌরী, প্রভাত, ললিত, সাবেরী, শিবমত ভৈরব ইত্যাদি।

৬) পূর্বী ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগ—পূর্বী বা পুরবী, শ্রীরাগ, মালবী, ত্রিবেণী, পুরিয়া-ধনাশ্রী, দীপক, বসন্ত, রেবা, জেতাশ্রী ইত্যাদি।

৭) মারবা ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগ—মারবা, পুরিয়া, জেত, তঙ্কার, ভাটিয়ার, পঞ্চম, সোহনী, মালীগৌরা, বরারী বা বরাটী, পূর্বা কল্যাণ ইত্যাদি।

৮) আশাবরী ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগ—আশাবরী, জৌনপুরী, দেব গান্ধার, সিন্ধু ভৈরবী, দেশী, দরবারী, আড়ানা ইত্যাদি।

৯) ভৈরবী ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগ—ভৈরবী, মালকৌশ, বসন্ত মুখারী, বিলাসখানি টোড়ী, ভূপাল টোড়ী ইত্যাদি।

১০) টোড়ী ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগ—টোড়ী, মুলতানী, গুর্জরী টোড়ী, বাহাদুরী টোড়ী ইত্যাদি।

রাগ ঃ মেল বা ঠাট থেকেই রাগের উৎপত্তি। আরোহী-অবরোহীসহ বর্ণযুক্ত স্বরের এরূপ সুন্দর ও বিশেষ রচনা যা সব সময় মানুষের মনে আনন্দ উৎপন্ন করে তাকেই গুণী-জনেরা রাগ বলে অভিহিত করেছেন।

রাগের জাতি ঃ রাগের জাতি তিন প্রকার। যথা ঃ—ঔড়ব, ষাড়ব বা খাড়ব এবং সম্পূর্ণ।

যে রাগের আরোহণে পাঁচ স্বর এবং অবরোহণে পাঁচ স্বর ব্যবহৃত হয় তাকে ঔড়ব জাতীয় রাগ বলে। ষাড়ব জাতীয় রাগের আরোহণে ছয় এবং অবরোহণে ছয় স্বর ব্যবহৃত হয়। সম্পূর্ণ জাতীয় রাগের আরোহণে সাত এবং অবরোহণে সাত স্বরের ব্যবহার অনিবার্য।

কোনো কোনো রাগের আরোহণে ও অবরোহণে সমান সংখ্যক স্বর ব্যবহৃত হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে স্বর সংখ্যার আরোহণ-অবরোহণক্রমে জাতি নির্ধারিত হয় এবং তাতে মোট নয় প্রকার জাতি হতে পারে। যেমন ঃ—

আরোহণে স্বর সংখ্যা	অবরোহণে স্বর সংখ্যা	জাতির নাম
পাঁচ	পাঁচ	ঔড়ব—ঔড়ব
পাঁচ	ছয়	ঔড়ব—ষাড়ব
পাঁচ	সাত	ঔড়ব—সম্পূর্ণ
ছয়	পাঁচ	ষাড়ব—ঔড়ব

আরোহণে স্বর সংখ্যা	অবরোহণে স্বর সংখ্যা	জাতির নাম
ছয়	ছয়	ষাড়ব—ষাড়ব
ছয়	সাত	ষাড়ব—সম্পূর্ণ
সাত	পাঁচ	সম্পূর্ণ—ঔড়ব
সাত	ছয়	সম্পূর্ণ—ষাড়ব
সাত	সাত	সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ

বিলাবল ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগ সংখ্যা

পূর্বোদ্ধৃত নয় প্রকার রাগজাতির প্রত্যেক প্রকার থেকে কতগুলো রাগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব তা জানা উচিত। সঙ্গীতশাস্ত্রকার পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমুখীর নির্দেশ অনুসারে ৭২ ঠাটের মধ্যে একমাত্র বিলাবল ঠাট থেকেই নিম্নে উদ্ধৃত রাগ গাণিতিক উপায়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে স্বর বিন্যাসের মাধ্যমে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব ঃ

রাগজাতি	রাগ সংখ্যা
১) সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ	১
২) সম্পূর্ণ-ষাড়ব জাতীয় রাগ	৬
৩) সম্পূর্ণ-ঔড়ব জাতীয় রাগ	১৫
৪) ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ	৬
৫) ষাড়ব-ষাড়ব জাতীয় রাগ	৩৬
৬) ষাড়ব-ঔড়ব জাতীয় রাগ	৯০
৭) ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ	১৫
৮) ঔড়ব-ষাড়ব জাতীয় রাগ	৯০
৯) ঔড়ব-ঔড়ব জাতীয় রাগ	২২৫
	মোট = ৪৮৪

উদাহরণস্বরূপ ঃ

১। সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ একটির বেশী হওয়া সম্ভব নয়। কেননা এ জাতীয় রাগের আরোহণ ও অবরোহণে সাতটি করে স্বর হওয়া প্রয়োজন। যেমন ঃ

আরোহণ

স রি গ ম প ধ নি র্স

অবরোহণ

র্স নি ধ প ম গ রি স

২। সম্পূর্ণ-ষাড়ব জাতীয় রাগের অবরোহণক্রম থেকে প্রতিবার একটি করে স্বর বাদ দিলে এ জাতীয় ছয়টি রাগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। যেমনঃ

	আরোহণ							অবরোহণ					
ক)	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ধ	প	ম	গ	র	স
খ)	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ন	প	ম	গ	র	স
গ)	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ন	ধ	ম	গ	র	স

ইত্যাদি।

৩। সম্পূর্ণ-ঔড়ব জাতীয় রাগের অবরোহণে নধ, নপ, নম, নগ, নর, ধপ, ধম, ধগ, ধর, পম, পগ, পর, মগ, মর, গর ইত্যাদি দু'টো করে স্বর প্রতিবার বাদ দিলে এ জাতীয় পনেরোটি রাগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। যেমনঃ

	আরোহণ							অবরোহণ				
ক)	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	প	ম	গ	র	স
খ)	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ধ	ম	গ	র	স
গ)	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ধ	প	গ	র	স

ইত্যাদি।

৪। ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগের আরোহণক্রম থেকে প্রতিবার একটি করে স্বর বাদ দিলে এ জাতীয় ছয়টি রাগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। যেমনঃ

	আরোহণ						অবরোহণ						
ক)	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ধ	প	ম	গ	র	স
খ)	স	র	গ	ম	প	ন	ন	ধ	প	ম	গ	র	স
গ)	স	র	গ	ম	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	গ	র	স

ইত্যাদি

৫। ষাড়ব-ষাড়ব জাতীয় রাগের আরোহণ ও অবরোহণে এক স্বর বর্জিত হয় সেজন্য আরোহণের এক অংশের সঙ্গে অবরোহণের ছয় অংশ ক্রমানুসারে যোগ করলে নিম্নে প্রদত্ত দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এ জাতীয় ছত্রিশটি রাগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। যেমন ঃ

		আরোহণ						অবরোহণ					
ক)	১.	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ধ	প	ম	গ	স
	২.	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ধ	প	ম	র	স
	৩.	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ধ	প	গ	র	স
	৪.	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ধ	ম	গ	র	স
	৫.	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	প	ম	গ	র	স
	৬.	স	র	গ	ম	প	ধ	ধ	প	ম	গ	র	স

এ প্রকারে ছয়টি

		আরোহণ						অবরোহণ					
খ)	১.	স	র	গ	ম	প	ন	ন	ধ	প	ম	গ	স
	২.	স	র	গ	ম	প	ন	ন	ধ	প	ম	র	স

ইত্যাদি রূপে ছয়টি।

গ)	১.	স	র	গ	ম	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	গ	স
	২.	স	র	গ	ম	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	র	স

ইত্যাদি রূপে ছয়টি।

ঘ)	১.	স	র	গ	প	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	গ	স
	২.	স	র	গ	প	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	র	স

ইত্যাদি রূপে ছয়টি।

ঙ)	১.	স	র	ম	গ	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	গ	স
	২.	স	র	ম	প	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	র	স

ইত্যাদি রূপে ছয়টি।

চ)	১.	স	গ	ম	প	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	গ	স
	২.	স	গ	ম	প	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	র	স

ইত্যাদি রূপে ছয়টি।

৬। ষাড়ব-ঔড়ব জাতীয় রাগের আরোহণে প্রতিবার একটি করে স্বর বর্জিত করলে ছয়টি এবং অবরোহণে দু'টো করে স্বর ছেড়ে দিলে পনেরোটি অর্থাৎ ৬×১৫ = ৯০টি এ জাতীয় রাগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। যেমন ঃ

		আরোহণ						অবরোহণ				
ক)	১.	স	র	গ	ম	প	ধ	প	ম	গ	র	স
	২.	স	র	গ	ম	প	ধ	ধ	ম	গ	র	স
	৩.	স	র	গ	ম	প	ধ	ধ	প	গ	র	স
	৪.	স	র	গ	ম	প	ধ	ধ	প	ম	র	স
	৫.	স	র	গ	ম	প	ধ	ধ	প	ম	গ	স
	৬.	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ম	গ	র	স
	৭.	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	প	গ	র	স
	৮.	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	প	ম	র	স
	৯.	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	প	ম	গ	স
	১০.	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ধ	গ	র	স
	১১.	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ধ	ম	র	স
	১২.	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ধ	ম	গ	স

	আরোহণ							অবরোহণ				
১৩.	স	র	গ	ম	প	ধ		ন	ধ	প	র	স
১৪.	স	র	গ	ম	প	ধ		ন	ধ	প	গ	স
১৫.	স	র	গ	ম	প	ধ		ন	ধ	প	ম	স

এ প্রকারে পনেরোটি।

খ) ১.	স	র	গ	ম	প	ন		প	ম	গ	র	স
২.	স	র	গ	ম	প	ন		ধ	ম	গ	র	স
৩.	স	র	গ	ম	প	ন		ধ	প	গ	র	স

ইত্যাদি রূপে পনেরোটি।

গ) ১.	স	র	গ	ম	ধ	ন		প	ম	গ	র	স
২.	স	র	গ	ম	ধ	ন		ধ	ম	গ	র	স
৩.	স	র	গ	ম	ধ	ন		ধ	প	গ	র	স

ইত্যাদি রূপে পনেরোটি।

ঘ) ১.	স	র	গ	প	ধ	ন		প	ম	গ	র	স
২.	স	র	গ	প	ধ	ন		ধ	ম	গ	র	স
৩.	স	র	গ	প	ধ	ন		ধ	প	গ	র	স

ইত্যাদি রূপে পনেরোটি।

ঙ) ১.	স	র	ম	প	ধ	ন		প	ম	গ	র	স
২.	স	র	ম	প	ধ	ন		ধ	ম	গ	র	স
৩.	স	র	ম	প	ধ	ন		ধ	প	গ	র	স

ইত্যাদি রূপে পনেরোটি।

চ) ১.	স	গ	ম	প	ধ	ন		প	ম	গ	র	স
২.	স	গ	ম	প	ধ	ন		ধ	ম	গ	র	স
৩.	স	গ	ম	প	ধ	ন		ধ	প	গ	র	স

ইত্যাদি রূপে পনেরোটি।

৭। ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগের আরোহণে রগ, রম, রপ, রধ, রন, গম, গপ গধ, গন, মপ, মধ, মন, পধ, পন, ধন ইত্যাদি দু'টো স্বর প্রতিবার ছেড়ে দিলে পনেরোটি এ জাতীয় রাগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। যেমন ঃ

	আরোহণ					অবরোহণ						
ক)	স	ম	প	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	গ	র	স
খ)	স	গ	প	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	গ	র	স
গ)	স	গ	ম	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	গ	র	স

ইত্যাদি।

৮। ঔড়ব-ষাড়ব জাতীয় রাগের আরোহণে রগ, রম, রপ, রধ, গম, গপ, গধ, গন, মপ, মধ, মন, পধ, পন, ধন ইত্যাদি দু'টো স্বর প্রতিবার বাদ দিলে পনেরোটি এবং অবরোহণে এক এক স্বর (ন, ধ, প, ম, গ, র) যোগ করলে ছয়টি অর্থাৎ ১৫×৬ = ৯০টি এ জাতীয় রাগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। যেমন ঃ

		আরোহণ					অবরোহণ					
ক)	১.	স	ম	প	ধ	ন	ধ	প	ম	গ	র	স
	২.	স	গ	প	ধ	ন	ধ	প	ম	গ	র	স
	৩.	স	গ	ম	ধ	ন	ধ	প	ম	গ	র	স
											ইত্যাদি পনেরোটি।	
খ)	১.	স	ম	প	ধ	ন	ন	প	ম	গ	র	স
	২.	স	গ	প	ধ	ন	ন	প	ম	গ	র	স
	৩.	স	গ	ম	ধ	ন	ন	প	ম	গ	র	স
											ইত্যাদি পনেরোটি।	
গ)	১.	স	ম	প	ধ	ন	ন	ধ	ম	গ	র	স
	২.	স	গ	প	ধ	ন	ন	ধ	ম	গ	র	স
	৩.	স	গ	ম	ধ	ন	ন	ধ	ম	গ	র	স
											ইত্যাদি পনেরোটি।	
ঘ)	১.	স	ম	প	ধ	ন	ন	ধ	প	গ	র	স
	২.	স	গ	প	ধ	ন	ন	ধ	প	গ	র	স
	৩.	স	গ	ম	ধ	ন	ন	ধ	প	গ	র	স
											ইত্যাদি পনেরোটি।	
ঙ)	১.	স	ম	প	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	র	স
	২.	স	গ	প	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	র	স
	৩.	স	গ	ম	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	র	স
											ইত্যাদি পনেরোটি।	
চ)	১.	স	ম	প	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	গ	স
	২.	স	গ	প	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	গ	স
	৩.	স	গ	ম	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	গ	স
											ইত্যাদি পনেরোটি।	

৯। ঔড়ব-ঔড়ব জাতীয় রাগের আরোহণ এবং অবরোহণে প্রতিবার দু'টো করে স্বর ছেড়ে দিলে ১৫×১৫ = ২২৫টি এ জাতীয় রাগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব।

এরূপে গণিতের হিসেবে কেবল বিলাবল ঠাট থেকেই ৪৮৪টি রাগ উৎপন্ন হয়। অতএব ৭২ ঠাট থেকে ৭২ × ৪৮৪ = ৩৪৮৪৮টি রাগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু তার মধ্যে কেবল ২০০ রাগ প্রচলিত। এদের সবগুলো রাগই মনোরঞ্জনকারী হতে পারে না। অথচ রাগ মাত্রই মনোরঞ্জনকারী হওয়া উচিত। গত দু'শো বছরের সঙ্গীতের ইতিহাস থেকে এ সত্য প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির ১০টি ঠাট থেকে উৎপন্ন প্রায় ৪৫টি রাগের উপর আপন ক্রিয়া-কুশলতার দ্বারাই সব শিল্পীরা গুণী সমাজে সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

রাগের শ্রেণী বিভাগ ঃ রাগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—**শুদ্ধ, সালঙ্ক বা ছায়ালগ ও সঙ্কীর্ণ।**

যে রাগ অবিমিশ্র অর্থাৎ যার মধ্যে অন্য কোনো রাগের মিশ্রণ নেই তাকে **শুদ্ধ রাগ** বলা হয়। যে রাগে অপর কোনো রাগের ছায়া বা মিশ্রণ থাকে তাকে **ছায়ালগ রাগ** এবং তিন বা ততোধিক রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন রাগকে **সঙ্কীর্ণ রাগ** বলা হয়।

বর্ণ ঃ গান ও বাদ্যের প্রত্যক্ষ-ক্রিয়াকে **বর্ণ** বলা হয়। বর্ণ চার প্রকার। যথা—**স্থায়ী বর্ণ, আরোহী বর্ণ, অবরোহী বর্ণ ও সঞ্চারী বর্ণ।**

স্থায়ী বর্ণ ঃ একই স্বরকে বার বার উচ্চারণ করা। যেমন—গ গ, ম ম ম, প প প প ইত্যাদি।

আরোহী বর্ণ ঃ নীচু স্বর থেকে উঁচু স্বরে যাওয়া। যেমন—স র গ ম প ধ ন।

অবরোহী বর্ণ ঃ উঁচু স্বর থেকে নীচু স্বরে আসা। যেমন—র্স ন ধ প ম গ র।

সঞ্চারী বর্ণ ঃ স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী এ তিন বর্ণের সংমিশ্রণ। সঞ্চারী বর্ণকে **মিশ্রবর্ণও** বলা হয়।

অলঙ্কার বা পাল্‌টা—বিশিষ্ট বর্ণসমূহকে **অলঙ্কার বা পাল্‌টা** বলা হয়। অলঙ্কার ব্যতীত কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। একমাত্র অলঙ্কারই গান বা বাজনাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। অলঙ্কারের স্বরূপকে যখন স্বরলিপির সাহায্যে বোঝানো হয় তখন এদেরকে বলে **বর্ণালঙ্কার**। মীড়, গমকের স্বরূপকে স্বরলিপি দ্বারা নিখুঁতভাবে বোঝানো যায় না। এদের পরিচয়মূলক যে সব চিহ্ন লিপিবদ্ধ করা হয় সেগুলো লিপি হলেও প্রকৃত স্বরের লিপি নয়। শুধু কানে শুনেই এদের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এ শ্রেণীর অলঙ্কারকে **শব্দালঙ্কার** বলা হয়।

তান ঃ গান ও বাদ্যের প্রত্যক্ষ-ক্রিয়ায় তালসহ স্বরের বিস্তার করাকে **তান** বলা হয়।

সরলতান ঃ যে তানের আরোহী ও অবরোহী সরল তাকে **সরল তান** বলে। যেমন—স র গ র স, স র গ ম গ র স, স র ম প ম গ র স, স র ম প ধ প ম গ র স, স র ম প ধ ন ধ প ম গ র স ইত্যাদি।

কুটতান—বক্রগতির তানকে কুটতান বলে। যেমন—স র ম গ র গ, র গ স র, ম প ণ ধ প ধ ম প, ণ ধ প ম গ ম র গ, স র ম প ণ ধ প (দেশ রাগে) ইত্যাদি।

সপাটতান ঃ মধ্য-সপ্তকের সা থেকে তার-সপ্তকের গা, মা অথবা পা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে আরোহণ ও অবরোহণক্রমে তালসহ দ্রুত স্বর-বিস্তারকে সপাটতান বলা হয়। যেমন—স র গ ম প ধ ন র্স র্র র্গ র্ম র্প র্ম র্গ র্র র্স ন ধ প ম গ র স।

বোলতান ঃ খেয়াল গান গাইবার সময় গানের কথাগুলোকে তানের রূপে পরিণত করে গাওয়াকে বোলতান বলা হয়। বোলতান চিত্তাকর্ষক এবং শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

স্বর-বিস্তার ঃ বিভিন্ন স্বর নিয়ে সুরের জাল বোনাকে স্বর-বিস্তার বলা হয়।

আশ ঃ অবিচ্ছিন্নভাবে স্বরসমূহের উচ্চারণকে আশ বলা হয়। আশ এক প্রকার অলঙ্কার বিশেষ।

বক্র স্বর : আরোহণ বা অবরোহণের সময় কোনো স্বরে পৌঁছেই বিপরীত গতিতে পেছনের স্বরে এসে পুনরায় সামনে এগোবার সময় প্রথমোক্ত স্বরকে বাদ দিয়ে যাওয়া হয়। এই বাদ দিয়ে যাওয়া স্বরই বক্র স্বর নামে অভিহিত। যেমন—ধ প ম, প গ এই অবরোহণে 'মা' বক্র স্বর।

কণ্ বা স্পর্শ স্বর : কোনো মূল স্বর উচ্চারণের পূর্বে বা পরে যখন অপর একটি স্বরের সামান্য ছোঁয়া লাগানো হয় তখন পূর্বোক্ত বা শেষোক্ত স্বরকে স্পর্শ স্বর বলে। স্পর্শ স্বর ক্ষণস্থায়ী। স্বরলিপিতে মূল স্বরের উপরে ডানে বা বাঁয়ে ক্ষুদ্রাক্ষরে স্পর্শ স্বরগুলো লেখা থাকে। যেমন—
$\text{প}^{\text{ধ}}$, $\text{ম}^{\text{প}}$, $\text{গ}^{\text{ম}}$, এবং $^{\text{র}}\text{স}$, $^{\text{গ}}\text{র}$, $^{\text{ম}}\text{গ}$ ইত্যাদি।

বর্জিত স্বর : যে রাগে যে স্বরকে বর্জন করা হয় তাকে সে রাগের বর্জিত স্বর বলে।

বাদী, সমবাদী, বিবাদী ও অনুবাদী স্বর

রাগে চার প্রকার স্বর ব্যবহৃত হয়। এ স্বরগুলো যথাক্রমে বাদী, সমবাদী, বিবাদী ও অনুবাদী স্বর নামে অভিহিত।

বাদী ঃ রাগের প্রধান স্বরকে বাদী স্বর বলা হয়। বাদী স্বর রাগের প্রাণস্বরূপ।

সমবাদী ঃ রাগে যে স্বর বাদী স্বরের চেয়ে কম কিন্তু অন্যান্য স্বরের চেয়ে অধিক ব্যবহার হয় সে স্বর সমবাদী স্বর নামে অভিহিত। বাদী-সমবাদী নিয়ে গুণীদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তবে সাধারণত দেখা যায় যে, বাদী ও সমবাদী স্বর চার বা পাঁচ স্বরের ব্যবধানে প্রযোজ্য হয়। যেমন—রেখাব বাদী হলে পঞ্চম বা ধৈবত সমবাদী হয়, গান্ধার বাদী হলে ধৈবত বা নিষাদ সমবাদী হয়, মধ্যম বাদী হলে ষড়জ সমবাদী হয়।

বিবাদী ঃ এ স্বর রাগের শত্রু স্বরূপ। যদি সঠিক রূপে এ স্বরের ব্যবহার না করা যায় তাহলে রাগের রূপ নষ্ট হয়। আবার নিপুণতার সঙ্গে এ স্বরের ব্যবহারে রাগের শ্রী বৃদ্ধি পায়।

অনুবাদী ঃ উপরোল্লেখিত স্বরগুলো ব্যতীত আর সব স্বরকেই অনুবাদী স্বর বলা যেতে পারে।

পকড় ঃ যে সব স্বরের উচ্চারণে রাগের রূপ প্রকাশ পায় সে স্বর সমুদয়কে পকড় বলা হয়।

আশ্রয় রাগ ঃ সঙ্গীতের প্রতিটি রাগই কোনো না কোনো ঠাটের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেক ঠাটে এমন একটি রাগ আছে যার নামে ঠাটের নামকরণ করা হয়েছে। যে রাগের নামে যে ঠাট পরিচিত সে রাগকে সে ঠাটের আশ্রয় রাগ বলা হয়।

বক্র রাগ ঃ যে রাগের স্বরগুলো আরোহণ বা অবরোহণে অথবা উভয় দিকেই স্বাভাবিক ক্রম বজায় না রেখে বক্র গতিতে চলে তাকে বক্র রাগ বলা হয়।

পূর্ব রাগ ও উত্তর রাগ ঃ পূর্ব রাগের বাদী স্বর পূর্বাঙ্গের এবং উত্তর রাগের বাদী স্বর উত্তরাঙ্গের কোনো না কোনো স্বর থেকে হয়ে থাকে। সে জন্যে পূর্বরাগকে পূর্বাঙ্গ-বাদী এবং উত্তর রাগকে উত্তরাঙ্গ-বাদী রাগ বলা হয়। পূর্ব রাগে পূর্বাঙ্গ এবং উত্তর রাগে উত্তরাঙ্গ প্রধান থাকে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতে রাত্রি বারোটা থেকে দিনের বারোটা পর্যন্ত যে সব রাগ গাওয়া বা বাজানো হয় সেগুলো পূর্ব রাগ এবং দিনের বারোটা থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত যে সব রাগ গাওয়া বা বাজানো হয় সেগুলো উত্তর রাগ।

সন্ধি প্রকাশ রাগ ঃ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, দিবা ও রাত্রির দু'টো মিলন সময়। এ সময় দু'টোকে সন্ধিকাল বলা যায়। সঙ্গীতের যে সব রাগ এ দুই সন্ধি সময়ে গাওয়া বা বাজানো হয় সেগুলোর নাম সন্ধি প্রকাশ রাগ। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পূর্ব থেকে এক ঘণ্টা পর পর্যন্ত সবটুকু সময়ই সন্ধি প্রকাশ রাগের উপযোগী সময় বলে নির্ধারিত করা হয়েছে। সন্ধি প্রকাশ রাগে রেখাব কোমল হওয়া উচিত। এতে ধৈবত এবং মধ্যমের উভয় রূপই প্রয়োগ করা হয়। কোনো কোনো সন্ধি প্রকাশ রাগে রেখাব এবং ধৈবতের কোমল রূপকেই প্রয়োগ করা হয়। আবার অনেক রাগে কেবল কোমল রেখাবেরই ব্যবহার হয়ে থাকে। ভিন্ন রূপে উভয় মধ্যমকেও প্রয়োগ করা হয়। তবে শুদ্ধ মধ্যমের ব্যবহার প্রাতঃকালীন রাগে এবং তীব্র মধ্যমের ব্যবহার সন্ধ্যাকালীন রাগেই হওয়া উচিত। সন্ধি প্রকাশ রাগে কোমল নিখাদের ব্যবহার কখনও হয় না। ভৈরবী, পূর্বী এবং মারবা ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগ সমুদয়ও সন্ধি প্রকাশ রাগের শ্রেণীভুক্ত।

গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ঃ যে স্বর থেকে রাগের পরিবেশন আরম্ভ হয় তাকে গ্রহ স্বর এবং যে স্বরে সমাপ্তি হলে রাগের রূপ পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে তাকে ন্যাস স্বর বলে। এ নিয়ম প্রাচীনকালে পালন করা হতো। আজকাল অবশ্য এর প্রচলন নেই। অংশ স্বর বাদী স্বরেরই নামান্তর। প্রাচীনকালে এক রাগে একাধিক অংশ স্বরের ব্যবহার ছিল। আধুনিককালে কোনো রাগেই বাদী স্বর একটির বেশী হয় না।

রাগালাপ ঃ যে গানে বা বাজনায় গ্রহ, অংশ, মন্দ্র, তার, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়বত্ব, ঔড়বত্ব প্রভৃতি বিষয়ের প্রকাশ দ্বারা রাগ-রূপ মূর্ত হয়ে ওঠে তাকে রাগালাপ বলা হয়।

রাগলক্ষণ ঃ প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে গ্রহ, অংশ, মন্দ্র, তার, ন্যাস, অপন্যাস, সন্ন্যাস, বিন্যাস, অল্পত্ব ও বহুত্ব এ দশটি বিষয় রাগের লক্ষণ স্বরূপ। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতিতে এ

বিষয়গুলোর মধ্যে গ্রহ ও অংশ স্বরের প্রচলন নেই। অংশ স্বরের পরিবর্তে আজকাল বাদী স্বরের ব্যবহার করা হয়। মন্দ্র, মধ্য ও তার বিষয়গুলো বর্তমান সময়েও প্রচলিত। প্রাচীন ন্যাস, অপন্যাস, সন্যাস ও বিন্যাস স্বরের মধ্যে আজকাল ন্যাস ও অপন্যাসকেই প্রধান বলে মানা হয়। বর্তমান সময়ে সন্যাস ও বিন্যাসের পরিবর্তে ষাড়বত্ব ও ঔড়বত্ব এ দু'টো বিষয় প্রচলিত।

অল্পত্ব ও বহুত্ব : রাগে যে স্বরের কোনো প্রাধান্য নেই তার কম প্রয়োগকে অল্পত্ব এবং অধিক প্রয়োগকে বহুত্ব বলা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্জিত বা বিবাদী স্বরের অল্পত্ব কিংবা বহুত্ব হয় না।

রাগ রচনা পদ্ধতি :

১) প্রত্যেক রাগই কোনো না কোনো ঠাট থেকে সৃষ্টি হয়।
২) রাগের আরোহী ও অবরোহী থাকা একান্ত প্রয়োজন।
৩) কোনো রাগেই মধ্যম এবং পঞ্চম এক সঙ্গে বর্জিত হতে পারে না।
৪) কোনো স্বরের শুদ্ধ ও কোমল উভয় রূপ এক সঙ্গে কোনো রাগেই থাকা উচিত নয়।
৫) মনোরঞ্জনই হচ্ছে রাগের প্রধান রূপ।
৬) প্রত্যেক রাগেই বর্ণ থাকা উচিত।

রাগ ও রাগিণী : শাস্ত্র মতে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী। ভৈরব, মালকৌশ, হিণ্ডোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ প্রভৃতি ছয়টি রাগ (পুরুষ)। প্রত্যেক রাগের ছয়টি করে স্ত্রী আছে। এদেরকে বলা হয় রাগিণী। আবার রাগিণীগুলোর পরস্পর সংমিশ্রণে অসংখ্য শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে বলা হয় উপ-রাগিণী। এই ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী নিয়ে শাস্ত্রকারদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। আধুনিক মতে রাগ ও রাগিণী উভয়কেই রাগ বলা হয়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এ মতের প্রথম প্রচারক।

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী

সংখ্যা	রাগ	রাগিণী
১	ভৈরব	ভৈরবী, রামকলি, বাঙ্গালী, কলিঙ্গ, মঙ্গলিকা, ও সিন্ধু।
২	মালকৌশ	কৌশিক, টক্কী, মুদ্রাকী, বাগীশ্বরী, নটিকা, ও গুর্জরী।
৩	হিণ্ডোল	পুরিয়া, জয়ন্তী, দেবগিরী, বেলাবলী, কুকুভা, ও দেশকারী।
৪	দীপক	ললিতা, শোভিনী, কেদারী, কামোদী, কল্যাণী, ও ভূপালী।
৫	শ্রী	ধনাশ্রী, ত্রিবেণী, মালবী, গৌরী, জেতাশ্রী, ও মালবশ্রী।
৬	মেঘ	মল্লারী, সৌরাষ্ট্রী, দেশাক্ষী, সারঙ্গী, মধুমাধবী, ও বড়হংসিকা।

—সঙ্গীত রত্নাকর।

ঋতু ভেদে রাগ-রাগিণী প্রকাশের রীতি

গ্রীষ্মকালে—দীপক বা পঞ্চম
বর্ষাকালে—মেঘ
শরৎকালে—ভৈরব
হেমন্তকালে—মালকৌশ
শীতকালে—শ্রীরাগ
বসন্তকালে—হিণ্ডোল।

রাগের সময় তালিকা

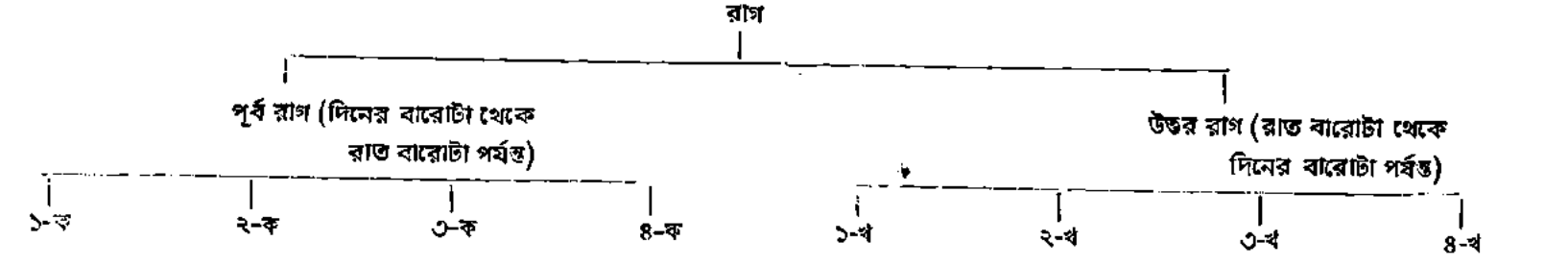

১. ক ও খ —সন্ধিপ্রকাশ অথবা ভৈরব, পূর্বী ও মারবা ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগের প্রত্যক-ক্রিয়ায় কোমল রেখাব, শুদ্ধ গান্ধার ও নিখাদ এবং উভয় মধ্যম ও ধৈবতের প্রয়োগ হয়।

২. ক ও খ —বিলাবল, কল্যাণ এবং খাম্বাজ ঠাটের রাগে রেখাব, শুদ্ধ গান্ধার ও ধৈবত এবং উভয় মধ্যম ও নিখাদের প্রয়োগ হয়।

৩. ক ও খ —আশাবরী ও ভৈরবী ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগে উভয় রেখাব, কোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিখাদের প্রয়োগ হয়।

৪. ক ও খ —টোড়ী ও কাফী ঠাটের রাগে কোমল গান্ধার, রেখাব, মধ্যম, ধৈবত ও নিখাদের উভয় রূপ প্রয়োগ হয়।

স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ

স্থায়ী বা আস্থায়ী ঃ যে স্বর-বিন্যাস দ্বারা কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের মুখ বা প্রথম চরণ রচিত হয় তাকে স্থায়ী বা আস্থায়ী বলে। চলতি কথায় কেউ কেউ একে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের বন্দেশ্ বলে থাকেন। পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয় বলে এ চরণ স্থায়ী নামে অভিহিত।

অন্তরা ঃ স্থায়ীর পরবর্তী চরণকে অন্তরা বলে। অন্তরাতে ব্যবহৃত স্বর-বিন্যাসের গতি সব সময় তারা সপ্তকের ষড়জ-এর দিকে থাকে। এর আরোহণ ও অবরোহণের সীমা মুদারা-সপ্তকের গান্ধার, মধ্যম অথবা পঞ্চম থেকে তারা সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত।

সঞ্চারী ঃ সঞ্চারী শব্দের অর্থ সঞ্চরণশীল। রাগালাপ ও ধ্রুপদের তৃতীয় চরণকে সঞ্চারী বলে। এর আরোহণ ও অবরোহণের গণ্ডী সাধারণত মন্দ্র ও মধ্য সপ্তক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

আভোগ ঃ যে চরণ দ্বারা সঙ্গীতের পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাকে আভোগ বলে। আভোগের স্বর-বিন্যাস অন্তরারই পুনরুক্তি।

সঞ্চারী ও আভোগ এ দু'টো চরণ ধ্রুপদ এবং রাগালাপে ব্যবহৃত হয়।

আন্দোলন ঃ স্বরের মৃদু কম্পনকে আন্দোলন বলা হয়। উঁচু এবং নীচু স্বরের সহায়তায় আন্দোলন উৎপন্ন হয়ে থাকে।

মীড় ঃ সঙ্গীতে মীড় প্রধান ও সুশ্রাব্য অলঙ্কার। অবিচ্ছেদ গতিতে এক স্বর থেকে অপর স্বর পর্যন্ত গড়িয়ে যাবার সময় যে মধুর ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে মীড় বলে।

মীড়ের সাংকেতিক চিহ্ন ঃ স্বরের উপর "⌒" এ চিহ্ন মীড় বোঝায়। কেউ কেউ স্বরের নীচে "‿" এ প্রকার চিহ্ন দিয়েও মীড় বুঝিয়ে থাকেন। যেমন—ধ্ স, র প অথবা ধ্ স, র প ইত্যাদি।

গমক ঃ গমক শব্দের অর্থ স্বর-কম্পন বা সুরের দ্রুত আন্দোলন। এর প্রয়োগে কণ্ঠ বা যন্ত্র-সঙ্গীতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। মীড় অবলম্বনে এক স্বর থেকে অপর কোনো স্বরে পৌঁছে সে স্বরের পুনঃপুনঃ উচ্চারণে বা প্রয়োগে যে স্বর-কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকে গমক বলে। গমকের স্বরূপ প্রত্যক্ষ রূপে শুনে শিখতে হয়।

গমকের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ঃ স্বরের উপর "〰" এ চিহ্ন গমক বোঝায়। যেমন—গগ রস, নন ধপ ইত্যাদি। প্রথমোক্ত "গাগা" এবং শেষোক্ত "নিনি"-র গমক রূপ প্রকাশ হবে যথাক্রমে রে এবং ধা থেকে। অর্থাৎ গাগা-র গমক রূপ প্রকাশে করবার জন্য পূর্ববর্তী স্বর রে থেকে মীড়ে গা পর্যন্ত পৌঁছে সে স্বরের অর্থাৎ গা-র পুনঃপুনঃ উচ্চারণ বা প্রয়োগ দ্বারা সুরের দ্রুত আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে। নিনি-র গমক রূপও ধা থেকে একই উপায়ে প্রকাশ পাবে।

গ্রাম ঃ ক্রমানুসারে এবং নির্দিষ্ট ব্যবধানে সপ্ত-স্বরের অবস্থিতিকে গ্রাম বলা হয়। গ্রাম তিন প্রকার—ষড়জ গ্রাম, মধ্যম গ্রাম ও গান্ধার গ্রাম। ষড়জ গ্রামের সাতটি স্বর যথাক্রমে চার, তিন, দুই, চার, চার, তিন ও দুই শ্রুতিযুক্ত। মধ্যম গ্রামের পঞ্চম, ষড়জ গ্রামের পঞ্চম থেকে এক শ্রুতি কম। গান্ধার গ্রাম প্রাচীনকাল থেকেই লুপ্ত। প্রাচীনকালে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে গ্রামের প্রয়োগ ছিল, বর্তমানে নেই। আধুনিক মতে গ্রামের পরিবর্তে সপ্তকের প্রয়োগ প্রচলিত।

মূর্ছনা ঃ ক্রমানুসারে সপ্ত-স্বরের আরোহণ ও অবরোহণকে মূর্ছনা বলে। যেমন—স র গ ম প ধ ন র্স, র্স ন ধ প ম গ র স। র গ ম প ধ ন র্স র্, র্স ন ধ প ম গ র ইত্যাদি। প্রতি সপ্তকে সাতটি করে তিন সপ্তকে মোট একুশটি মূর্ছনা আছে।

গিট্‌কিরি ঃ আরোহী বা অবরোহীক্রম বজায় রেখে তানের অতি দ্রুত উচ্চারণ বা প্রয়োগকে গিট্‌কিরি বলে।

জম্‌জমা ঃ পূর্ববর্তী স্বরের সাহায্যে পরবর্তী স্বরের বারবার উচ্চারণ বা প্রয়োগকে জম্‌জমা বলা হয়। যেমন—সর সর, রগ রগ ইত্যাদি। যন্ত্র-সঙ্গীতে জম্‌জমার প্রয়োগ বেশী।

বড়ত্ ঃ খেয়াল গানের সুবিস্তৃত, বিলম্বিত্ এবং তালবদ্ধ বিস্তারকে বড়ত্ বলা হয়।

ফিরত্ ঃ খেয়াল গানে সমান লয়ে তালবদ্ধ বিস্তারকে ফিরত্ বলা হয়। ফিরত্ মধ্যলয়ে হয়ে থাকে।

গীত ঃ যে স্বরসমূহের উচ্চারণে চিত্ত প্রসন্ন হয় তাকে গীত বলে। প্রাচীনকালে দু'প্রকার গীত প্রচলিত ছিল। যথা—গান্ধর্ব ও গান।

গান্ধর্ব ঃ প্রাচীনকালে প্রচলিত গান্ধর্ব ও মার্গ সঙ্গীতের তুলনা করলে দেখা যায় যে, উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এক। সেকালে যোগীগণ গান্ধর্ব বা মার্গ সঙ্গীতের সাধনা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করতেন। আজকাল এর প্রচলন নেই।

গান ঃ প্রাচীনকালে যে উদ্দেশ্যে গান গাওয়া হতো বর্তমানে প্রচলিত দেশী সঙ্গীতেরও সেই একই উদ্দেশ্য। সঙ্গীতজ্ঞগণ আপন বুদ্ধি ও সামর্থ্য দ্বারা রাগ লক্ষণ বদ্ধ করে জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনের জন্য যে সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছেন তাকে গান বা দেশী সঙ্গীত বলা হয়।

অনিবদ্ধ গান ঃ প্রাচীনকালে গানের আলাপকে অনিবদ্ধ গান বলা হতো। এ গানে লয় ব্যতীত তালের কোনো নিয়ম নেই।

নিবদ্ধ গান ঃ প্রাচীনকালে ধ্রুপদ অথবা হোরিকে বলা হতো নিবদ্ধ গান। এ গান তালের নিয়মাধীন।

তিরোভাব ও আবির্ভাব ঃ জনক-মেল বা ঠাট (parent scale) থেকে রাগের উৎপত্তি। একই ঠাটের অন্তর্গত এমন কতগুলো রাগ আছে যেগুলোতে একই ধরনের স্বর ব্যবহৃত হয়। এ রাগগুলোকে সম-প্রকৃতি বা সম-সদৃশ রাগ বলে। গায়ক বা বাদকগণ কোনো রাগের পরিবেশনকালে অনেক সময় সম-প্রকৃতি অন্য রাগের স্বরগুলোকে পরিবেশিত রাগে প্রয়োগ করে

থাকেন। তাতে রাগের রূপ ঢেকে যায়। কিন্তু বাদী-সমবাদী প্রদর্শন ও রাগের চলন দ্বারা পুনরায় রাগের রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমোক্ত ক্রিয়া দ্বারা রাগ ভ্রষ্ট হয় না বরং সম-প্রকৃতি রাগের ভিন্ন ভিন্ন স্বর সমুদয়ের প্রয়োগ কৌশলে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। এরূপ করার ফলে যখন রাগের রূপ ঢেকে যায় তখন তাকে তিরোভাব এবং যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন তাকে রাগের আবির্ভাব বলা হয়।

সরগম বা স্বরমালিকা ঃ কথা ও সুরের সংযোগে গান হয়। আবার কথার পরিবর্তে শুধু সা রে গা মা উচ্চারণ দ্বারাও গান হতে পারে। রাগ-সঙ্গীতে রাগের অন্তর্গত স্বরগুলোকে সাজিয়ে তাল-লয়সহ বিভিন্ন ছন্দে গান করা চলে এবং তাতে রাগের রূপ যথেষ্ট পরিমাণে বিকাশ লাভ করে। এ প্রকারের স্বরগীতি **সরগম বা স্বরমালিকা** নামে অভিহিত।

গায়ক-বাদকের গুণ ও দোষ

শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রারম্ভেই লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে কোনো প্রকার মুদ্রাদোষ তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। মুদ্রাদোষ সব সময়ই হাস্যোদ্দীপক ও ক্ষতিকারক।

ক্রিয়া-সিদ্ধ গুণীদের অনেকের মধ্যেই কিছু না কিছু মুদ্রাদোষ পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের আপন শিক্ষকের দোষ অনুকরণ না করে গুণটুকুই গ্রহণ করা উচিত।

অধিকাংশ শিক্ষার্থী আপন ওস্তাদের অনুকরণ করতে ভালোবাসেন অথচ গুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত পাঠ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন না। এ সব দোষ বর্জন করে শিক্ষার্থীদের একাগ্রচিত্তে সাধনা করে সঙ্গীতে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা উচিত যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে সফলতা অর্জন করে নিজেকে সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

(ক) প্রত্যেক গায়কের নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত ঃ

—ভালো ঘরানা থেকে শিক্ষালাভ; সুমধুর কণ্ঠস্বর; স্বাধীন ভাবে গাইতে পারা; অভ্যাসে দক্ষ; উত্তম স্মরণশক্তি; একাগ্র চিত্তে গান গাওয়া; বুদ্ধির অভাব না থাকা; গ্রহ ও ন্যাসের নিয়ম জানা; রাগভেদ অর্থাৎ রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞাত থাকা; ভালরূপে গমক গাইতে পারা; ভিন্ন ভিন্ন আলপ্তি, সুর, লয় ও তাল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা; রাগের জাতিভেদ জানা; রাগের বিস্তার করতে পারা, গাওয়ার সময় কোনো প্রকার দোষ না থাকা ইত্যাদি।

(খ) শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালে অবহেলা, অনিয়মিত অভ্যাস, স্বেচ্ছাচারিতা এবং সদ্-গুরুর অভাবে নিম্নে উল্লেখিত দোষগুলো গায়কের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সে জন্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই এগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত ঃ

—কর্কশ আওয়াজ ও স্বরে কম্পন; বিশ্রী স্বরের প্রয়োগ ও বর্ণ উচ্চারণ অস্পষ্ট; দাঁত খিঁচিয়ে ও শির উঁচু করে গান গাওয়া; হা করে ও জোরে চেঁচিয়ে গান করা; সঙ্কোচের সাথে ও ভীত চিত্তে গান গাওয়া; গান গাওয়ার সময় সূত্কার করা; স্বর-স্থান (শ্রুতি-স্থান) সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা; রাগের শুদ্ধতা বজায় না রাখা; শির বাঁকা করে, মুখ ফুলিয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে

ও চোখ বন্ধ করে গান গাওয়া ; গান গাওয়ার সময় নিয়মের ব্যতিক্রম করা ; রাগ বিস্তার করতে না পারা ; লয় ও তাল-জ্ঞান না থাকা ; সাকের স্বরে গান গাওয়া ইত্যাদি।

(গ) নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে বাদকের গুণ এবং এর বিপরীতগুলোকে দোষ বলা যেতে পারে।

—নিয়মিত অভ্যাস করা ; কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় জ্ঞান থাকা ; বিভিন্ন বাদ্য-যন্ত্রের ভেদ জানা ; ভিন্ন ভিন্ন বাজের পৃথক পৃথক রীতি ও চলন পদ্ধতি জানা ; স্বরকে ছোট-বড় করার নিয়ম জানা ; যন্ত্র প্রস্তুত সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা ; তাল ও লয়-জ্ঞান থাকা ; সম, বিষম ইত্যাদি গ্রহের ভেদ জানা ; বোল-বাণী সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকা ; প্রত্যক্ষ-ক্রিয়ার ত্রুটিগুলোকে সামলিয়ে নেয়ার কৌশল জানা ; সংযত, রসিক ও মিষ্টভাষী হওয়া ; শ্রুতি ও স্বর-জ্ঞান থাকা ; অনেকক্ষণ আপন কলাকে প্রদর্শন করতে পারা ; কোনো প্রকার মুদ্রাদোষ না থাকা ইত্যাদি।

আলাপ ঃ রাগের পূর্ণ বিস্তারকে আলাপ বলা হয়। আলাপে স্বরই প্রধান। গানে যে সব অর্থবোধক শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে আলাপে তার প্রয়োজন হয় না। বিস্তৃত আলাপে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ প্রভৃতি সব প্রকারের বর্ণই থাকা বিধেয়। কণ্ঠ-আলাপে কতকগুলো নিরর্থক শব্দের প্রয়োগ হয়। যেমন—আ, না, রী, তুম্ ইত্যাদি। যন্ত্র-আলাপে এগুলোর পরিবর্তে বোল থাকে। যেমন—ডা, রা, ড্রার্ ইত্যাদি। আলাপে তাল থাকে না। রাগের অবয়ব পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে একমাত্র আলাপের দ্বারা। আলাপ বিলম্বিত গতিতে শুরু হয়ে মধ্য এবং দ্রুতগতিতে শেষ হয়। মধ্য গতির তানগুলোর নাম জোড়।

ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ ঃ ধ্রুপদ বর্তমানে উপমহাদেশে প্রচলিত সঙ্গীতের ভিত্তি স্বরূপ। এতে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি অংশ বা তুক্ থাকে। কোনো কোনো গানে দু'টো তুক্ও দেখা যায়। ধ্রুপদের কথা সাধারণত ভক্তি ও প্রকৃতি-বর্ণনামূলক। এ গানের গতিতে কোনো-প্রকার চঞ্চলতা নেই। এর প্রকৃতি গাম্ভীর্যপূর্ণ। ধ্রুপদে গোবরহার, খাণ্ডার, ডাগুর ও নওহার (মতান্তরে—গওহার, খাণ্ডার, ডাগর ও নওহার) এ চারটি বাণীর কথা শোনা যায়। 'বাণী' অর্থে গাইবার রীতিকে বোঝায়, কথাকে নয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সম্রাট আকবরের সময় মিঞা তানসেন উল্লেখিত চার প্রকার গীতরীতির প্রচলন করেন। ধ্রুপদ গান পাখোয়াজ নামে এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চৌতাল, ধামার, সুরফাক্তা, তেওড়া ইত্যাদি তালের সঙ্গে গীত হয়। ধ্রুপদে সওয়াইয়া, দেড়িয়া, দ্বিগুণ, চৌগুণ প্রভৃতি লয়ের কাজ করা হয়। রাগের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে বলে ধ্রুপদের স্থান সবার উপরে। বিশুদ্ধ প্রণালীতে ধ্রুপদ গাইবার মত উপযুক্ত গুণীর অভাবে ধীরে ধীরে এ সঙ্গীতের (ধ্রুপদ গানের) প্রচলন লোপ পাওয়ার পথে এসে দাঁড়িয়েছে।

ধামার বা হোরি ঃ সাধারণত ধামার তালে গাওয়া হয় বলে একে ধামার বলা হয়। এ গানের কথায় হোলি খেলার বর্ণনা থাকে। তাই এ গানের অপর নাম হোলি। এতে লয়, বাঁট ও ছন্দের কাজ বেশী। ধ্রুপদের ন্যায় ধামারও আজ লুপ্তপ্রায়।

খেয়াল ঃ খেয়াল শব্দের অর্থ কল্পনা বা মানসিক বিলাস। ধ্রুপদ ও ধামারের পর বর্তমানে উপমহাদেশে প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলতে একমাত্র খেয়ালকেই বোঝায়। খেয়ালের সৃষ্টা ও প্রবর্তক হিসেবে হযরত আমীর খসরুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নির্দিষ্ট কোনো রাগের

উপর খেয়াল গাওয়া হয়। খেয়ালের গতি ধ্রুপদের চেয়ে কিছুটা চঞ্চল। এ গান প্রথমে বিলম্বিত, পরে মধ্য এবং সব শেষে দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। খেয়ালে মাত্র দু'টো তুক্—স্থায়ী ও অন্তরা। এ গানের কথায় হিন্দুদের দেব-দেবী ছাড়াও আল্লাহ, রসুল, পীর, আউলিয়া, রাজা, বাদশাহ্ ও রচয়িতার নাম থাকে। গান আরম্ভ করা হয় আলাপ দ্বারা। রাগের অবয়ব বা গঠনবৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে আলাপে। রি, রে, নু প্রভৃতি নিরর্থক শব্দের ব্যবহারে আলাপ করা হয়। আলাপে ছন্দ রক্ষা ব্যতীত তাল থাকে না। আলাপের পর তাল সহযোগে স্থায়ী ও অন্তরা গাওয়া এবং রাগ-বিস্তার করা হয়। রাগের গঠনবৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নানা প্রকার আলঙ্কারিক তান প্রয়োগ করা এ গানের রীতি। এদের প্রয়োগে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন প্রকার তানের মধ্যে বোলতান খেয়াল গানের বিশেষ অলঙ্কার স্বরূপ। এ তান অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। খেয়ালের সঙ্গে 'তবলা বাঁয়া' নামক তাল-যন্ত্রের সঙ্গত প্রচলিত। সাধারণত তিলোয়ারা, ঝুমরা, একতালা, ত্রিতাল প্রভৃতি তালে খেয়াল গাওয়া হয়।

টপ্‌পা ঃ টপ্‌পা পাঞ্জাব প্রদেশের এক প্রকার গান। সেখানকার উট-চালকরা এ ধরনের গান গাইতো। শোরী মিঞা এ গীত-রীতির সৃষ্টা ও প্রবর্তক। টপ্‌পার কথা সংক্ষিপ্ত, ভাষা পাঞ্জাবী এবং প্রকৃতি চঞ্চল। এ গানে জম্‌জমার কাজই বেশী। এককালে বাংলা গানের উপর টপ্‌পার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। মাঁঝ, খাম্বাজ, কাফী, পিলু, ভৈরবী ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোনো রাগে টপ্‌পা ভালো শোনায় না। সাধারণত চাচর, যৎ, দীপচন্দী, মধ্যমান, আড়া, ত্রিতাল প্রভৃতি তালে টপ্‌পা গাওয়া হয়। এ গানের সঙ্গে তবলার সঙ্গত প্রচলিত। আজকাল টপ্‌পাও লুপ্তপ্রায়।

ঠুমরী ঃ প্রচলিত যাবতীয় গীত-রীতির মধ্যে ঠুমরীই সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয়। এর কথা সংক্ষিপ্ত। রাগের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা হয় না বলে অনেক গুণীদের মতে ঠুমরী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত নয়। এতে তানের পরিবর্তে সূক্ষ্ম স্বর-বিন্যাসের কাজই বেশী। অত্যধিক ভাবপ্রবণ বলে সবার পক্ষে ঠুমরী গাওয়া সহজ নয়। ঠুমরী গানে বিভিন্ন রাগের সংমিশ্রণে রস সৃষ্টি করা কুশলতা সাপেক্ষ। অনেকের ধারণা, ঠুমরীর জন্য মেয়েদের কণ্ঠই উপযোগী। কিন্তু পুরুষদের মধ্যে ওস্তাদ আবদুল করিম খান, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খান প্রমুখ গুণীগণ ঠুমরী গায়ক হিসেবেই বিখ্যাত। এ গীত-রীতির প্রথম প্রচলন হয় লক্ষ্ণৌ-দরবারে। ঠুমরী সাধারণত যৎ, চাচর, ত্রিতাল, সেতারখানি প্রভৃতি তালে গাওয়া হয়। এ গানের সঙ্গেও তবলার সঙ্গত প্রচলিত।

দাদ্‌রা ঃ সাধারণত দাদ্‌রা তালে গীত হয় বলে তালের নামে এ গানের নামকরণ করা হয়েছে। দাদ্‌রা ঠুমরী অঙ্গের গান। তবে ঠুমরীর তুলনায় দাদ্‌রার লয় কিছুটা দ্রুত। দ্রুত লয়ে দাদ্‌রা ব্যতীত অন্য তালেও এ গান গাওয়া হয়। অন্য তালে গাওয়া হলেও এ গান দাদ্‌রা নামেই অভিহিত থাকে। দাদ্‌রা গানে তবলা সঙ্গত হয়।

তারানা বা তেলেনা ঃ বিখ্যাত দার্শনিক, কবি ও সঙ্গীতবিদ হযরত আমীর খসরু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সর্বপ্রথম তারানা গানের প্রবর্তন করেন। সাধারণত বিলম্বিত খেয়ালের পর দ্রুত লয়ে তারানা গাইবার রীতি প্রচলিত। কথার পরিবর্তে 'তানা দেরে তাদিম্ তা দুম্ তানা দেরে না' ইত্যাদি নিরর্থক বোলগুলোকে ব্যবহার করে তারানা গাওয়া হয়। সঙ্গীতের আসরকে জম-কালো এবং শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করতে তারানা অদ্বিতীয়। তারানাতে বিভিন্ন প্রকার লয়ের কাজও করা হয়। বাংলাদেশে এ তারানাই তেলেনা নামে পরিচিত।

তৃতীয় অধ্যায়

তাল বিভাগ

তাল ঃ তাল সঙ্গীতের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রতিষ্ঠা বোধক 'তল' ধাতু থেকে তাল শব্দের উৎপত্তি। সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা হয় তাল দ্বারা। সাধারণত কতকগুলো মাত্রার সমষ্টিকে তাল বলা হয়। অনিবদ্ধ গান ও যন্ত্রালাপ তালহীন। নিবদ্ধ গান, বাদ্য ও নৃত্য তালবদ্ধ অবস্থায় সম্পাদিত হয়।

মাত্রা ঃ তালের সূক্ষ্ম বিভাগকে মাত্রা বলা হয়। তালের কালকে নিয়মিত করা হয় মাত্রার সাহায্যে। এক একটি মাত্রাকে আদর্শ ধরে মাত্রার ক্রম নির্ধারিত হয়। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ অথবা সুস্থ মানব দেহের নাড়ীর স্পন্দনকে (pulse beating) এক এক মাত্রা বলে গণ্য করা যেতে পারে। সে অনুপাতে একটি স্বরের উচ্চারণ কাল এক মাত্রা এবং দু'টো স্বরের উচ্চারণ কাল দুই মাত্রা। যেমন, সা--এক মাত্রা ; সা রে---দুই মাত্রা।

সাঙ্গীতিক রচনার প্রকৃতি অনুসারে মাত্রার গতি ধীরে বা দ্রুত হতে পারে এবং প্রতি মাত্রাকে অর্ধ, সিকি বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। দু'টো স্বর এক মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হলে পৃথকভাবে প্রতিটি স্বরের স্থায়িত্ব কাল অর্ধ-মাত্রা। সেরূপ, চারটি স্বরের উচ্চারণ এক মাত্রা কালের মধ্যে সম্পাদিত হলে পৃথকভাবে প্রতিটি স্বরের স্থায়িত্ব কাল সিকি মাত্রা। যেমন—

১) সস রর গগ ইত্যাদি দু'টো স্বর একত্রে এক মাত্রা এবং পৃথকভাবে প্রতিটি স্বর অর্ধমাত্রা।

২) সসসস ররর গগগগ ইত্যাদি চারটি স্বর একত্রে এক মাত্রা এবং পৃথকভাবে প্রতিটি স্বর সিকি মাত্রা।

এক মাত্রা, অর্ধ মাত্রা ও সিকি মাত্রার সাঙ্কেতিক চিহ্ন আকার মাত্রিক স্বরলিপি অনুযায়ী নিম্নরূপ :

এক মাত্রার চিহ্ন — ।	স — এক মাত্রা	স । —	দুই মাত্রা
অর্ধ মাত্রার চিহ্ন — ঃ	ঃস — অর্ধ মাত্রা	স: —	দেড় মাত্রা
সিকি মাত্রার চিহ্ন — ॰	॰স — সিকি মাত্রা	স॰ —	সোয়া মাত্রা

ছন্দ ঃ মাত্রা থেকে ছন্দের উৎপত্তি। মাত্রার বিভাগ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ছন্দের সৃষ্টি হয়।

লয় ঃ সাঙ্গীতিক ক্রিয়ায় মাত্রার সমতা রক্ষা করাকে লয় বলা হয়। লয় সঙ্গীতের প্রাণ স্বরূপ। সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ-ক্রিয়ায় আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সময়ের গতির সমতা রক্ষা একমাত্র লয় দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। লয় তিন প্রকার— বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। বিলম্বিত লয়ের গতি খুব ঢিমা। বিলম্বিতের দ্বিগুণ লয়কে মধ্য এবং চতুর্গুণকে অর্থাৎ মধ্য লয়ের দ্বিগুণ গতিকে দ্রুত বলা হয়।

দ্বিগুণ ঃ নির্দিষ্ট কোনো তালের এক আবর্তনের মধ্যে সেই নির্দিষ্ট তাল অথবা গান কিংবা বাজনার বোলগুলোকে দু' বার উচ্চারণ বা প্রয়োগ করাকে দ্বিগুণ বলে। কোনো লয়ের দুন্‌কেও দ্বিগুণ বলা হয়। দ্বিগুণ লয়ের প্রত্যেক মাত্রায় দু'টো অক্ষর বা বোল থাকে। যেমন—সর গম অথবা তেরে কেটে ইত্যাদি।

চৌগুণ ঃ কোনো তালের এক আবর্তনের মধ্যে গান বা বাজনার বোলগুলোকে সমানভাবে চার বার বলা, গাওয়া বা বাজানোকে চৌগুণ বলে। চৌগুণ লয়ের প্রত্যেক মাত্রায় চারটি অক্ষর বা বোল থাকে। যেমন—সরগম, নধপম অথবা তেরেকেটে, ধেরেকেটে ইত্যাদি।

আড়ী ঃ দেড়গুণ লয়কে আড়ী বলে। এর প্রত্যেক মাত্রায় দেড় অক্ষর বা বোল থাকে। যেমন—সর ঃগ, মপ ঃধ অথবা ধাগে ঃধি, নাগে ঃধি ইত্যাদি।

তিগুণ ঃ আড়ীর দ্বিগুণ ক্রিয়াকে তিগুণ বলে। এর প্রত্যেক মাত্রায় তিনটি স্বর বা বোল থাকে। যেমন—সরগ, রগম অথবা ধাকেটে, তাকেটে ইত্যাদি।

ঠেকা ঃ গান ও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পাখোয়াজ বা তবলায় নির্দিষ্ট কোনো তালের যে বোল বাজানো হয় তাকে ঠেকা বলে। ঠেকা বিভাগ সংখ্যা দিয়ে এবং তাল বিভাগগুলো আঘাত বা তালি এবং অনাঘাত বা ফাঁক (খালি) দিয়ে বোঝানো হয়। যেমন—

+				০			
ধি	ধি	না	|	ধা	তু	না	‖
১	২	৩		৪	৫	৬	

(ঠেকা—দাদ্‌রা)

গ্রহ ঃ তালের চারটি গ্রহ। যথা—**সম, বিষম, অনাঘাত** ও **অতীত**। চলতি কথায় চারটি গ্রহকে যথাক্রমে সম, তৃতীয় তাল (বিষম), ফাঁক (অনাঘাত) ও প্রথম তাল (অতীত) বলা হয়। এ চারটি গ্রহের সাঙ্কেতিক চিহ্ন হলো ঃ

সম — +	তৃতীয় তাল — ৩
ফাঁক — ০	প্রথম তাল — ১

কতকগুলো তালের বিবরণ

দাদ্‌রা ঃ এ তালে ছয়টি মাত্রা ও দু'টো ভাগ। এর প্রত্যেক ভাগে তিনটি মাত্রা। এতে একটি আঘাত ও একটি ফাঁক। যেমন—

তাল —	+				০			
ঠেকা —	ধি	ধি	না	|	ধা	তু	না	‖
মাত্রা —	১	২	৩		৪	৫	৬	

কহরবা বা কার্ফা ঃ এ তালে আটটি মাত্রা ও দু'টো ভাগ। এর প্রত্যেক ভাগে চারটি মাত্রা। এতে একটি আঘাত ও একটি ফাঁক। যেমন—

তাল	—	+				০				
ঠেকা	—	ধা	গে	না	ধি	না	কে	ধি	ন	‖
মাত্রা	—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	

তেওড়া বা তীব্রা ঃ তেওড়া তালে সাতটি মাত্রা ও তিনটি ভাগ। এর প্রথম ভাগে তিনটি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে দু'টো করে মাত্রা। এতে ফাঁক নেই, তিনটিই আঘাত। যেমন—

তাল	—	+			২		৩		
ঠেকা	—	তি	তি	না	ধি	না	ধি	না	‖
মাত্রা	—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	

রূপক ঃ রূপক তালেও সাতটি মাত্রা এবং তিনটি ভাগ। এর প্রথম ভাগে তিনটি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে দু'টো করে মাত্রা। এতেও তিনটি আঘাত, ফাঁক নেই। সমান মাত্রা বিশিষ্ট রূপক ও তেওড়া এ দু'টো তালের মধ্যে কেবল ঠেকার বোলের পার্থক্য। যেমন—

তাল	—	+			২		৩		
ঠেকা	—	ধিন্	ধা	তেরেকেটে	ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে	‖
মাত্রা	—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	

ঝাঁপতাল ঃ এ তালে দশটি মাত্রা ও চারটি ভাগ। এর প্রথম ও তৃতীয় ভাগে দু'টো করে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভাগে তিনটি মাত্রা। এতে তিনটি আঘাত ও একটি ফাঁক। যেমন—

তাল	—	+		৩			০		১			
ঠেকা	—	ধি	না	ধি	ধি	না	তি	না	ধি	ধি	না	‖
মাত্রা	—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	

একতালা ঃ এ তালে বারোটি মাত্রা ও চারটি ভাগ। এর প্রত্যেক ভাগে তিনটি মাত্রা। এতে তিনটি আঘাত ও একটি ফাঁক। দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক উভয় ছন্দেই একতালা বাজানো হয়। নিম্নোদ্ধৃত একতালা ত্রিমাত্রিক ছন্দযুক্ত। যেমন—

তাল	—	+			৩			০			১			
ঠেকা	—	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	তা	তা	তেট্	ধাগে	তেরেকেট	ধিন্	তা	‖
মাত্রা	—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	

চৌতাল ঃ চৌতালে বারোটি মাত্রা। এ তাল দুই মাত্রা হিসেবে ছয় ভাগে বিভক্ত। একতাল ও চৌতালের মধ্যে আঘাত, অনাঘাত ও ঠেকার বোলের পার্থক্য। একতালাতে তিনটি আঘাত ও একটি অনাঘাত। আর চৌতালে চারটি আঘাত ও দু'টো অনাঘাত। যেমন—

তাল	—	+		০		২		০		৩		৪		
ঠেকা	—	ধা	ধা	দেন্	তা	কৎ	তাগে	দেন্	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে	‖
মাত্রা	—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	

ধামার ঃ ধামারে চৌদ্দটি মাত্রা ও চারটি ভাগ। এ তালের প্রথম ভাগে পাঁচটি, দ্বিতীয় ভাগে দু'টো, তৃতীয় ভাগে তিনটি এবং চতুর্থ ভাগে চারটি মাত্রা। এতে তিনটি আঘাত ও একটি ফাঁক। যেমন—

তাল — + ২ ০ ৩
ঠেকা — ক ধী ট ধী ট | ধা আ | গ তি ট | তি ট তা আ ||
মাত্রা — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ঝিতাল ঃ এ তালে ষোলটি মাত্রা এবং সমান সমান চারটি ভাগ। এতে তিনটি আঘাত ও একটি ফাঁক। উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের বেশীর ভাগ রচনাই এ তালের উপর। যেমন—

তাল — + ৩
ঠেকা — ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা |
মাত্রা — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

তাল — ০ ১
ঠেকা — ধা তিন্ তিন্ তা | তা ধিন্ ধিন্ ধা ||
মাত্রা — ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

তিলবাড়া ঃ তিলবাড়াতে ষোলটি মাত্রা ও চারটি ভাগ। এর প্রত্যেক ভাগে চারটি মাত্রা। এতে তিনটি আঘাত ও একটি ফাঁক। ঝিতালের তুলনায় তিলবাড়ার গতি ঢিমা। যেমন—

তাল — + ৩
ঠেকা — ধি তেরেকেটে ধিন্ ধিন্ | ধা ধা তিন্ তিন্ |
মাত্রা — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

তাল — ০ ১
ঠেকা — তা তেরেকেটে ধিন্ ধিন্ | ধা ধা ধিন্ ধিন্ ||
মাত্রা — ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

সুলতাল ঃ এ তালে দশটি মাত্রা এবং দু'মাত্রা হিসেবে পাঁচটি ভাগ। এতে তিনটি আঘাত ও দু'টো ফাঁক। এ তালকে সুরফাঁকও বলা হয়। যেমন—

তাল — + ০ ২ ৩ ০
ঠেকা — ধা ঘেড়ে | নাগ্ ধি | ঘেড়ে নাগ | গ দ্দি | ঘেড়ে নাগ ||
মাত্রা — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

আড়া চৌতাল ঃ আড়া চৌতালে চোদ্দটি মাত্রা এবং দু'মাত্রা হিসেবে সাতটি ভাগ। এতে চারটি আঘাত ও তিনটি ফাঁক। যেমন—

তাল — + ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
ঠেকা — ধি তেরেকেটে | ধি না | তু না | ক তা | ধি ধি | না ধি | ধি না |
মাত্রা — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ঝুমরা : এ তালে চৌদ্দটি মাত্রা ও চারটি ভাগ। প্রথম ও তৃতীয় ভাগে তিনটি করে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভাগে চারটি করে মাত্রা। এতে তিনটি আঘাত ও একটি ফাঁক। যেমন—

তাল—	+					২		
ঠেকা—	ধিন্	ধিন্	তেরেকেটে	|	ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে |
মাত্রা—	১	২	৩		৪	৫	৬	৭
তাল—	০				৩			
ঠেকা—	তিন্	তিন্	তেরেকেটে	|	ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে ॥
মাত্রা—	৮	৯	১০		১১	১২	১৩	১৪

দীপচন্দী : ঝুমরার মত এ তালেও চৌদ্দটি মাত্রা ও চারটি ভাগ। দীপচন্দীর তাল-ফাঁকও ঝুমরার তালের অনুরূপ। এ দু'টো তালের পার্থক্য কেবল ঠেকার বোলের মধ্যে। যেমন—

তাল—	+				২			
ঠেকা—	ধা	ধি	ইন্	|	ধা	গে	তি	ইন্ |
মাত্রা—	১	২	৩		৪	৫	৬	৭
তাল—	০				৩			
ঠেকা—	তা	তি	ইন্	|	ধা	গে	ধি	ইন্ ॥
মাত্রা—	৮	৯	১০		১১	১২	১৩	১৪

মত্ততাল : মত্ততালে আঠারোটি মাত্রা ও নয়টি ভাগ। এর প্রত্যেক ভাগে দু'টো মাত্রা। এতে ছয়টি আঘাত ও তিনটি অনাঘাত। যেমন—

তাল—	+		০		২		৩		০			
ঠেকা—	ধা	আ |	ধে	টে |	না	ক |	ধে	টে |	না	ক |	
মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০		
তাল—	৪		৫		৬		০					
ঠেকা—	তে	টে |	ক	তা |	গ	ধি |	ঘে	নে ॥				
মাত্রা—	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮				

আদ্ধা কাওয়ালী বা সেতারখানি : এ তালে ষোলটি মাত্রা এবং চার মাত্রা হিসেবে সমান সমান চারটি ভাগ। এতে তিনটি আঘাত ও একটি ফাঁক। যেমন—

তাল—	+				৩				
ঠেকা—	ধা	ধি	ন্	ধা |	ধা	ধি	ন্	ধা |	
মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
তাল—	০				১				
ঠেকা—	ধা	তি	ন্	তা |	তা	ধি	ন্	ধা ॥	
মাত্রা—	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	

ঝম্পক ঃ এ তালে দশটি মাত্রা ও চারটি ভাগ | এর প্রথম ও তৃতীয় ভাগে তিনটি করে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভাগে দু'টো করে মাত্রা। এতে তিনটি আঘাত ও একটি ফাঁক। যেমন—

তাল— + ৩ ০ ১
ঠেকা— ধি ধি না | ধি না | তি তি না | ধি না ||
মাত্রা— ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

গজঝম্পা ঃ এ তালে পনেরোটি মাত্রা এবং চারটি ভাগ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে চারটি করে এবং চতুর্থ ভাগে তিনটি মাত্রা | এতে তিনটি আঘাত ও একটি ফাঁক। যেমন—

তাল— + ২
ঠেকা— ধা ধিন্ নাক্ তাক্ | ধা ধিন্ নাক্ তাক্ |
মাত্রা— ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

তাল— ০ ৩
ঠেকা— ধিন্ নাক্ তাক্ কেটে | তাক্ গদি ঘেনে ||
মাত্রা— ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

ব্রহ্মতাল ঃ এ তালে আটাশটি মাত্রা ও চৌদ্দটি ভাগ। এর প্রত্যেক ভাগে দু'টো মাত্রা। এতে দশটি আঘাত ও চারটি ফাঁক। যেমন—

তাল— + ০ ২ ৩
ঠেকা— ধা দিৎ | থু না | ধা গে | তেটে তাগ্ |
মাত্রা— ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

তাল— ০ ৪ ৫ ৬ ০
ঠেকা— থু না | ধা কেটে | তা ধা | কেটে তা | থু না |
মাত্রা— ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

তাল— ৭ ৮ ৯ ১০ ০
ঠেকা— ধা গে | দিন্ তা | কেটে তাগ | তাগ তেটে | দি ন্ ||
মাত্রা— ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮

একাদশী ঃ এ তালে এগারোটি মাত্রা। তাই এর নাম একাদশী। এতে তিনটি ভাগ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে চারটি করে এবং তৃতীয় ভাগে তিনটি মাত্রা। এতে তিনটি আঘাত, ফাঁক নেই। যেমন—

তাল— + ২
ঠেকা— ধা ধা দেন্ তা | কৎ তাগে দেন্ তেটে |
মাত্রা— ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
তাল— ৩
ঠেকা— কতা গদি ঘেনে ||
মাত্রা— ৯ ১০ ১১

সবারী : এ তালে ষোলটি মাত্রা ও পাঁচটি ভাগ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে চারটি করে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে দু'টো করে মাত্রা। এতে পাঁচটি আঘাত, ফাঁক নেই। যেমন—

তাল—	+				২			
ঠেকা—	ধা	আ	কে	টে |	ধু	মা	কে	টে |
মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
তাল—	৩				৪		৫	
ঠেকা—	তা	আ	কে	টে |	ধু	মা |	কে	টে ‖
মাত্রা—	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

ইন্দ্রতাল : এ তালে পনেরটি মাত্রা ও পাঁচটি ভাগ। এর প্রত্যেক ভাগে তিনটি মাত্রা। এতে পাঁচটি আঘাত, ফাঁক নেই। যেমন—

তাল—	+			২			৩		
ঠেকা—	ধাগে	তেটে	ধুমা |	কেটে	গদি	ঘেনে |	ধিন্	নাক্	তেটে |
মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তাল—	৪			৫					
ঠেকা—	কত্তা	গদি	ঘেনে।	কেটে	তাক্	তাক্ ‖			
মাত্রা—	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫			

সুদর্শন : এ তালে কুড়িটি মাত্রা ও সাতটি ভাগ। এর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভাগে দু'টো করে এবং সপ্তম ভাগে আটটি মাত্রা। এতে সাতটি আঘাত, ফাঁক নেই। যেমন—

তাল—	+		২		৩		৪		৫	
ঠেকা—	ধা	আ |	কে	টে |	তা	ক |	ধু	মা |	কে	টে |
মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
তাল—	৬		৭							
ঠেকা—	তা	ক |	ধি	না	তা	আ	গ	দি	ঘে	নে ‖
মাত্রা—	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

মহেশ : এ তালে নয়টি মাত্রা ও তিনটি ভাগ। এর প্রথম ভাগে চারটি, দ্বিতীয় ভাগে দু'টো এবং তৃতীয় তিনটি মাত্রা। এতে তিনটি আঘাত, ফাঁক নেই। যেমন—

তাল—	+				২		৩		
ঠেকা—	ধা	ধেটে	ধেটে	ধা |	তেটে	কত্তা |	গদি	ঘেনে	তা ‖
মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

ফরোদস্ত ঃ এ তালে চৌদ্দটি মাত্রা ও সাতটি ভাগ। এর প্রত্যেক ভাগে দু'টো মাত্রা। এতে পাঁচটি আঘাত ও দু'টো ফাঁক। যেমন—

তাল—	+		২		৩		৪	
ঠেকা—	ধিন্	ধিন্	ধা	কেটে	তাগ্	ধিন্	ধা	গদি
মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
তাল—	০		৫		০			
ঠেকা—	ইন্	তা	তে	কতা	গদি	ঘেনে ‖		
মাত্রা—	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪		

রুদ্র ঃ এ তালে এগারোটি মাত্রা ও আটটি ভাগ। এর প্রথম, চতুর্থ ও অষ্টম ভাগে দু'টো করে এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগে একটি করে মাত্রা। এতে আটটি তাল, ফাঁক নেই। যেমন—

তাল—	+		২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	
ঠেকা—	ধা	আ	কে	টে	তা	ক	ধু	মা	কে	টে	তাক্ ‖
মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

বিঃ দ্রঃ—সম, তৃতীয় তাল, ফাঁক ও প্রথম তাল এ চারটি গ্রহের অতিরিক্ত আঘাতের চিহ্ন স্বরূপ তালের উপর যে সংখ্যাগুলো ব্যবহার হয়েছে (অর্থাৎ ২, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮) সেগুলোকে যথাক্রমে **চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম আঘাত** বা **তালি** বলা যেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

অলঙ্কার বিভাগ

অনুলোম বা আরোহী অথবা আরোহণ—'সা' থেকে 'র্সা' পর্যন্ত ক্রমানুয়ে সাতটি স্বরের উচ্চারণ বা প্রয়োগকে আরোহী বা আরোহণ বলা হয়। ষড়জাদি সপ্তস্বরের এরূপ ঊর্ধ গতিকে শাস্ত্রীয় ভাষায় অনুলোম বলে। যেমন—

স র গ ম প ধ ন র্সং।

বিলোম বা অবরোহী অথবা অবরোহণ—'সা' থেকে 'র্সা' পর্যন্ত ক্রমানুয়ে স্বরসমূহের নিম্ন গতিকে অবরোহী বা অবরোহণ বলা হয়। স্বরের এরূপ অধোগতিকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বিলোম বলে।

র্সং ন ধ প ম গ র স।

কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে মূর্ছনা সাধন প্রণালী

মন্দ্র-মধ্য সপ্তক

	আরোহণ								অবরোহণ							
১)	স্	র্	গ্	ম্	প্	ধ্	ন্	স	স	ন্	ধ্	প্	ম্	গ্	র্	স্
২)	র্	গ্	ম্	প্	ধ্	ন্	স	র	র	স	ন্	ধ্	প্	ম্	গ্	র্
৩)	গ্	ম্	প্	ধ্	ন্	স	র	গ	গ	র	স	ন্	ধ্	প্	ম্	গ্
৪)	ম্	প্	ধ্	ন্	স	র	গ	ম	ম	গ	র	স	ন্	ধ্	প্	ম্
৫)	প্	ধ্	ন্	স	র	গ	ম	প	প	ম	গ	র	স	ন্	ধ্	প্
৬)	ধ্	ন্	স	র	গ	ম	প	ধ	ধ	প	ম	গ	র	স	ন্	ধ্
৭)	ন্	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	ন	ধ	প	ম	গ	র	স	ন্

মধ্য-তার সপ্তক

	আরোহণ								অবরোহণ							
১)	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	র্সং	র্সং	ন	ধ	প	ম	গ	র	স
২)	র	গ	ম	প	ধ	ন	র্সং	র্র	র্র	র্সং	ন	ধ	প	ম	গ	র
৩)	গ	ম	প	ধ	ন	র্সং	র্র	র্গ	র্গ	র্র	র্সং	ন	ধ	প	ম	গ

	আরোহণ								অবরোহণ							
৪)	ম	প	ধ	ন	র্স	র্র	র্গ	র্ম	র্ম	র্গ	র্র	র্স	ন	ধ	প	ম
৫)	প	ধ	ন	র্স	র্র	র্গ	র্ম	র্প	র্প	র্ম	র্গ	র্র	র্স	ন	ধ	প
৬)	ধ	ন	র্স	র্র	র্গ	র্ম	র্প	র্ধ	র্ধ	র্প	র্ম	র্গ	র্র	র্স	ন	ধ
৭)	ন	র্স	র্র	র্গ	র্ম	র্প	র্ধ	র্ন	র্ন	র্ধ	র্প	র্ম	র্গ	র্র	র্স	ন

কন্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে অলঙ্কার বা পাল্‌টা সাধন

স্বর-কাল সাধন প্রণালী

আরোহণ অবরোহণ

সমান লয়ে

স র গ ম প ধ ন র্স র্স ন ধ প ম গ র স

দ্বিগুণ লয়ে

সর গম পধ নর্স র্সন ধপ মগ রস

চৌগুণ লয়ে

সরগম পনধর্স র্সনধপ মগরস

আটগুণ লয়ে

সরগমপধনর্স র্সনধপমগরস

অলঙ্কার সাধন প্রণালী

আরোহণ ও অবরোহণক্রমেঃ

১) স র গ ম প ধ ন র্স ।
র্স ন ধ প ম গ র স ॥

২) সস রর গগ মম পপ ধধ নন র্সর্স ।
র্সর্স নন ধধ পপ মম গগ রর সস ॥

৩) সসস ররর গগগ মমম পপপ ধধধ ননন র্সর্সর্স ।
র্সর্সর্স ননন ধধধ পপপ মমম গগগ ররর সসস ॥

৪) সসসস রররর গগগগ মমমম পপপপ ধধধধ নননন র্সর্সর্সর্স ।
র্সর্সর্সর্স নননন ধধধধ পপপপ মমমম গগগগ রররর সসসস ॥

৬—

(৫) সর রগ গম মপ পধ ধন নর্স ।
র্সন নধ ধপ পম মগ গর রস ॥

(৬) সন্ রস গর মগ পম ধপ নধ র্সন ।
র্সর্ নর্স ধন পধ মপ গম রগ স ॥

(৭) সগ রম গপ মধ পন ধর্স ।
র্সধ নপ ধম পগ মর গস ॥

(৮) সম রপ গধ মন পর্স ।
র্সপ নম ধগ পর মস ॥

(৯) সরস রগর গমগ মপম পধপ ধনধ নর্সন র্সর্স ।
র্সর্স নর্সন ধনধ পধপ মপম গমগ রগর সরস ॥

(১০) সগর রমগ গপম মধপ পনধ ধর্সন নর্স ।
র্সধন নপধ ধমপ পগম মরগ গসর রন্স ॥

(১১) সমগ রপম গধপ মনধ পর্সন ধর্স ।
র্সপধ নমপ ধগম পরগ মসর গন্স ॥

(১২) সরগম রগমপ গমপধ মপধন পধনর্স ।
র্সনধপ নধপম ধপমগ পমগর মগরস ॥

(১৩) সরসস রগরর গমগগ মপমম পধপপ ধনধধ নর্সনন র্সর্সর্স ।
নর্সনন ধনধধ পধপপ মপমম গমগগ রগরর সরসস ॥

(১৪) সরগর রগমগ গমপম মপধপ পধনধ ধনর্সন নর্সর্স ।
র্সনধন নধপধ ধপমপ পমগম মগরগ গরসর রসন্স ॥

(১৫) সমগর রপমগ গধপম মনধপ পর্সনধ ধর্সর্সন নর্গর্স ।
র্সপধন নমপধ ধগমপ পরগম মসরগ গন্সর রধ্ন্স ॥

(১৬) সগরস রমগর গপমগ মধপম পনধপ ধর্সনধ নর্সর্সন র্সর্গর্স ।
র্সধনর্স নপধন ধমপধ পগমপ মরগম গসরগ রন্সর সধ্ন্স ॥

(১৭) সরসর রগরগ গমগম মপমপ পধপধ ধনধন নর্সনর্স ॥
র্সনর্সন নধনধ ধপধপ পমপম মগমগ গরগর রসরস ।

(১৮) সররস রগগর গমমগ মপপম পধধপ ধননধ নর্সর্সন ।
র্সননর্স নধধন ধপপধ পমমপ মগগম গররগ রসসর ॥

(১৯) সগগর রমমগ গপপম মধধপ পননধ ধর্সর্সন নর্গর্স ।
র্সধধন নপপধ ধমমপ পগগম মররগ গসসর রন্ন্স ॥

(২০) সরগমপ রগমপধ গমপধন মপধনর্স ।
র্সনধপম নধপমগ ধপমপর পমগরস ॥

২১) সরগরস রগমগর গমপমগ মপধপম পধনধপ ধনর্সনধ নর্সর্রসন র্সর্রগর্রস।
র্সনধনর্স নধপধন ধপমপধ পমগমপ মগরগগ গরসরগ রসন্সর সন্ধ্ন্স॥

২২) সরগরগ রগমগম গমপমপ মপধপধ পধনধন ধনর্সনর্স।
র্সনধনধ নধপধপ ধপমপম পমগমগ মগরগর গরসরস॥

২৩) সরগমগ রগমপম গমপধপ মপধনধ পধনর্সন ধনর্সর্রস।
র্সনধপধ নধপমপ ধপমগম পমগরগ মগরসর গরসন্স॥

২৪) সরসরগ রগরগম গমগমপ মপমপধ পধপধন ধনধনর্স।
র্সনর্সনধ নধনধপ ধপধপম পমপমগ মগমগর গরগরস॥

২৫) সরমগপ রগপমধ গমধপন মপনধর্স।
র্সনপধস নধমপগ ধপগমর পমরগস॥

২৬) সপমগর রধপমগ গমধপম মর্সনধপ পর্সর্সনধ।
র্সমপধন নগমপধ ধরগমপ পসরগম মন্সরগ॥

২৭) সরগমপধ রগমপধন গমপধনর্স।
র্সনধপমগ নধপগগর ধপমগরস॥

২৮) সরগমগর রগমপমগ গমপধগম মপধনধগ পধনর্সনধ ধনর্সর্রসন নর্সর্রগর্রস।
র্সমধপধন মধপমপধ ধপমগমপ পমগরগম মগরসরগ গরসন্সর রসন্ধ্ন্স॥

২৯) সরগরগম রগমগমপ গমপমপধ মপধপধন পধনধনর্স।
র্সনধনধপ নধপধপম ধপমপমগ পমগমগর মগরগরস॥

৩০) সরগরমগ রগমগপম গমপমধপ মপধপনধ পধনধর্সন।
র্সনধনপধ নধপধমপ ধপমপগম পমগমরগ মগরগসর॥

৩১) সরগপমধ রগমধপন গমপনধর্স মপধর্সনর্র পধনর্রসগ।
র্সনধমপগ নধপগমর ধপমরগস পমগসরন্ মগরন্সধ্॥

৩২) সগরমধপ রমগপনধ গপমধর্সন মধপনর্রস।
র্সধনপগম নপধমরগ ধমপগসর পগমরন্স॥

৩৩) সমগরমগ রপমগপম গধপমধপ মনধপনধ পর্সনধর্সন।
র্সপধনপধ নমপধমপ ধগমপগম পন্সগমরগ মসরগসর॥

৩৪) সমগরমধ রপমগপন গধপমধর্স।
র্সপধনপগ নধপধমর ধগমপগস॥

৩৫) সন্সগধপম রগমনধপ গমপর্সনধ মপধর্ন্সন পধনর্গর্রস।
র্সনধগমপ নধপরগম ধপমসরগ পমগন্সর মগরধ্ন্স॥

৩৬) সরগনধপ রগমর্সনধ গমপর্র্সন মপধর্গর্র্স।
র্সনধরগম নধপসরগ ধপমন্‌সর পমগধ্‌ন্‌স॥

৩৭) সরগমপধন রগমপধনর্স।
র্সনধপমগর নধপমগরস॥

৩৮) সরগমগরস রগমপমগর গমপধপমগ মপধনধপম পধনর্সনধপ।
র্সনধপধনর্স নধপমপধন ধপমগমপধ পমগরগমপ মগরসরগম॥

৩৯) সরগমগরগ রগমপমগম গমপধপমগ মপধনধপধ পধনর্সনধন ধনর্সর্র্সনর্স।
র্সনধপধনধ নধপমপধপ ধপমগমগম গমগরগমগ মগরসরগর গরসন্‌সরস॥

৪০) সরসন্‌সা রগরসরা গমগরগা মপমগমা
পধপমপা ধনধপধা নর্সনধনা র্সর্রর্সনর্সা।
নর্সনধনা ধনধপধা পধপমপা মপমগমা
গমগরগা রগরসরা সরসন্‌সা॥

৪১) সরসসরগম রগররগমপ গমগগমপধ মপমমপধন পধপপধনর্স।
র্সর্র্সর্সনধপ নর্সননধপম ধনধধপমগ পধপপমগর মপমমগরস॥

৪২) সরগরসরস রগমগরগর গমপমগমগ মপধপমপম
পধনধপধপ ধনর্সনধনধ নর্সর্র্সনর্সন।
র্সনধনধনধ নধপধপধপ ধপমপমগম পমগমগমগ
মগরগরগর গরসরসরস॥

৪৩) সগরসরগম রমগরগমপ গপমগমপধ মধপমপধন পনধপধনর্স।
র্সধনর্সনধপ নপধনধপম ধমপধপমগ পগমপমগর মরগমগরস॥

৪৪) সগরসগরম রমগরমগপ গপমগপমধ মধপমধপন পনধপনধর্স।
র্সধনর্সধনপ নপধনপধম ধমপধমপগ পগমপগমর মরগমরগস॥

৪৫) সমগরসরগ রপমগরগম গধপমগমপ মনধপমপধ
পর্সনধপধন ধর্র্সনধনর্স।
র্সপধনর্সনধ নমপধনধপ ধগমপধপম পরগমপমগ
মসরগমগর গন্‌সরগরস॥

৪৬) সগরমগরস রমগপমগর গপমধপমগ মধপনধপম
পনধর্সনধপ।
র্সধনপধনর্স নপধমপধন ধমপগমগধ পগমরগমপ
মরগসরগম॥

৪৭) সমগরসন্‌স রপমগরসর গধপমগরগ মনধপমগম
পর্সনধপমপ।
র্সপধনর্সনর্স নমপধনধন ধগমপধপধ পরগমপমপ
মসরগমগম॥

৮৪৮) সরগসরগম রগমরগমপ গমপগমপধ মপধমপধন
পধনপধনর্স।
র্সনধর্সনধপ নধপনধপম ধপমধপমগ পমগপমগর
মগরমগরস॥

৮৪৯) সরস, সরগরস, সরগমগরস, সরগমপমগরস, সরগমপধপমগরস,
সরগমপধনধপমগরস, সরগমপধনর্সনধপমগরস।
র্সনর্স, র্সনধনর্স, র্সনধপধনর্স, র্সনধপমপধনর্স, র্সনধপমগমপধনর্স,
র্সনধপমগরগমপধনর্স র্সনধপমগরসরগমপধনর্স॥

৫০) সরগরসরগম রগমগরগমপ গমগমগমপধ মপধপমপধন পধনধপধনর্স।
র্সনধনর্সনধপ নধপধনধপম ধপমপধপমগ পমগমপমগর মগরগমগরস॥

৫১) সরগমগরিসরগম রগমপমগরগমপ গমপধপমগমপধ মপধনধপমপধন
পধনর্সনধপধপনর্স।
র্সনধপধনর্সনধপ নধপমপধনধপম ধপমগমপধপমগ পমগরগমপমগর
মগরসরগমগরস॥

৫২) সরগমগর সরগর সরগম, রগমপমগ রগমগ রগমপ, গমপধপম গমপম গমপধ,
মপধনধপ মপধপ মপধন, পধনর্সনধ পধনধ পধনর্স।
র্সনধপধন র্সনধন র্সনধপ, নধপমপধ নধপধ নধপম, ধপমগমপ ধপমপ ধপমগ,
পমগরগম পমগম পমগর, মগরসরগ মগরগ মগরস॥

৫৩) সরগমগর সরগর সরগ রগম, রগমপমগ রগমগ রগমপ গমপ,
গমপধপম গমপম গমপ মপধ, মপধনধপ মপধপ মপধ পধন,
পধনর্সনধ পধনধ পধন ধনর্স।
র্সনধপধন র্সনধন র্সনধ নধপ, নধপমপধ নধপধ নধপ ধপম,
ধপমগমপ ধপমপ ধপম পমগ, পমগরগম পমগম পমগ মগর,
মগরসরগ মগরগ মগর গরস॥

৫৪) সরগমগর সরগর নিসরস সরসগ সরগম,
রগমপমগ রগমগ সরগর রগরম রগমপ,
গমপধপম গমপম রগমগ গমগপ গমপধ,
মপধনধপ মপধপ গমপম মপমধ মপধন,
পধনর্সনধ পধনধ মপধপ পধপন পধনর্স,
ধনর্সর্রর্সন ধনর্সন পধনধ ধনধর্স ধনর্সর্র।
র্সনধপধন র্সনধন র্রর্সনর্স র্সনর্সধ র্সনধপ,
নধপমপধ নধপধ র্সনধন নধনপ নধপম,
ধপমগমপ ধপমপ নধপধ ধপধম ধপমগ,
পমগরগম পমগম ধপমপ পমপগ পমগর,
মগরসরগ মগরগ গমগম মগমর মগরস॥

৫৫) সরগম পমগর সরগম, রগমপ ধপমগ রগমপ,
গমপধ নধপম গমপধ, মপধন র্সনধপ মপধন,
পধনর্স র্রসনধ পধনর্স।
র্সনধপ মপধন র্সনধপ, নধপম গমপধ নধপম,
ধপমগ রগমপ ধপমগ, পমগর সরগম পমগর,
মগরস নৃসরগ মগরস॥

৫৬) সরগম পমগর সরগর সরগম, রগমপ ধপমগ রগমগ রগমপ,
গমপধ নধপম গমপম গমপধ, মপধন র্সনধপ মপধপ মপধন,
পধনর্স র্রসনধ পধনধ পধনর্স।
র্সনধপ মপধন র্সনধন র্সনধপ, নধপম গমপধ নধপধ নধপম,
ধপমগ রগমপ ধপমপ ধপমগ, পমগর সরগম পমগম পমগর,
মগরস নৃসরগ মগরগ মগরস॥

৫৭) সরগম পমগর সরসগ সরগম, রগমপ ধপমগ রগরম রগমপ,
সমপধ নধপম গমগপ গমপধ, মপধন র্সনধপ মপমধ মপধন,
পধনর্স র্রসনধ পধপন পধনর্স।
র্সনধপ মপধন র্সনর্সধ র্সনধপ, নধপম গমপধ নধনপ নধপম,
ধপমগ রগমপ ধপধম ধপমগ, পমগর সরগম পমপগ পমগর,
মগরস নৃসরগ মগমর মগরস॥

৫৮) সরগম পমগম সরগর সরগম, রগমপ ধপমপ
রগমগ রগমপ, গমপধ নধপধ গমপম গমপধ,
মপধন র্সনধন মপধপ মপধন, পধনর্স র্রসনর্স
পধনধ পধনর্স।
র্সনধপ মপধন র্সনধন র্সনধপ, নধপম গমপধ
নধপধ নধপম, ধপমগ রগমপ ধপমপ ধপমগ,
পমগর সরগম পমগম পমগর, মগরস, নৃসরগ
মগরগ মগরস॥

৫৯) সরগম পমগর পমগর সরগর সরগম,
রগমপ ধপমগ ধপমগ রগমগ রগমপ,
গমপধ নধপম নধপম গমপম গমপধ,
মপধন র্সনধপ র্সনধপ মপধপ মপধন,
পধনর্স র্রসনধ র্রসনধ পধনধ পধনর্স।
র্সনধপ মপধন মপধন র্সনধন র্সনধপ,
নধপম গমপধ গমপধ নধপধ নধপম,
ধপমগ রগমপ রগমপ ধপমপ ধপমগ,
পমগর সরগম সরগম পমগম পমগর,
মগরস নৃসরগ নৃসরগ মগরগ মগরস॥

৬০) সরগম পমগর সগরগ সরগম, রগমপ ধপমগ রমগম রগমপ,
গমপধ নধপম গপমপ গমপধ, মপধন র্সনধপ মধপধ মপধন,
পধনর্স র্রর্সনধ পনধন পধনর্স।

র্সনধপ মপধন র্সনর্সধ র্সনধপ, নধপম গমপধ নধনপ নধপম,
ধপমগ রগমপ ধপধম ধপমগ, পমগর সরগম পমপগ পমগর,
মগরস নুসরগ মগমর মগরস॥

৬১) সরগসরগম, রগমরগমপ, গমপগমপধ, মগধমপধন,
পধনপধনর্স।
র্সনধর্সনধপ, নধপনধপম, ধপমধপমগ, পমগপমগর,
মগরমগরস॥

৬২) সরগ সরগ সরগম, রগম রগম রগমপ, গমপ গমপ গমপধ,
মপধ মপধ মপধন, পধন পধন পধনর্স।
র্সনধ র্সনধ র্সনধপ, নধপ নধপ নধপম, ধপম ধপম ধপমগ,
পমগ পমগ পমগর, মগর মগর মগরস॥

৬৩) সসরসর, ররগরগ, গগমগম, মমপমপ, পপধপধ, ধধনধন,
ননর্সনর্স।
র্সর্সনধন, ননধপধ, ধধপমপ, পপমগম, মমগরগ, গগরসর,
ররসনুস॥

৬৪) সরগম গমরগ পমগর সরগম, রগমপ মপগম ধপমগ রগমপ,
গমপধ পধমপ নধপম গমপধ, মপধন ধনপধ র্সনধপ মপধন,
পধনর্স নর্সধন র্রর্সনধ পধনর্স।
র্সনধপ ধপনধ মপধন র্সনধপ, নধপম পমধপ গমপধ নধপম,
ধপমগ মগপম রগমপ ধপমগ, পমগর গরমগ সরগম পমগর,
মগরস রসগর নুসরগ মগরস॥

৬৫) সরগম পমগম মগমর সরগম, রগধপ ধপমপ পমপগ রগমপ,
গমপধ নধপধ ধপধম গমপধ, মপধন র্সনধন নধনপ মপধন,
পধনর্স র্রর্সনর্স র্সনর্সধ পধনর্স।
র্সনধপ মপধন সনর্সধ র্সনধপ, নধপম গমপধ নধনপ নধপম,
ধপমগ রগমপ ধপধম ধপমগ, পমগর সরগম পমপগ পমগর,
মগরস নুসরগ মগমর মগরস॥

৬৬) সরগম পমমগ মগমর সরগম, রগমপ ধপপম পমপগ রগমগ,
গমপধ নধধপ ধপধম গমপধ, মপধন র্সননধ নধনপ মপধন,
পধনর্স র্রর্সর্স র্সনর্সধ পধনর্স।

র্সনধপ মপমধ পধপন র্সনধপ, নধপম পমমপ মপমধ নধপম,
ধপমগ রগগম গমগপ ধপমগ, পমগর সররগ রগরম পমগর,
মগরস ন্‌সসর সরসগ মগরস ॥

৬৭) সরগম পমমগ রগগম সরগম, রগমপ ধপগম গমমপ রগমপ,
গমপধ নধধপ মপমধ গমপধ, মপধন র্সননধ পধধন মপধন,
পধনর্স র্রর্সর্সন ধননর্স পধনর্স।
র্সনধপ মপমধ নধধপ র্সনধপ, নধপম গমমপ ধপমম নধপম,
ধপমগ রগগম পমমগ ধপমগ, পমগর সররগ মগগর পমগর,
মগরস ন্‌সসর গররস মগরস ॥

৬৮) সগরম মরগস সগরগ সরগম, রমগপ পগমর রমগম রগমপ,
গপমধ ধমগগ গপমগ গমপধ, মধপন নপধম মধপধ মপধম,
পনধর্স র্সধনপ পনধন পধনর্স।
র্সধনপ পনধর্স র্সধনধ র্সনধপ, নপধম মধপন নপধপ নধপম,
ধমপগ গপমধ ধগপগ ধপমগ, পগমর রমগপ পগমগ পমগর,
মরগস সগরম মরগর মগরস ॥

৬৯) সরগগরস, রগমমগর, গমপপমগ, মপধধপম, পধননধপ, ধনর্সর্সনধ।
র্সনধধনর্স, নধপসধন, ধপমমপধ, পমগগমপ, মগররগম, গরাসসরগ,
রসন্‌ন্‌সর, স্‌ন্‌ধ্‌ধ্‌স ॥

৭০) সরগগ রগরস, রগমম গমগর, গমপপ মপমগ,
মপধধ পধপম, পধনন ধনধপ, ধনর্সর্স নর্সনধ,
নর্সর্সর্র র্সর্সর্সন, র্সর্সর্গর্গ র্সর্গর্সর্স।
র্সনধধ র্সনধন, নধপপ নধপধ, ধপমম ধপমগ,
পমগগ পমগম, মগররর মগরগ, গরসস গরসর,
রসন্‌ন্‌ রসন্‌স ॥

৭১) সরগগ গগরস, রগমম মমগর, গমপপ পপমগ,
মপধধ ধধপম, পধনন ননধপ, ধনর্সর্স র্সর্সনধ।
র্সনধধ ধধনর্স, নধপগ পপধন, ধপমম মমপধ,
পমগগ গগমপ, মগররর ররগম, গরসস সসরগ,
রসন্‌ন্‌ ন্‌ন্‌সর, সন্‌ধ্‌ধ্‌ ধ্‌ধ্‌ন্‌স ॥

৭২) সরগগ রসন্‌স, রগমম গরসর, গমপপ মগরগ,
মপধধ পমগম, পধনন ধপমপ, ধনর্সর্স নধপধ,
নর্সর্সর্র র্সমধন, র্সর্সর্গর্গ র্সর্সনর্স।
নর্সর্সর্র র্সনধন, ধনর্সর্স নধপধ, পধনম ধপমপ,
মপধধ পমগম, গমপপ মগরগ, রগমম গরসর,
সরগগ রসন্‌স ॥

৭৩) সরগগ রগরস নৃস, রগমম গমগর সর, গমগপ
মপমগ রগ, মপধধ পধপম গম, পধনন ধনধপ
মপ, ধনর্সর্স নর্সনধ পধ, নর্সর্রর্র র্সর্রর্সন ধন,
র্সর্রর্গর্গ র্রর্গর্রর্স নর্স।

নর্সর্রর্র র্সর্রর্সন ধন, ধনর্সর্স নর্সনধ পধ, পধনন
ধনধপ মপ, মপধধ পধপম গম, গমপপ মপমগ
রগ, রগমম গমগর সর, সরগগ রগরস নৃস॥

৭৪) সরগগ মগরস, রগমম পমগর, গমপপ ধপমগ,
মমধধ নধপম, পধনন র্সনধপ, ধনর্সর্স র্রর্সনধ,
নর্সর্রর্র র্গর্রর্সন, র্সর্রর্গর্গ র্মর্গর্রর্স।

নর্সর্রর্র র্গর্রর্সন ধনর্সর্স র্রর্সনধ, পধনন র্সনধপ,
মপধধ নধপম, গমপপ ধপমগ, রগমম পমগর
সরগগ মগরস॥

৭৫) সরগগ মগরগ রস, রগমম পমগম গর,
গমপপ ধপমপ মগ, মপধধ নধপধ পম,
পধনন র্সনধন ধপ, ধনর্সর্স র্রর্সনর্স নধ,
নসর্রর্র র্গর্রর্সর্র র্সন, র্সর্রর্গর্গ র্মর্গর্রর্গ র্রর্স।

নর্সর্রর্র র্গর্রর্সর্র র্সন, ধনর্সর্স র্রর্সনর্স নধ,
পধনন র্সনধন ধপ, মপধধ নধপধ পম,
গমপপ ধপমপ মগ, রগমম পমগম গর,
সরগগ মগরগ রস॥

৭৬) সরগগ মগরগ মগরস, রগমম পমগম পমগর,
গমপপ ধপমপ ধপমগ, মপধধ নধপধ নধপম,
পধনন র্সনধন র্সনধপ, ধনর্সর্স র্রর্সনর্স র্রর্সনধ,
নর্সর্রর্র র্গর্রর্সর্র র্গর্রর্সন, র্সর্রর্গর্গ র্মর্গর্রর্গ র্মর্গর্রর্স

নর্সর্রর্র র্গর্রর্সর্র র্গর্রর্সন, ধনর্সর্স র্রর্সনর্স র্রর্সনধ,
পধনন র্সনধন র্সনধপ, মপধধ নধপধ নধপম,
গমপপ মপধপ ধপমগ রগমম পমগম পমগর,
সরগগ মগরগ মগরস॥

৭৭) সরগগ মগরগ রগরস, রগমম পমগম গমগর,
গমপপ ধপমপ মপমগ মপধধ নধপধ পধপম,
পধনন র্সনধন ধনধপ, ধনর্সর্স র্রর্সনর্স নর্সনধ,
নর্সর্রর্র র্গর্রর্সর্র র্সর্রর্সন, র্সর্রর্গর্গ র্মর্গর্রর্গ র্রর্গর্রর্স।

নর্সর্র্ গর্র্সর্র্ সর্র্সর্ন, ধনর্সর্স রর্সনর্স নর্সনধ,
পধনন র্সনধন ধনধপ, মপধধ নধপধ পধপম,
গমপপ ধপধপ মপমগ, রগমম পমগম গমগর,
সরগগ মগরগ রগরস ||

৭৮) সরগগ রগসর ন্স, রগমম গমরগ সর, গমপপ মপগম রগ,
মপধধ পধমপ গম, পধনন ধনপধ মপ, ধনর্সর্স নর্সধন পধ,
নর্সর্রর্র র্সর্রনর্স ধন, র্সর্রগর্গর্ র্রগর্সর্র নর্স।

নর্সর্রর্র র্সর্রনর্স ধন, ধনর্সর্স নর্সধন পধ, পধনন ধনপধ মপ,
মপধধ পধমপ গম, গমপপ মপগম রগ, রগমম গমরগ সর,
সরগগ রগসর ন্স ||

৭৯) সরগগ রগরগ রসন্স, রগমম গমগম গরসর,
গমপপ মপমপ মগরগ, মপধধ পধপধ পমগম,
পধনন ধনধন ধপমপ, ধনর্সর্স নর্সনর্স নধপধ,
নর্সর্রর্র র্সর্রর্সর্র র্সনধন, র্সর্রগর্গর্ র্রগর্রর্গ র্রর্সনর্স।

নর্সর্রর্র র্সর্রর্সর্র র্সনধন, ধনর্সর্স নর্সনর্স নধপধ,
পধনন ধনধন ধপমপ, মপধধ পধপধ পমগম,
গমপপ মপমপ মগরগ, রগমম গমগম গরসর,
সরগগ রগরগ রসন্স ||

৮০) সরগগ রগরগ মগরস, রগমম গমগম পমগর,
গমপপ মপমপ ধপমগ, মপধধ পধপধ নধপম,
পধনন ধনধন র্সনধপ, ধনর্সর্স নর্সনর্স র্রর্সনধ,
নসর্রর্র র্সর্রর্সর্র গর্র্রর্সন, র্সর্রগর্গর্ র্রগর্রর্গ মর্গর্রর্স

নর্সর্রর্র র্সর্রর্সর্র গর্র্রর্সন, ধনর্সর্স নর্সনর্স র্রর্সনধ,
পধনন ধনধন র্সনধপ, মপধধ পধপধ নধপম,
গমপপ মপমপ ধপমগ, রগমম গমগম পমগর,
সরগগ রগরগ মগরস ||

৮১) সরগগরগ সরগগরস, রগমমগম রগমমগর,
গমপপমপ গমপপমগ, মপপধধপধ মপধধপম,
পধননধন পধননধপ, ধনর্সর্সনর্স ধনর্সর্সনধ।

পধননধন পধননধপ, মপধধপধ মপধধপম,
গমপপমপ গমপপমগ, রগমমগম রগমমগর,
সরগগরগ সরগগরস ||

৮২) সরগগ রগমগ রগরস, রগমম গমপম গমগর,
গমপপ মপধপ মপমগ, মপধধ পধনধ পধপম,
পধনন ধনর্সন ধনধপ, ধনর্সর্স নর্সর্রর্স নর্সনধ,
নর্সর্রর্র সর্রর্গর সর্রর্সন, সর্রর্গর্গ র্রর্গর্মর্গ র্রর্গর্রর্স।

নর্সর্রর্র সর্রর্গর্র সর্রর্সন, ধনর্সর্স নর্সরর্স নর্সনধ,
পধনন ধনর্সন ধনধপ, মপধধ পধনধ পধপম,
গমপপ মপধপ মপমগ, রগমম গমপম গমগর,
সরগগ রগমগ রগরস ॥

৮৩) ধ্নসসন্স, ন্সররসর, সরগগরগ, রগমমগম,
গমপপমপ, মপধধপধ, পধননধন, ধনর্সর্সনর্স।

পধননধন, মপধধপধ, গমপপমপ, রগমমগম,
সরগগরগ, ন্সররসর, ধ্নসসন্স ॥

৮৪) ধ্নসসরস ন্সররগর, সরগগমগ, রগমমপম,
গমপপধপ, মপধধনধ, পধননর্সন, ধনর্সর্সরর্স।

পধননর্সন মপধধনধ, গমপপধপ, রগমমপম,
সরগগমগ, ন্সররগর ধ্নসসরস ॥

৮৫) ধ্নসগরস ন্সরমগর সরগপমগ রগমধপম,
গমপনধপ, মপধর্সনধ পধনর্রর্সন, ধনর্সর্গর্রর্স।

পধনর্রর্সন, মপধর্সনধ, গমপনধপ, রগমধপম,
সরগপমগ, ন্সরমগর, ধ্নসগরস ॥

৮৬) ধ্নসগরসন্স, ন্সরমগরসর, সরগপমগরগ, রগমধপমগম,
গমপনধপমপ, মপধর্সনধপধ, পধনর্রর্সনধন, ধনর্সর্গর্রর্সনর্স।

পধনর্রর্সনধন, মপধর্সনধপধ, গমপনধপমপ, রগমধপমগম,
সরগপমগরগ, ন্সরমগরসর, ধ্নসগরসন্স ॥

৮৭) ধ্নধ্র সরন্স, ন্সন্গ রগসর, সরসম গমরগ,
রগরপ মপগম, গমগধ পধমপ, মপমন ধনগধ,
পধপর্স নর্সধন, ধনধর্র সর্রনর্স।

পধপর্স নর্সধন, মপমন ধনগধ, গমগধ পধমপ,
রগরপ মপগম, সরসম গমরগ, ন্সন্গ রগসর,
ধ্নধ্র সরন্স ॥

৮৮) ধ্‌ন্‌ধ্‌গ রসন্‌স, ন্‌সন্‌ম গরসর, সরসপ মগরগ,
রগরধ পমগম, গমগন ধপমপ, মপমর্স নধপধ,
পধপর্র র্সনধন, ধনধর্গ র্রর্সনর্স ।

পধপর্র র্সনধন, মপমর্স নধপধ, গমগন ধপমপ, রগরধ
পমগম, সরসপ মগরগ, ন্‌সন্‌ম গরসর, ধ্‌ন্‌ধ্‌গ রসন্‌স ॥

৮৯) ধ্‌ন্‌রসন্‌স, ন্‌সগরসর, সরমগরগ, রগপমগম,
গমধপমপ, মপনধপধ, পধর্সনধন, ধনর্র্সনর্স ।

পধর্সনধন, মপনধপধ, গমধপমপ, রগপমগম,
সরমগরগ, ন্‌সগরসর, ধ্‌ন্‌রসন্‌স ॥

৯০) ধ্‌ন্‌রধ্‌ন্‌স, ন্‌সগন্‌সর, সরমসরগ, রগপরগম,
গমধগমপ, মপনমপধ, পধর্সপধন, ধনর্রধনর্স ।

পধর্সপধন, মপনমপধ, গমধগমপ, রগপরগম,
সরমসরগ, ন্‌সগন্‌সর, ধ্‌ন্‌রধ্‌ন্‌স ॥

৯১) ধ্‌ন্‌গগ রগরস, ন্‌সমম গমগর, সরপপ মপমগ,
রগধধ পধপম, গমনন ধনধপ, মপর্সর্স নর্সনধ,
পধর্রর্র র্সর্রর্সন, ধনর্গর্গ র্রর্গর্রর্স ।

পধর্রর্র র্সর্রর্সন, মপর্সর্স নর্সনধ, গমনন ধনধপ,
রগধধ পধপম, সরপপ মপমগ, ন্‌সমম গমগর,
ধ্‌ন্‌গগ রগরস ॥

৯২) ~ ~ ~ ~ ~ ~
গগরস, মমগর, পপমগ, ধধপম, ননধপ, র্সর্সনধ,
~ ~
র্রর্রর্সন, র্গর্গর্রর্স ।
~ ~ ~ ~ ~
র্রর্রর্সন, র্সর্সনধ, ননধপ, ধধপম, পপমগ,
~ ~
মমগর, গগরস ॥

৯৩) ~ ~ ~ ~
গগরসন্‌স, মমগরসর, পপমগরগ, ধধপমগম,
~ ~ ~ ~
ননধপমপ, র্সর্সনধপধ, র্রর্রর্সনধন, র্গর্গরর্সনর্স ।
~ ~ ~ ~
র্রর্রর্সনধন, র্সর্সনধপধ, ননধপমপ, ধধপমগম,
~ ~ ~
পপমগরগ, মমগরসর, গগরসন্‌স ॥

৯৪)	গগরগরস,	মমগমগর,	পপমপমগ,	ধধপধপম,
	ননধনধপ,	র্সর্সনর্সনধ,	র্রর্রর্সর্রর্সন,	র্গর্গর্রর্গর্রর্স।
	র্রর্রর্সর্রর্সন,	র্সর্সনর্সনধ,	ননধনধপ	ধধপধপম,
	পপমপমগ,	মমগমগর,	গগরসরস ॥	

৯৫)	গগরগরসন্স,	মমগমগরসর,	পপমপমগরগ,	ধধপধপমগম,
	ননধনধপমপ,	র্সর্সনর্সনধপধ,	র্রর্রর্সর্রর্সনধন,	র্গর্গর্রর্গর্রর্সনর্স।
	র্রর্রর্সর্রর্সনধন,	র্সর্সনর্সনধপধ,	ননধনধপমপ,	ধধপধপমগম,
	পপমপমগরগ,	মমগমগরসর.	গগরগরসন্স ॥	

৯৬)	গগরগমগরস,	মমগমপমগর,	পপমপধপমগ,	ধধপধনধপম,
	ননধনর্সনধপ,	র্সর্সনর্সর্রর্সনধ,	র্রর্রর্সর্রর্গর্রর্সন,	র্গর্গর্রর্গর্মর্গর্রর্গ।
	র্রর্রর্সর্রর্গর্রর্সন,	র্সর্সনর্সর্রর্সনধ,	ননধনর্সনধপ,	ধধপধনধপম,
	পপমপধপমগ,	মমগমপমগর,	গগরগমগরস ॥	

৯৭)	গগর	গগরস,	মমগ	মমগর,	পপম	পপমগ,	ধধপ	ধধপম,
	ননধ	ননধপ,	র্সর্সন	র্সর্সনধ,	র্রর্রর্স	র্রর্রর্সন,	র্গর্গর্র	র্গর্গর্রর্স।
	র্রর্রর্স	র্রর্রর্সন,	র্সর্সন	র্সর্সনধ,	ননধ	ননধপ,	ধধপ	ধধপম,
	পপম	পপমগ,	মমগ	মমগর,	গগর	গগরস ॥		

৯৮)	গগর	গগর	গগরস,	মমগ	মমগ	মমগর,
	পপম	পপম	পপমগ,	ধধপ	ধধপ	ধধপম,
	ননধ	ননধ	ননধপ,	র্সর্সন	র্সর্সন	র্সর্সনধ,
	র্রর্রর্স	র্রর্রর্স	র্রর্রর্সন,	র্গর্গর্র	র্গর্গর্র	র্গর্গর্রর্স।

র্রর্রর্স র্রর্রর্স র্রর্রর্সন, র্সর্সন র্সর্সন র্সর্সনধ,
ননধ ননধ ননধপ, ধধপ ধধপ ধধপম,
পপম পপম পপমগ, মমগ মমগ মমগর,
গগর গগর গগরস ।

৯৯) গগরগগর গগরসন্‌স, মমগমমগ মমগরসর,
পপমপপম পপমগরস, ধধপধধপ ধধপমগম,
ননধননধ ননধপমপ, র্সর্সনর্সর্সন র্সর্সনধপধ
র্রর্রর্সর্রর্স র্রর্রর্সনধন, র্গর্গর্রর্গর্গর্র র্গর্গর্রর্সনর্স ।
র্রর্রর্সর্রর্স র্রর্রর্সনধন, র্সর্সনর্সর্সন র্সর্সনধপধ,
ননধননধ ননধপমপ, ধধপধধপ ধধপমগম,
পপমপপম পপমগরগ, মমগমমগ মমগরসর,
গগরগগর গগরসন্‌স ॥

১০০) গগরগসরসগ সরসগরগরস, মমগমরগরম রগরমগমগর,
পপমপগমগপ গমগপমপমগ, ধধপধমপমধ মপনধপধপম,
ননধনপধপন পধপনধনধপ, র্সর্সনর্সধনধর্স ধনধর্সনর্সনধ,
র্রর্রর্রনর্সনর্র নর্সনর্রর্সর্রর্সন, র্গর্গর্রর্গর্সর্রর্সর্গ র্সর্রর্সর্গর্রর্গর্রর্স।
র্রর্রর্সর্রনর্সনর্র নর্সনর্রর্সর্রর্সন, র্সর্সনর্সধনধর্স ধনধর্সনর্সনধ,
ননধনপধপন পধপনধনধপ, ধধপধমপনধ মগনধপধপম,
পপমপগমগপ গমগপমপমগ, মমগমরগরস রগরমগমগর,
গগরগসরসগ সরসগরগরস ॥

মন্তব্য—উপরোদ্ধৃত অলঙ্কারগুলো বিলাবল ঠাটের উপর দেয়া হলো। শিক্ষার্থীগণ এ অলঙ্কারগুলো শুদ্ধ স্বরের উপর অভ্যাস করার পরও প্রচলিত দশ ঠাটের স্বর সমুদয়ের উপর সাধনা করতে পারেন।

'~' গমকের সাঙ্কেতিক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ভিন্ন ভিন্ন তালে অলঙ্কার সাধন

তাল—দাদ্‌রা

\+ ০ + ০ + ০

সরগ রগম | গমপ মপধ | পধন ধনর্স ।

\+ ০ + ০ + ০

র্সনধ নধপ | ধপম পমগ | মগর গরস ॥

তাল—কহরবা

\+ ০ + ০ + ০

সরগম রগমপ | গমপধ মপধন | পধনর্স ধনর্সর্র ।

\+ ০ + ০ + ০

র্রর্সনধ র্সনধপ | নধপম ধপমগ | পমগর মগরস ॥

তাল—রূপক

\+ ২ ৩ + ২ ৩ + ২ ৩

সরগ | সর | গম | রগম | রগ | মপ | গমপ | গম | পধ ।

\+ ২ ৩ + ২ ৩

মপধ | মপ | ধন | পধন | পধ | নর্স ।

\+ ২ ৩ + ২ ৩ + ২ ৩

র্সনধ | র্সন | ধপ | নধপ | নধ | পম | ধপম | ধপ | মগ ।

\+ ২ ৩ + ২ ৩

পমগ | পম | গর | মগর | মগ | রস ॥

তাল—ঝাঁপ

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১

(ক) সর | গরস | রগ | মগর | গম | পমগ | মপ | ধপম ।

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১

পধ | নধপ | ধন | র্সনধ | নর্স | র্রর্সন | র্সর্র | র্গর্রর্স ।

	+	৩	০	১	+	৩	০	১
	র্স র্র	র্গ র্র র্স	ন র্স	র্র র্স ন	ধ ন	র্স ন ধ	প ধ	ন ধ প।
	+	৩	০	১	+	৩	০	১
	ম প	ধ প ম	গ ম	প ম গ	র গ	ম গ র	স র	গ র স ‖
	+	৩	০	১	+	৩	০	১
(খ)	স স	স র স	র র	র গ র	গ গ	গ ম গ	ম ম	ম প ম।
	+	৩	০	১	+	৩	০	১
	প প	প ধ প	ধ ধ	ধ ন ধ	ন ন	ন র্স ন	র্স র্স	র্স র্র স ‖

একতালা

	+	৩	০	১	+	৩
(ক)	স র স	গ র গ	র গ র	ম গ ম	গ ম গ	প ম প।
	০	১	+	৩	০	১
	ম প ম	ধ প ধ	প ধ প	ন ধ ন	ধ ন ধ	র্স ন র্স ‖
	+	৩	০	১	+	৩
	র্স ন র্স	ধ ন ধ	ন ধ ন	প ধ প	ধ প ধ	ম প ম।
	০	১	+	৩	০	১
	প ম প	গ ম গ	ম গ ম	র গ র	গ র গ	স র স ‖
	+	৩	০	১	+	৩
(খ)	স গ র	স র গ	র ম গ	র গ ম	গ প ম	গ ম প।
	০	১	+	৩	০	১
	ম ধ প	ম প ধ	প ন ধ	প ধ ন	ধ র্স ন	ধ ন র্স।
	+	৩	০	১	+	৩
	র্স ধ ন	র্স ন ধ	ন প ধ	ন ধ প	ধ ম প	ধ প ম।
	০	১	+	৩	০	১
	প গ ম	প ম গ	ম র গ	ম গ র	গ স র	গ র স ‖

আড়া চৌতাল

+	২	০	৩	০	৪	০
স র	র গ	গ ম	ম প	প ধ	ধ ন	ন র্স।
+	২	০	৩	০	৪	০
র্স ন	ন ধ	ধ প	প ম	ম গ	গ র	র স ‖

ত্রিতাল

	+	৩	০	১
(ক)	স র গ ম	প ধ ন র্স	র্স ন ধ প	ম প র স ॥
	+	৩	০	১
(খ)	স া র গ	স র গ া	র া গ ম	র গ ম া ॥
	+	৩	০	১
	গ া ম প	গ ম প া	ম া প ধ	ম প ধ া ।
	+	৩	০	১
	প া ধ ন	প ধ ন া	ধ া ন র্স	ধ ন র্স া ।
	+	৩	০	১
	র্স া ন ধ	র্স ন ধ া	ন া ধ প	ন ধ প া ।
	+	৩	০	১
	ধ া প ম	ধ প ম া	প া ম গ	প ম গ া ।
	+	৩	০	১
	ম া গ র	ম গ র া	গ া র স	গ র স া ॥

মন্তব্য : এ অধ্যায়ে উদ্ধৃত অলঙ্কারগুলো বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত। এ অলঙ্কারগুলো শুদ্ধ স্বরের উপর অভ্যাস করার পর প্রচলিত দশ ঠাটের স্বর সমূহের উপর সাধনা করা যেতে পারে।

রাগ-বিভাগ

ইমন

রাগ-পরিচয়—কল্যাণ ঠাট থেকে ইমন রাগের উৎপত্তি। 'ইমন' কল্যাণ ঠাটের 'আশ্রয়-রাগ'। এ রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে 'মধ্যম' ব্যতীত সবগুলো স্বরই শুদ্ধ। ইমন রাগের 'মধ্যম' স্বরটি তীব্র বা কড়ি। এ রাগের বাদী স্বর—গান্ধার ; সমবাদী স্বর—নিখাদ ; ন্যাস স্বর—নিখাদ, গান্ধার ও পঞ্চম। ইমন রাগের জাতি—সম্পূর্ণ ; শ্রেণী—ছায়ালগ বা সালঙ্ক ; গতি—সরল, প্রকৃতি—শান্ত ও গম্ভীর এবং পূর্বাঙ্গ প্রবল। ইমন আলাপের উপযোগী রাগ। বিলম্বিত, মধ্য এবং দ্রুত তিন প্রকার লয়েই এ রাগ ভালো শোনায়। সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।

আরোহী—স র গ ক্ষ প ধ ন র্স
অবরোহী—র্স ন ধ প ক্ষ গ র স
আরোহী-অবরোহী স্বরূপ—ন্ র গ ক্ষ প ধ ন র্স
ন ধ প ক্ষ গ র স

পকড়—(১) ধ্ন্ র—ধ্ন্ স—,
(২) ক্ষ ধ্ন্ র— স—,
(৩) ন্ র গ ক্ষ— গ—,

স্বর-বিস্তার ঃ

স, র, স, সরগ, রগ, ন্রগ, রস, সরগ, রস, ন্ধপ্, ক্ষ্ধ্ন্, ধ্ন্, রস, ন্রগ, রগ, র, স।

পক্ষগ, রগর, গক্ষপ, ক্ষগর, ন্রগর, ন্রগক্ষপ, রগ, ধ্ন্, রন্, গর, গক্ষপক্ষগ, ধপক্ষগ, রগ, রস।

নধপক্ষগ, ক্ষধনধক্ষধপক্ষগর, গক্ষপক্ষগ, রগ, পুধ্ন্রগরগ, পক্ষগ, রগ, রস।
গগ, পধপ, র্স, র্স, নর্র্স, নর্গর্র্স, নধ, নধপক্ষপধপ, নধপক্ষগ, র, গক্ষপক্ষগরস।

র্স, নর্র্স, নর্গর্র্স, র্সনধ, নধ, পক্ষগধপ, নধগ, র্সনধগ, ক্ষগ, র, গক্ষপক্ষগ, রস॥

লক্ষণ-গীত—চৌতাল

স্থায়ী—প্রথম কল্যাণ ঠাট জনক সাচ্ জানিয়ে।
মধ্যম সুর তীবর কর, সব হি জন মানিয়ে॥

অন্তরা—ভূপ, ইমন, শুধ্‌কল্যাণ, মালশ্রী ঔর হিণ্ডোল।
বিন মধ্যম, এক মধ্যম অহনিস পহ্‌চানিয়ে॥

সঞ্চারী—ছায়ানট, হাম্বীর, শ্যাম, কামোদ, কেদার জান।
দুনো মধ্যম নিশান, উন্‌হোঁ সো মানিয়ে॥

আভোগ—বাদী হোত প্রথম অঙ্গ, রাত্রি সময় উত্তরাঙ্গ।
সো প্রভাত সুগম নিয়ম 'চতুর' এ্যাকো জানিয়ে॥

স্থায়ী

+	০	২	০	৩	৪
ন ধ	া প	ক্ষ ক্ষ	প া	প গ	া গ
প্র থ	০ ম	ক ০	ল্যা ০	ণ ঠা	০ ট
গ র	গ ক্ষ	া ক্ষ	প র	গ র	স া
জ ন	ক সা	০ চ	মা ০	০ নি	য়ে ০
স া	র র	গ গ	ক্ষ গ	প প	ধ গ
ম ০	ধ্যা ম	সু র	তী ০	ব র	ক র
প প	ধ ন	ধ ন	র্সা	ন ন	ধ গ
স ব	হি জ	০ ন	মা ০	নি য়ে	০ ০

অন্তরা

+	০	২	০	৩	৪
প গ	গ প	ধ প	র্স র্স	র্স র্স	া র্স
ভূ ০	প ই	ম ন	শু ধ্	ক ল্যা	০ ণ
ন ধ	র্স র্স	র্স া	র্গ র্র	র্স ন	ধ প
মা ০	ল শ্	রী ০	ঔ র	হিন্ ডো	০ ল
প প	ক্ষ া	গ গ	প া	ধ ন	ক্ষ প
বি ন	ম ০	ধ্যা ম	এ ০	ক ম	ধ্যা ম

+		০		২		০		৩		৪	
র্গ	র্র	র্স	ন	প	প	গ	।	প	গ	র	স
অ	হ	নি	স	প	হ্	চা	০	নি	য়ে	০	০

সঞ্চারী

+		০		২		০		৩		৪	
স	প	প	প	।	প	ধ	ধ	ধ	প	।	প
ছা	০	য়া	ন	০	ট	হা	স্বী	র	শ্যা	০	ম
প	।	ধ	ধ	ন	।	র্স	।	ন	ন	ধ	প
কা	০	মো	দ	কে	০	দা	০	র	জা	০	ন
প	।	ক্ষ	।	গ	।	গ	গ	প	র	।	স
দু	০	নো	০	ম	০	ধ্য	ম	নি	শা	০	ন
স	র	গ	ক্ষ	ক্ষ	।	প	।	ধ	প	।	।
উ	ন্	হোঁ	০	সো	০	মা	০	নি	য়ে	০	০

আভোগ

+		০		২		০		৩		৪	
প	গ	গ	প	ধ	প	র্স	র্স	র্স	র্স	।	র্স
বা	০	দী	হো	০	ত	প্র	থ	ম	অং	০	শ
ধ	।	র্স	র্স	র্স	।	র্স	।	ন	ন	ধ	ধ
রা	০	ত্রি	স	ময়	০	উ	০	ত	রাং	০	শ
ধ	।	প	ক্ষ	।	গ	প	প	প	ধ	প	প
সো	০	প্র	ভা	০	ত	সু	গ	ম	নি	স্ব	ম
র্স	র্স	ন	প	গ	প	গ	র	গ	র	স	স
চ	তু	র	এ্যা	০	কো	জা	০	০	নি	য়ে	০

শুদ্ধ-কল্যাণ

রাগ-পরিচয়—শুদ্ধ্-কল্যাণ, কল্যাণ ঠাটের ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। এ রাগের বাদী স্বর গান্ধার। কেউ কেউ রেখাবকেও বাদী স্বর রূপে ব্যবহার করেন। যে মতে গান্ধারকে বাদী স্বর মানা হয় সে মতে ধৈবত সমবাদী স্বর এবং যে মতে রেখাবকে বাদী স্বর মানা হয় সে

মতে পঞ্চম সমবাদী স্বর। মন্দ্র এবং মধ্য স্থানের স্বরে বিলম্বিত লয়ে এ রাগ ভালো শোনায়। রেখাবকে বাদী করে এ রাগ গাইলে ইমনের আগে গাওয়া উচিত। যদি গান্ধারকে বাদী করে গাওয়া হয় তাহলে ইমনের পরে এ রাগ গাওয়ার সময়। পণ্ডিতদের মতে শুধ্-কল্যাণ এবং ভূপালীর মধ্যে পার্থক্য হলো, ভূপালীর আরোহী ও অবরোহী দু'টোতেই মধ্যম এবং নিখাদ বর্জিত। কিন্তু শুধ্-কল্যাণে কেবল অবরোহীতেই এ স্বর দু'টো বর্জিত। শুধ্-কল্যাণের অবরোহীতে মীড়ে শ্রুতি স্বরূপ মধ্যম (কড়ি) এবং নিখাদ ব্যবহৃত হয়। যেমন—র্সনধ, পক্ষগ। এতে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তানের সময় কড়ি মধ্যম এবং নিখাদ স্পষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—র্সর্সনধপক্ষগরস। মধ্যম এবং নিখাদ এই স্বর দু'টোকে প্রাধান্য দিলে 'শুধ্-কল্যাণের' রূপ বদলে 'ইমন' হয়ে যাবে। আজকাল মধ্যম এবং নিখাদ বাদ দিয়েও শুধ্-কল্যাণ গাওয়া হয়। মধ্যম ও নিখাদ বর্জিত শুধ্-কল্যাণ সঙ্গীত শাস্ত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। এ রাগকে ঔড়ব-সম্পূর্ণ করেই গাওয়া বা বাজানো উচিত। অর্থাৎ আরোহীতে মধ্যম ও নিখাদ বর্জিত এবং অবরোহী সম্পূর্ণ। এ রাগের প্রকৃতি—গম্ভীর।

আরোহী— স র গ প ধ র্স
অবরোহী— স ন ধ প ক্ষ গ র স
পকড়— স র গপর বা গর গস

স্বর-বিস্তার ঃ

গ, র, স, স, রস, রস, গর, স।
স, রস, ন্ধ্, ন্ধ্, প্, স, গ, রগ, র, স।
স, র, গ, প, গপ, গ, র, স, সরস, গর, পক্ষগ, রগ, প, র, গ, র, স।
পক্ষগ, রগ, র, স, ধ্, রস, ধ্প্, স, ধ্স, গগ, র, সর, গ, র, স, প, প, র্স, ধর্স, র্সর্স, র্সর্, র্, র্গ, র্, ধর্র্, র্স, ধপ, গর, পর, স, গপ র্স, র্সর্গর্স, র্র্স, নধনধপ, গগ, পধ, র্সনধপ, পক্ষগরগ, পর, স।

সরগপ, র্স, ধ, র্সর্, র্স, গর, পক্ষগপ, র্স, ধপ, গপগরস ॥

লক্ষণ-গীত—ঝাঁপতাল

স্থায়ী—গায়ো সব সুজান রাগিণী শুধ্ কল্যাণ।
ঔড়ব সম্পূরণ প্রথম প্রহর মান ॥

অন্তরা—আরোহণ সা, নি ত্যজত, বাদী স্বর গান্ধার।
ধৈবত করত অল্প, কহে চতুর পরমান ॥

স্থায়ী

+		৩			০		১		
গ	।	গ	র	র	গ	র	স	।	স
গা	০	য়ো	০	স	ব	সু	জা	০	ন
স	র	র	র	র	গ	র	স	র	স
রা	০	গি	ণী	গু	ধ্	ক	ল্যা	০	ণ
স	।	র	গ	র	স	ন্	ন্	ধ্	প্
উ	০	ড়	০	ব	সম	পূ	র	০	ণ
প্	(স)গ্	প্	ধ্	প্	গ	র	স	র	স
প্র	থ	ম	০	প্র	হ	র	মা	০	ন

অন্তরা

প	(ম)গ	গ	প	প	র্স	র্স	র্স	র্স	র্স
আ	০	রো	হ	ণ	মা	নি	ত্য	জ	ত
র্স	।	র্র	র্গ	র্র	র্স	ন	ন	ধ	প
বা	০	দী	স্ব	র	গান্	০	ধা	০	র
প	(ধ)গ	প	গ	র	গ	প	র্স	র্র	র্স
ধৈ	০	ব	ত	ক	র	ত	অ	ল্	প
ধ	প	গ	গ	প	গ	র	স	র	স
ক	হে	চ	তু	র	প	র	মা	০	ন

হাম্বীর

রাগ-পরিচয়—হাম্বীর, কল্যাণ ঠাটের সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। এক মতে বাদী স্বর পঞ্চম এবং অন্য মতে ধৈবত। শেষোক্ত মত ধৈবত বাদী প্রচলিত। এ রাগ পরিবেশনকালে ধৈবতের উপর অধিক জোর দেওয়া হয়। হাম্বীরের আরোহীতে নিখাদ এবং অবরোহীতে গান্ধার দুর্বল। এ রাগের গতি বক্র। যেমন—র্স ন ধ প গ ম র, গ ম ন ধ প র, প গ ম র স গ ম ধ।

হাম্বীরের আরোহী সরল করলে রাগের রূপ বদলে ইমন হয়ে যাবে। এ রাগে দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহৃত হয় আরোহী ও অবরোহী উভয় প্রকারে এবং কড়ি মধ্যম কেবল আরোহীতে। এ রাগের আরোহীতে নিখাদ এবং অবরোহীতে গান্ধার বক্রভাবে ব্যবহার করা মূল নিয়ম হলেও, প্রত্যক্ষ-ক্রিয়ায় এ নিয়ম বজায় রেখে চলা কঠিন বলে বক্র স্বরগুলোকে সরলভাবে প্রয়োগ করা হয়। হাম্বীরের শুদ্ধ তান— গ ম ধ। এ তানের উপর লক্ষ্য রেখে রাগের বিস্তার করা উচিত। হাম্বীর সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর রাগ। কল্যাণ, ইমন, কামোদ এবং কেদারের সংমিশ্রণে এ রাগের সৃষ্টি। হাম্বীর উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। এ রাগ গাওয়ার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর।

আরোহী— স র স, গ ম ধ, ন ধ, র্স
অবরোহী— র্স ন ধ প, ক্ষ প ধ প, গ ম র স
পকড়— স র স—গ ম ধ

স্বর-বিস্তার ঃ

স, গ ম ধ, ন ধ প, গ ম ধ, প, গ ম র,
স র স, ন্ ধ্ প্, স, গ ম ধ, ন ধ র্স, ন ধ প, ক্ষ প ধ প,
গ ম র, গ ম ধ ধ প, ন ধ প, গ ম র, স র স,।
প প, গ ম, প, র্স, ধ প, প গ, ম গ ম, স র স,
ধ্ প্, স স, ম গ, প, ধ, ধ প, গ ম, স র স।
স র স, ম গ প ক্ষ, ধ প ন ধ, র্স, র্স র্ঁ র্স, র্স ধ ন প,
ধ ক্ষ, প গ, ম র, গ ম ধ ধ, প, গ ম র, স র স।
ক্ষ প, ন ধ, র্স, র্ঁ র্স, ন ধ প, ধ ক্ষ প, গ ম র,
গ ম ধ প, ন ধ প, র্স ন ধ প, গ ম র, স র স।
প র্স, র্স র্ঁ র্স, র্গ, র্স র্ঁ র্স, র্স ন ধ, ন ধ প, র্স র্ঁ র্স,
ন ধ প, ক্ষ প ধ ধ প, গ ম র, গ ম ধ প, গ ম র স॥

লক্ষণ-গীত—তেওড়া

স্থায়ী— কহত রাগ হাম্বীর গুণীয়ন, সম্পূরণ সুর ঠাট মানত।
দোনো মধ্যম রাখ সুমধুর, সবহি হরষত ধীর গুণীয়ণ॥
অন্তরা— বাদী ধৈবত সুর বনাবত, বক্র নি অনুলোম গাবত।
শ্যাম, কামোদ, কেদার মিলত সুন্দর, নিশি সময় মে
রস শৃঙ্গার সুবীর গুণীয়ণ॥

স্থায়ী

+	২	৩	+	২	৩
ধ ধ প	ক্ষ প	গ ম	ধ । ধ	র্স ন	ধ প
ক হ ত	রা ০	গ হা	স্বী ০ র	ণ্ড ণী	য় ন
প । প	ধ ধ	প প	গ ম র	স র	স স
সম্ ০ পূ	র ণ	সু র	ঠা ০ ট	মা ০	ন ত
স ম গ	প ।	প প	ধ । ধ	র্স র্স	র্রঁ র্স
দো ০ নো	ম ০	ধ্য ম	রা ০ খ	সূ ম	ধূ র
র্স র্স র্স	র্র র্র	র্স র্র	র্স র্স ন	ধ ধ	প প
স ব হি	হ র	ষ ত	ধী ০ র	ণ্ড ণী	য় ন

অন্তরা

+	২	৩	+	২	৩
প । প	র্স ।	র্স র্স	র্স র্স র্স	র্স র্র	র্স র্স
বা ০ দী	ধৈ ০	ব ত	সূ র ব	না ০	ব ত
র্স ধ ধ	র্স ।	র্স র্স	র্স র্র র্স	র্সধ ।	প প
ব ০ ক্র	নি ০	অ নু	লো ০ ম	গা ০	ব ত
ক্ষ প প	ধ ।	প ।	গ ম র	স র	স ।
শ্যা ০ ম	কা ০	মো ০	দ ০ কে	দা ০	র ০
স স স	ম ।	ম গ	প প প	ধ ধ	প ।
মি ল ত	সু ০	ন্দ র	নি শি স	ম য়	মে ০
র্স র্স র্স	র্র ।	র্স র্র	র্স র্স ন	ধ ধ	প প
র স শূং	গা ০	র সু	বী ০ র	ণ্ড ণী	য় ন

কেদার

রাগ-পরিচয়— কল্যাণ ঠাট থেকে কেদার রাগের উৎপত্তি। কেদার রাগে দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। এ রাগে ব্যবহৃত উভয় মধ্যমের মধ্যে শুদ্ধ মধ্যম মুখ্য এবং কড়ি মধ্যম গৌণ। কেদার রাগে পর পর দু'টি মধ্যমের প্রয়োগ হয়। যেমন—পক্ষ মরস বা সমক্ষপ। এ রাগের

আরোহীতে রেখাব ও গান্ধার এবং অবরোহীতে কেবল গান্ধার দুর্বল। এ রাগে গুপ্তভাগে গান্ধারের ব্যবহার হয় বলে গুণীজনেরা কেদারের গান্ধারকে গুপ্ত-গান্ধার বলে থাকেন। যে রাগের গান্ধার দুর্বল সে রাগের নিখাদও দুর্বল হয়। গুণীগণ কেদার রাগের আরোহীতে রেখাব ও গান্ধার এবং অবরোহীতে নিখাদ বর্জিত করেন। এ রাগ পূর্বাঙ্গবাদী। কেদার রাগের বাদী স্বর—মধ্যম; সমবাদী স্বর—ষড়জ; জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ; গতি—বক্র; প্রকৃতি—শান্ত; সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।

আরোহী— স ম ম প, ধ প, ন ধ র্স

অবরোহী— র্স ন ধ প, ঋ প ধ প ম গ র স

পকড়— স ম, ম প ধ প ম

স্বর বিস্তার ঃ

স, ম, ম, ম, প, প ম, ম, প ম, র স।

ম ম ম, প, ধ প ম, ম, প, ন ধ প, ধ ম, ম, প, ম, ম, র, স।
স, ম ম ম, প ধ প, ন ধ, র্স ন, র্র র্স, ন ধ প, ম, ধ প ম, র স
প প, র্স, র্র র্স, ন ধ প, ঋ প ধ, প ম, র্স ন ধ প ম, ধ প ম, র স।
ন ন ধ প, ধ প ম, র্র র্স ন ধ, প ধ প ম, র্ম র্ম র্র র্স, র্র র্র র্স, ন ধ প
র্স ন ধ প ম, ধ প ম, স ম, গ প, ঋ প ধ প, র্স, র্র র্স, র্ম র্ম র্র র্স ন ধ প ম,
ম প, ধ প ম, র স ॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী— স্মরন প্রভুকে দ্বার আজ হুঁ, শুদ্ধ ভাব সো ভজন করু ম্যা।
প্রভু সবকে আধার আজ হুঁ।
অন্তরা—শুদ্ধ স্বর নি কো মেল মিলাউঁ, তা মে মধ্যম অংশ রচাউঁ।
গুপ্ত গান্ধার রিষভ বিন রোহণ, রিঝ প্রভু করতার আজ হুঁ॥

স্থায়ী

০				১				+				৩			
প	প	ধ	ধ	প	।	মগ	ধপ	মা	।	ম	ম	।	প	প	।
স্ম	র	ণ	প্র	ভু	০	কে০	০০	দ্বা	০	র	আ	০	জ	হুঁ	০
ঋ	প	প	ধ	।	ধ	প	।	ম	মগ	ম	র	স	র	স	।
শু	০	দ্ধ	ভা	০	ব	সো	০	ভ	জ০	ন	ক	রু	০	ম্যা	০
র্স	র্স	র্স	র্স	র্সধ	।	র্স	র্র	র্স	ন	ধ	প	ম	ম	প	।
প্র	ভু	স	ব	কে০	০	আ	০	র্ধ	০	র	আ	০	জ	হুঁ	০

অন্তরা

০	১	+	৩
প । প প	র্স র্স র্স ।	র্স । র্স র্স	র্স র্র র্স ।
ত ০ জ র	র নি কো ০	মে ০ ল মি	লা ০ উঁ ০
র্স । র্স ।	র্সধ । ধ ধ	র্স র্র র্স র্র	র্স ধ ধ প
তা ০ মে ০	ম০ ০ ধ্য ম	অং ০ শ র	চা ০ ০ উঁ
ম । ম ম	প । ধ প	ধ প ম ম	র । স স
ঙ ০ ন্ত গান্	ধা ০ র রি	ম ত বি ন	রো ০ হ ন
র্স । র্স ধ	র্স র্স র্স র্র	র্স ন ধ প	ম ম প ।
রি ০ ঝ ০	প্র ভু ক র	তা ০ র আ	০ জ হুঁ ০

হিণ্ডোল

রাগ-পরিচয়—কল্যাণ ঠাট থেকে হিণ্ডোল রাগের উৎপত্তি। এ রাগের রেখাব ও পঞ্চম বর্জিত। হিণ্ডোল ঔড়ব-ঔড়ব জাতীয় রাগ। এ রাগের বাদী স্বর গান্ধার এবং সমবাদী স্বর ধৈবত। হিণ্ডোল উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। এ রাগের আরোহীতে নিখাদ বক্রভাবে ব্যবহৃত হয়। কারণ, নিখাদের ব্যবহার অধিক হলে হিণ্ডোল রাগের উপর সোহনী রাগের ছায়া এসে যায়। এ রাগের প্রকৃতি গম্ভীর এবং রূপ স্বতন্ত্র। হিণ্ডোল রাগে গমকের প্রয়োগ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। দিনের প্রথম প্রহরে এ রাগ গাওয়া বা বাজানো হয়। এ রাগে ব্যবহৃত মধ্যম স্বরটি তীব্র (কড়ি)।

আরোহী— স গ হ্ম ধ, ন ধ, র্স

অবরোহী—র্স ন ধ হ্ম গ স

পকড়— গ স বা ন ধ র্স ধ

স্বর-বিস্তার ঃ

হ্ম গ, স, ন্ ধ্, হ্ম্ ধ্, স, সগ, হ্মধ, হ্মগ, স।

হ্ম্ধ্স, ন্ধ্, ন্ধ্, হ্ম্গ, হ্ম্ধ্, স, গ, হ্মগ, স, গস, গহ্ম, নধহ্মগ, হ্মধর্স, নধহ্মগ, হ্মগ, স, সগহ্মধ, নধহ্ম, গহ্মধর্স, র্সনধ, নধহ্মগ, হ্মধর্স, র্গর্স, নধহ্মগ, হ্মধনধ, হ্মগ, স।

ধ্ধ্স, গহ্মস, সগহ্মগস, সগ, হ্মগ, ধহ্মগ, নধহ্মগ, ধধহ্মগ, হ্মধর্স, র্গর্স, র্হ্মর্গর্স, নধহ্মগ, হ্মগস॥

লক্ষণ-গীত—ঝাঁপতাল

স্থায়ী— হিণ্ডোল কে বোল, সাগামাধানিধামাগাসা,
আরোহ অবরোহ রে পা বরজ কর গায়ে।

অন্তরা—গান্ধার কর বাদী, ধৈবত হ্যায় সমবাদী,
আরোহণ নি ত্যজত সানিধামানিধামাগাগাসা ॥

স্থায়ী

+		৩			০		১		
গ	গ	স	া	ধ্	ক্ষ্	ধ্	স	া	স
হিন্	০	ডো	০	ল	কে	০	বো	০	ল
স	গ	ক্ষ	ধ	ন	ধ	ক্ষ	গ	গ	স
সা	গা	মা	ধা	নি	ধা	মা	গা	গা	সা
স	া	গ	া	গ	ক্ষ	ধ	র্স	া	র্স
আ	০	রো	০	হ	অ	ব	রে	০	হ
র্স	ন	ধ	ক্ষ	গ	ক্ষ	গ	স	া	স
রে	গা	ব	র	জ	ক	র	গা	০	য়ে

অন্তরা

+		৩			০		১		
গ	া	ক্ষ	া	ধ	র্স	র্স	র্স	া	র্স
গান্	০	ধা	০	র	ক	র	বা	০	দী
র্স	া	র্গ	র্গ	র্মা	র্গ	র্গ	র্স	া	র্স
ধৈ	০	ব	ত	হ্যায়	স	ম	বা	০	দী
র্ক্ষ	া	র্গ	র্গ	র্ক্ষ	র্গ	া	র্স	র্স	ধ
আ	০	রো	হ	ণ	নি	০	ত্য	জ	ত
র্স	ন	ধ	ক্ষ	ন	ধ	ক্ষ	গ	গ	স
সা	নি	ধা	মা	নি	ধা	মা	গা	গা	সা

কামোদ

রাগ-পরিচয়—কল্যাণ ঠাট থেকে কামোদ রাগের উৎপত্তি। এ রাগের জাতি—সম্পূর্ণ। কামোদ রাগে উভয় মধ্যমের প্রয়োগ হয়। আরোহীতে শুদ্ধ এবং অবরোহীতে কড়ি মধ্যম। কামোদের বাদী স্বর—পঞ্চম এবং সমবাদী স্বর—রেখাব। এ রাগ রাত্রির প্রথম প্রহরে গাওয়া বা বাজানো হয়। হাম্বীর, কেদার, ছায়ানট প্রভৃতি রাগের মত কামোদ রাগের আরোহীতেও গান্ধার এবং নিখাদ বক্ররূপে ব্যবহৃত হয়। এ রাগের গান্ধার ও নিখাদ উভয় স্বরই দুর্বল। কামোদের আরোহীতে রেখাব থেকে একবারে পঞ্চম পর্যন্ত চলে আসতে হয়। যেমন—রপ, মরপ, সমরপ। এরূপ আরোহণ দ্বারা রাগ-রূপ স্পষ্ট হয়। কোমল নিখাদ এ রাগের বিবাদী স্বর। সপ্তকের তিনটি স্থানেই এ রাগের বিস্তার সমানভাবে হয়। কামোদ উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। এর শুদ্ধ মধ্যম প্রবল।

আরোহণ— স, মরপ, ক্ষপধপ, নধর্স

অবরোহণ—র্সনধপক্ষপধপ, গমপ, গমরস

পকড়— মরপ বা গমপ, গমরস

স্বর-বিস্তার ঃ

স, র, পপ, ধপ, গমপ, গমর, স।
স, ধ্, প্, স, রস, মর, পপ, ধধপপ, প, ধপ, গমপ, গমর, স।
সরস, গমর, পপ, ক্ষপধপ, র্সধপ, গমর, পগমর, স।
পপ, র্স, র্র্স, র্মর্র্স, র্র্সধপ, ক্ষপধধপ, গমধপ, গমপ, গমরপ, গমরস।
র্সর্স, র্রর্র্স, র্গর্মর্র্স, নধপ, ক্ষপ, ধধপক্ষপ, গমধপ, গমর, পগমরস॥

লক্ষণ-গীত—চৌতল

স্থায়ী— মেল জনক কল্যাণ, রাগ কমোদ
গুণীজন সব গাবত।
অন্তরা—রে, পা সমবাদী ; গা, নি অতি দুর্বল
দুনো মধ্যম 'চতুর' দিখাবত॥

স্থায়ী

+		০		২		০		৩		৪	
স	।	র	স	ম	র	প	প	ধ	প	প	প
মে	০	ল	জ	ন	ক	ক	০	ল্যা	০	ণ	০

+		০		২		০		৩		৪	
র্স	।	ধ	প	।	ধ	।	প	গ	ম	প	গ
রা	০	গ	কা	০	মো	০	দ	ও	ণী	জ	ন
ম	র	স	র	প	গ	ম	প	গ	ম	র	স
স	ব	গা	০	০	০	০	০	০	০	ব	ত

অন্তরা

+		০		২		০		৩		৪	
প	।	র্স	।	র্স	র্র	র্স	র্স	র্র	র্গ	র্গ	র্ম
রে	পা	স	ম	বা	০	দী	০	গা	নি	অ	০
র্র	র্স	ধ	প	।	ক্ষ	প	ধ	র্স	র্র	র্স	ধ
তি	দু	র্	ব	ল	দু	০	নো	০	ম	০	ধ্য
প	গ	ম	প	গ	ম	র	স	র	প	ধ	প
ম	চ	তু	র	দি	খা	০	০	০	০	০	০
প	গ	ম	ধ	প	গ	ম	প	গ	ম	র	স
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	ব	ত

ছায়ানট

রাগ-পরিচয়—কল্যাণ ঠাট থেকে ছায়ানট রাগের উৎপত্তি। ছায়ানট সম্পূর্ণ-জাতীয় রাগ। এ রাগের বাদী স্বর—রেখাব এবং সমবাদী স্বর—পঞ্চম। গ্রহ স্বর—ধৈবত এবং ন্যাস স্বর—ষড়জ ও পঞ্চম। ছায়ানটে দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। আরোহীতে শুদ্ধ এবং অবরোহীতে কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ হয়। এ রাগের আরোহীতে নিখাদ এবং অবরোহীতে গান্ধার বক্র। যেমন—রগমপ, নধর্স এবং পমপ, গমরস। ছায়ানট সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর রাগ। কোনো কোনো গুণীদের মতে কল্যাণ, হাম্বীর, নট, গৌড় এবং আলাহিয়ার সংমিশ্রণে ছায়ানট রাগের সৃষ্টি। ছায়ানট ও কামোদের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। ছায়ানটের অবরোহীর সঙ্গে কামোদ বা অন্যান্য কিছু রাগের অবরোহী মিলে যায়। অন্যান্য রাগের ছায়া থেকে ছায়ানট রাগকে আলাদা রাখার জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর লক্ষ্য রাখা উচিত ঃ—

(ক) কামোদের আরোহী কখনও গান্ধার এবং মধ্যম থেকে পঞ্চমে যায় না, কিন্তু ছায়ানটে এরূপ হয়।

(খ) কামোদে যেমন আরোহীতে রেখাব থেকে পঞ্চমে যায় তেমনি ছায়ানটেও অবরোহীতে পঞ্চম থেকে রেখাবে আসে। যেমন—

কামোদের তান— সরপপ, গমধপ, গমপগ, মরস।

ছায়ানটের তান— ধপর, রগপমপগমরস।

(গ) কামোদের বাদী স্বর—পঞ্চম, কিন্তু ছায়ানটের বাদী স্বর—রেখাব।

(ঘ) কামোদের উত্তরাঙ্গ প্রবল, কিন্তু ছায়ানটের পূর্বাঙ্গ প্রবল।

উপরোক্ত নিয়মগুলো লক্ষ্য রাখলে ছায়ানট রাগের শুদ্ধতা বজায় থাকবে। অবরোহীতে ছায়ানট রাগের গতি বক্র। ছায়ানটের শুদ্ধ মধ্যম প্রবল। কোমল নিখাদ এ রাগের বিবাদী স্বর। অবরোহীতে কৌশলে কোমল নিখাদের প্রয়োগে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। ছায়ানট রাগ রাত্রি প্রথম প্রহরে গাওয়া বা বাজানো হয়।

আরোহী— স র গ ম প ধ ন, ধ র্স

অবরোহী—র্স ন ধ প ক্ষ প, র গ ম প, গ ম র স

পকড়— রগমপ বা ধপর অথবা রগমপ গমরস

স্বর-বিস্তার ঃ

স, রর, গমপ, মগগ, মর, সরস, সধ্প্, প্প্রর. রগমপ, ধধপ, গমর, স।
সরস, রগমপ, র, গমর, স, ধ্ধ্প্, রর, গমপ, গমর, স।
ররস, গমরস, পপগমপ, গমরস, ধধপ, র, গমপ, সরস, পপ, র, গমপ, ধধপ, ক্ষপধপ,
র্সধপ, র্র্সধপ, রর, গমপ, গমরস।
মপর্স, র্র্স, র্সর্গর্মর্র্স, র্পর্গর্মর্র্স, র্র্র্স, ধপ, র, গমপ, গমর, সরস॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী—সব কোউ রিঝত ছায়ানট পর,
শঙ্করভূষণ মেল মিলাবত, রিষভ হোত প্রধান মান স্বর।
অন্তরা—অবরোহণ মে সপ্তম বরজিত, গা-কো বক্র কর চতুর ঘুমাবত,
ধৈবত গ্রহ কর, ন্যাস সো পঞ্চম, পঞ্চম রিষভ সঙ্গ লাগে মধুর॥

স্থায়ী

০				১				+				৩			
ধ	ধ	প	প	র	গ	মগ	প	গ	ম	র	স	।	র	স	স
স	ব	কো	উ	রি	০	ঝ০	ত	ছা	০	য়া	ন	০	ট	প	র
স	।	গ	গ	ম	র	স	স	স	।	র	স	স	স	ধ্	প্
শং	০	ক	রি	ভূ	০	ষ	ণ	মে	০	ল	মি	লা	০	ব	ত

০				১				+				৩			
প্	প্	র	র	র	গ	গ	প	গম	ম	র	স	স	র	স	স
রি	০	ষ	ভ	হো	০	ত	গ্র	ধা০	০	ন	মা	০	ন	স্ব	র

অন্তরা

০				১				+				৩			
প	প	প	।	র্স	।	র্স	।	র্স	।	র্স	র্স	র্স	র্র	র্স	র্স
অ	ব	রো	০	হ্	ণ	মে	০	স	০	প্ত	ম	ব	র	জি	ত
০				১				+				৩			
র্স	র্স	ধর্স	।	র্স	র্স	র্স	র্স	র্স	র্র	র্স	র্স	র্ধ	।	ধ	প
গা	কো	০০	ব	০	কু	ক	র	চ	তু	র	ঘু	মা	০	ব	ত
ক্ষ	।	প	প	ধ	ধ	প	প	ম্গ	।	ম	র	স	।	ধ্	প্
ধৈ	০	ব	ত	গ্র	হ	ক	র	ন্য	০	স	সো	পন্	০	চ	ম
প	।	র	র	র	গ	গ	প	ম	গ	ম	র	স	র	স	স
পন্	০	চ	ম	রি	০	ষ	ভ	সং	০	গ	লা	গে	ম	ধু	র

গৌড় সারং

রাগ-পরিচয়—কল্যাণ ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগগুলোর মধ্যে গৌড় সারংয়ের স্থান স্বতন্ত্র। এ রাগের জাতি সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আরোহীতে সপ্ত-স্বরের প্রয়োগ বক্রভাবে হয়। হাম্বীর, কেদার, কামোদ, ছায়ানট প্রভৃতি রাগের মত গৌড় সারংয়েও উভয় মধ্যম প্রয়োগ হয়। এ রাগের উভয় মধ্যমই প্রবল। গৌড় সারংয়ে বক্রভাবে নিখাদের প্রয়োগ হয়। এ রাগের বাদী স্বর—ধৈবত, সমবাদী স্বর—গান্ধার এবং মুখ্য অঙ্গ 'গ র ম গ' স্বর। এতে ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে গান্ধার প্রধান। গৌড় সারং দ্বিপ্রহরে গাওয়া বা বাজানো হয়। এ রাগ বীর এবং শান্তি রসযুক্ত। নট, কেদার এবং পূর্বী রাগের সংমিশ্রণে গৌড় সারংয়ের সৃষ্টি।

আরোহী— স র স গ র ম গ প ক্ষ ধ প ন ধ র্স

অবরোহী—র্স ধ ন প ধ ক্ষ প গ ম র প র স

পকড়— গরমগ, পক্ষধপ, মগ বা সগরমগ, প র স

স্বর-বিস্তার ঃ

গ, ন্‌রস, গর, মগ, রন্‌স, রস, র, ন্‌স, গ্‌ন্‌স, গর, মগপপ, মগর, মগ, প, র, স।

সরগ, রমগ, পক্ষপ, ধপ, মগ, রগর, মগ, পর, স।

সরমগ, পপক্ষপ, ধধপ, মগ, রগরমগ, ক্ষপধ, গমপ, নধর্সনর্রর্স, নধপ, ধক্ষপ, ধপ, মগ, রগরমগ, পরস।

পপর্স, র্স, র্সর্রর্স, র্সর্রর্মর্গর্রর্স, র্সর্রর্স, নধনধপ, ধক্ষপ, মগ, রমগ, পক্ষপ, ধপ, নধ, র্সন, র্রর্স, নধপ, মগ, রগরমগ, পরস॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী— কহত গৌড় সারং কো গুণীয়ন,
কল্যান কো ঠাট সম্পূরণ কর স্বর রচত ধাগানি কো সম্বাদ।

অন্তরা—গাবত হরষত দ্বিতীয় প্রহর দিন ছাড়ত অবরোহণ স্বর সপ্তম,
বক্রূপ নি-ত দেখ পাবে সুখ চতুর কো মন॥

স্থায়ী

০	১	+	৩
স মগ র স	। র স ।	গ র ম গ	প ক্ষ প প
ক হ০ত গৌ	০ ড় সা ০	রং ০ গ কো	গু ণী য় ন
ন ধ র্স র্র	র্স ন ধ প	ম গ র গম	প র স স
ক ০ ল্যা০	ণ ০ কো০	ঠা ০ ট সম্	০ পূ র ণ
স ধ্ প্ প্	প প ম প	গ ম র গম	ম র । স
ক র স্ব র	র চ ত ধা	গা নি কো সম্	০ বা ০ দ

অন্তরা

গ ম গ গ	প প র্স ধ	র্স র্স র্স র্স	র্স র্র র্স র্স
গা ০ ব ত	হ র ষ ত	দ্বি তী য় প্র	হ র দি ন
র্সধ । ধ ধ	র্স র্স র্স ।	র্স র্র র্স র্স	র্সধ । প প
ছা ০ ড় ত	অ ব রো ০	হ ণ স্ব র	স ০ প্ত ম
গম গম র গম	গম র স স	গম গম স স	ম গ ক্ষ প
ব০ ০০ ক্রূ রূ০	০০প নি ত	দে০০০ খ পা	০ বে সু খ
ক্ষপ ধপ প গ	ম র স ।		
চ০ তু০ র কো	০ ম ন ০		

ইম্‌নি-বিলাবল

রাগ-পরিচয়—কল্যাণ ঠাট থেকে ইম্‌নি-বিলাবলের উৎপত্তি। বিলাবল এবং ইমনের মিশ্রণে এ রাগের সৃষ্টি। সকাল বা সন্ধ্যা প্রথম প্রহরে এ রাগ গাওয়া বা বাজানো হয়। ইম্‌নি-বিলাবলে দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। এর আরোহীতে কড়ি মধ্যম ব্যবহার করা হয় এবং তাতে ইমনের রূপ প্রকাশ পায়। অবরোহীতে শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়োগে বিলাবলের রূপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইম্‌নি-বিলাবল সম্পূর্ণ-জাতীয় রাগ। এক মতে এ রাগের বাদী স্বর—ষড়জ, সমবাদী স্বর—পঞ্চম। ভিন্ন মতে, গান্ধার বাদী এবং ষড়জ সমবাদী। বিলাবলের নিখাদ বক্র, কিন্তু ইম্‌নি-বিলাবলের নিখাদ সরল। এ রাগের বিশেষত্ব হচ্ছে—এতে ইমন এবং বিলাবলের আরোহী-অবরোহী মিশ্রিত।

আরোহী— স র গ ম গ, ঋ প ধ ন ধ র্স

অবরোহী—র্স ন ধ প ম গ ম র স

পকড়— ন্ র গ ম র গ—ঋ প গ ম গ র গ র স

স্বর-বিস্তার :

সরগ, রস, ন্‌স, প্‌ধ্‌ন্‌স, গর, গঋপ, মগমরস।

স, গমর, গঋপ, ঋঋগর, মগমরস, রস।

নধ, নধপ, পঋপ, ধপঋঋগর, গমগমরস।

প্‌প্‌ন্‌স, ররন্‌স, ঋপরন্‌স, রমর, ঋপ, নঋপ, ঋপধঋপ, মগ, গমপধঋগ, গমপ, গমর, ন্‌স, র, ঋপ।

পপ, র্স, র্নর্স, নর্সর্র, র্মর্র, নর্স, নধপ, ঋপপ, নর্রন, ঋপ, ঋপপ, ধঋপ, মগ গমপধঋপ, গমপ, গমর, ন্‌স॥

লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

স্থায়ী— ইম্‌নি-বিলাবল সব চতুর গাবত,
প্রথম প্রহর গায় রাগ য়্যা সুহাবত।

অন্তরা—বিলাবলী সঙ্গ কল্যাণ কো মিলায়,
বাদী স্বর ষড়জ কর সব কো রিঝাবত॥

স্থায়ী

+			৩				০			১		
স	র		গ	।	গ		গ	ম		গ	গ	।
ই	ন্‌		নি	০	বি		লা	০		ব	ল	০

+		৩			০		১		
প	ধ	ধ	প	প	^{প}গ	ম	গ	^{গ}র	স
স	ব	চ	তু	র	গা	০	ব	ত	০
স	স	গ	র	স	র	স	ন্‌	ধ্‌	প্‌
প্র	থ	ম	০	শ্র	হ	র	গা	০	য়
প	ধ	ধ	প	প	গ	ম	গ	^{গ}র	স·
রা	০	গ	ন্যা	সু	হা	০	ব	ত	০

অন্তরা

+		৩			০		১		
$^{র্স}$ধ	।	$^{র্স}$ধ	ন	ন	র্স	।	র্স	র্র	র্স
বি	০	লা	০	ব	লী	০	সং	০	গ
র্স	র্র	র্গ	র্ম	র্গ	র্মর্র	র্সন	^{ন}ধ	।	প
ক	০	ল্যা	০	ণ	কো০	মি০	লা	০	য়
ধ	।	ধ	প	প	ধ	ন	ধ	প	প
বা	০	দী	স্ব	র	ম	ধ্	জ	ক	র
প	ধ	ধ	প	প	গ	ম	গ	^{গ}র	স
স	ব	কো	০	রি	ঝা	০	ব	ত	০

বিলাবল

রাগ-পরিচয়—বিলাবল ঠাট থেকে বিলাবল রাগের উৎপত্তি। এ রাগটি বিলাবল-ঠাটের আশ্রয়-রাগ। বিলাবলকে শুধ্-বিলাবলও বলা হয়। এক মতে বিলাবল রাগের বাদী স্বর ষড়জ, অন্যমতে ধৈবত। দু'টি মতই গ্রহণযোগ্য। এ রাগের আরোহণে মধ্যমের ব্যবহার কম এবং অবরোহণে গান্ধার দুর্বল। আরোহণে মধ্যম এবং অবরোহণে গান্ধার বক্র। কখনও কখনও আরোহণে নিখাদও বক্ররূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— প ধ ন ধ র্স। এ রাগের উত্তরাঙ্গ প্রবল। বিলাবল রাগের সমবাদী স্বর—গান্ধার; জাতি—সম্পূর্ণ; গ্রহ স্বর—গান্ধার; ন্যাস স্বর—পঞ্চম; প্রকৃতি—সামান্য চঞ্চল; সময়—দিবা প্রথম প্রহর। বিলাবল দ্বাদশ প্রকার। এ গ্রন্থে কেবল শুধ্-বিলাবলের বর্ণনাই দেওয়া হলো।

আরোহণ— স র গ ম, গ র, গ প ধ ন র্স

অবরোহণ— র্স ন ধ প ম গ, ম র স

পকড়— গ, মর, গ প ধ ন র্স

স্বর-বিস্তার ঃ

স, রস, গমগরস, নধনধপ, ধস, সরগ, প, ধপমগর, গমগরস।

সরগমপ, গমর, গপ, ধধগম, ধপমগ, মর, গমপ, নগরস, সরগমর, গপমগমর, ধধপ নধপ, ধমগপ, ধনধপ, গমর, গমপমগরস।

ননধপ, ধপ, নধপ, ধম, গপ, গমপ, মগমর, গমপমগরস।

পপনধনর্স, ধনর্স, র্স, র্সর্গর্মর্গর্র্স, র্সনধপধমগ, র্গর্স, ধধগ, মগমর, রগমপ, গমরস।

সরস, গপ, নধ, র্স, র্রর্স, নধপ, পধনধপ, মগর, গমপমগরস ॥

লক্ষণ-গীত—রূপক তাল

স্থায়ী— সানিধাপামাগারেগাপাধানিসা স্বর বিন্যাবলীকে কহায়ে।

অন্তরা— বক্র স্বরূপ নিষাদ পায়ে, উত্তরাঙ্গ প্রবল কহায়ে॥

স্থায়ী

২	৩	+	২	৩	+
র্স ন	ধ প	ম গ র	গ প	ধ ন	র্স । ।
সা নি	ধা পা	মা গা রে	গা পা	ধা নি	সা ০ ০
র্স র্স	র্গ র্ম	র্র । র্স	র্সধ র্সধ	র্র র্স	র্সধ । প
স্ব ০	র বি	ন্যা ০ ব	লী ০	কে ক	হা ০ য়ে

অন্তরা

২	৩	+	২	৩	+
প ।	নধ ন	র্স । র্স	র্সন র্সন	র্স র্স	র্র র্স র্স
ব ০	ক্র স্ব	রূ ০ প	নি ষা	০ দ	পা ০ য়ে
র্গ র্ম	প র্গ	র্মর্র্র । র্স	র্স র্স	র্র র্স	র্সধ । প
উ ০	ত্ত রাং	০ ০ গ	প্র ব	ল ক	হা ০ য়ে

বিহাগ

রাগ-পরিচয়— বিহাগ রাগের উৎপত্তি বিলাবল ঠাট থেকে। বিহাগের আরোহীতে রেখাব ও ধৈবত বর্জিত। অবরোহীতে এ দু'টি স্বর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রবল নয়। বিহাগ রাগে নিখাদের উপর দাঁড়িয়ে এই স্বরকে (নিখাদকে) বারবার স্পষ্ট করে দেখালে, শুনতে

ভালো লাগে। এ রাগের জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ; বাদী স্বর—গান্ধার; সমবাদী স্বর—নিখাদ; গ্রহ-স্বর—গান্ধার; প্রকৃতি—শান্ত এবং পূর্বাঙ্গ প্রবল। আজকাল বিহাগে উভয় মধ্যমের ব্যবহার প্রচলিত। কিন্তু কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ ব্যতীতও বিহাগের রূপ স্পষ্ট হয়। নিম্নোদ্ধৃত লক্ষণ-গীত থেকেই তা প্রতীয়মান হবে। নিখাদ থেকে ধৈবত হয়ে পঞ্চম (ন-প) এবং গান্ধার থেকে রেখাব হয়ে ষড়জ (গ-স) পর্যন্ত দু'টি 'মীড়' বিহাগ রাগের বিশেষ স্বরূপ প্রকাশ করে। এগুলো ব্যতীত বিহাগের রূপ সৌন্দর্যহীন হয়। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে এ রাগ গাওয়া বা বাজানো হয়।

আরোহী—স গ ম প ন র্স
অবরোহী—র্স ন ধ প ম গ র স
পকড়—স ম গ স

স্বর-বিস্তার ঃ

ম, গস, ন্, প্ন্, স, গ, মপম, গস, ।
ন্স, মগসন্, প্ন্স, গমপ, গমগ, ন্স, গমপ, মগস ।
গমপ, গমগসন্স, প্ন্স, গমপ, নপ, গমপ, পগমগস, গমপন, পনর্স, র্গস, র্গমর্গর্গমর্গস,
ন, পনর্সনপগমগ, সগমপ, নপগমগস।
সগমপ, নর্স, র্মর্গস, র্স, নপ, গমগ, মপনর্স, র্সনপ, মগস ॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী— অতি সুগম রূপ রাগিণী জানত নাম বিহাগ,
চতুর গুনী মানত।
অন্তরা— বাদী গান্ধার, রে ধা ত্যজত আরোহণ
গামাপানিসানিধাপাগামাপামাগারেসা ॥

স্থায়ী

০				১				+				৩			
প	প	প	ম	গ	স	া	ন্	প্	া	ন্	ন্	স	া	গ	গ
অ	তি	সু	গ	ম	রূ	০	প	রা	০	গি	ণী	জা	০	ন	ত
ন্	স	গ	ম	প	া	র্স	ন	প	গ	ম	প	গ	া	ন্	স
মা	০	ম	বি	হা	০	গ	চ	তু	র	গু	নী	মা	০	ন	ত

অন্তরা

০	১	+	৩
গ । ন ন	র্স । র্স র্স	র্স র্স ন প	প । র্স ন
বা ০ দী গান্	ধা ০ র রে	ধা তা জ ত	আ রো হ ণ
গ ম প ন	র্স ন ধ প	গ ম প ম	গ র স ।
গা মা পা নি	সা নি ধা পা	গা মা পা মা	গা রে সা ০

বিহাগ

(উভয় মধ্যমযুক্ত)

আরোহী—ন্ স গ ম প ন র্স
অবরোহী—র্স ন ধ প ক্ষ গ ম গ র স
পকড়—প ক্ষ গ ম গ বা ন প ক্ষ গ ম গ

স্বর-বিস্তারঃ (গা থেকে সা এবং নি থেকে পা মীড় আছে)

ন্সগ, মগ, পক্ষগমগ নপমগ, গমপম গরস ।
সন্প্, ক্ষ্গ্ক্ষ্গ্, গ্ম্প্ম্গ্, গ্ম্প্ন্, প্স, ন্সগস ।
প্ন্সগ, মগ, পক্ষগমগ, ধক্ষপগমগ, পক্ষগমগ, ন্সগমপ, ক্ষগমগস ।
সমগপ, ক্ষধক্ষপগমগ, গমপনর্সনধপ, গমপ, মগরস ।
ন্সগমপনর্স, র্গর্স, নর্সর্গর্মর্প, র্গর্মর্গর্স, র্সনপ, ধক্ষপ, গমগ, গমপমগরস ॥

শঙ্করা

রাগ-পরিচয়—শঙ্করা রাগের উৎপত্তি বিলাবল ঠাট থেকে। কোনো কোনো মতে শঙ্করা ষাড়ব-জাতীয় রাগ এবং এতে মধ্যম বর্জিত। আবার কোনো কোনো মতে শঙ্করা ঔড়ব-জাতীয় রাগ এবং তাতে রেখাব ও মধ্যম বর্জিত। এ রাগ গাইবার বা বাজাবার সময় মধ্যরাত্রি। শঙ্করা রাগে বিহাগের রূপ পাওয়া যায়। কোনো কোনো মতে শঙ্করা রাগে গান্ধার বাদী স্বর এবং কোনো কোনো মতে ষড়্জ বাদী স্বর। এ রাগে উত্তরাঙ্গের স্বর অত্যন্ত শ্রুতি মধুর। এ কারণে এক মতে শঙ্করা গাইবার সময় প্রাতঃকাল এবং বাদী স্বর ষড়্জ। কিন্তু আজকাল এর প্রচলন নেই। শঙ্করাকে ঔড়ব করে গাইলে মনে হয় মালশ্রীর সঙ্গে এর যেন কিছুটা সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু মালশ্রীতে ধৈবত বর্জিত এবং শঙ্করাতে প্রত্যক্ষরূপে ধৈবতের ব্যবহার হয়। যেমন—স গ প ন ধ, র্স ন প গ স। লক্ষ সংগীতের লেখক বলেন, যদি শঙ্করাতে গান্ধারকে

বাদী মানা হয়, তাহলে এ রাগ রাত্রে গাওয়াই ঠিক। নিম্নে চতুর পণ্ডিতের লেখা লক্ষণ-গীতটি মানা করার যোগ্য। কারণ, বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত প্রচলিত সব রাগের বর্ণনা একই জায়গায় করা হয়েছে। এরূপ কল্যাণ ঠাটের রাগের বর্ণনা ইমনের লক্ষণ-গীতে এক জায়গায়ই করা হয়েছে।

আরোহী— স র গ প ন ধ র্স
অবরোহী—র্স ন ধ প গ ন ধ প গ র স
পকড়— র্স ন প গ প গ স

স্বর-বিস্তার ঃ

ন্স, প, গস, ন্স, প্নস, গরস, গপ, ননপ, গপ, গস।
সগ, প, গপ, নপ, গপ, নধপ, গপ, নন, গপ, গরস।
ন্স, গপ, নধপ, গপ, নধ, র্সনধপ, গপর্স, নপ, গরস।
সগপ, গস, গপর্সনপ, নন, গ, পনধ, র্সনধপ, গপ, গরস।
গপ, র্স, র্সর্গর্পর্গর্স, র্সনপ, নধর্স, র্গ, র্গ, ননধপ, গপ, গস।
র্সর্স, নপ, পনধর্স, ননগ, প, র্স, নপ, গপ, নধর্স নধপ, গপ, গস॥

লক্ষণ-গীত—একতালা (দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

স্থায়ী— বিলাবল মেল সো জন্য রাগ চতুর গাত।
বিলাবল, শুক্ল, মাণ্ড, শঙ্করা, নট, দেশকার॥
অন্তরা—দেবগিরি, কুকুভ, হেম, হংসধ্বনি, লচ্ছাসাখ।
মলুহা, গুণকলি, দুর্গা, পর্দা, নট-বিলাবল॥

স্থায়ী

+		০		২		০		৩		৪	
র্স	।	ন	।	প	প	প	নধ	র্স	ন	প	।
বি	০	লা	০	ব	ল	মে	০০	০	ল	সো	০
প	।	প	গ	।	গ	গ	গ	প	গ	র	স
জ	০	ন্য	রা	০	গ	চ	তু	র	গা	০	ত
প্	।	ন্	।	স	স	স	গ	প	গ	র	স
বি	০	লা	০	ব	ল	শু	ক্	ল	মান্	০	ড
ন	।	প	প	গ	গ	প	গ	প	গ	র	স
শং	০	ক	রা	ন	ট	দে	০	শ	কা	০	র

অন্তরা

+		০		২		০		৩		৪	
প	।	প	ন	ন	।	র্স	র্স	র্স	র্স	।	র্স
দে	০	ব	গি	রি	০	কু	কু	ভ	হে	০	ম
র্স	।	র্গ	র্গ	র্গ	র্প	র্গ	।	র্স	ন	।	প
হৃৎ	০	স	ধব	নি	০	ল	০	চ্ছা	সা	০	থ
র্স	ন	প	গ	গ	প	গ	স	স	র	স	।
ম	লু	হা	০	ও	প	ক	লি	দু	র্	গা	০
র্স	র্গ	র্স	।	ন	প	গ	।	প	গ	।	স
প	র্	দা	০	ন	ট	বি	০	লা	ব	০	ল

দেশকার

রাগ-পরিচয়—দেশকার রাগের উৎপত্তি বিলাবল ঠাট থেকে। এ রাগের চলন পদ্ধতি আল্হাইয়া বিলাবলের মত। যেমন—স র গ প ধ, ধ গ – প ধ। দেশকার রাগে মধ্যম ও নিখাদ বর্জিত। এ রাগের জাতি—ঔড়ব। দেশকারকে অনেকটা ভূপালীর মত মনে হয়। কিন্তু এ দু'টি রাগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ভূপালী রাগের পূর্বাঙ্গ প্রবল এবং দেশকার রাগের উত্তরাঙ্গ প্রবল। ভূপালীর বাদী স্বর—গান্ধার ও সমবাদী স্বর—ধৈবত। কিন্তু দেশকারের বাদী স্বর—ধৈবত এবং সমবাদী স্বর—গান্ধার। ভূপালী, রাত্রি প্রথম প্রহরে গাওয়া বা বাজানো হয়। আর দেশকার গাওয়া বা বাজানো হয় দিনের প্রথম প্রহরে। এতটা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ দু'টি রাগ সম-প্রকৃতির বলে মনে হয়। দেশকারের ধৈবত খুব সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত। একটু অসাবধান হলে রাগের রূপ নষ্ট হওয়া অনিবার্য।

আরোহী—স র, গ প ধ র্স
অবরোহী—র্স ধ প গ র স
পকড়—র্স-ধ প ধ, বা গ প ধ-প ধ

স্বর-বিস্তার ঃ

ধ্ধ্, প্, গপ, ধপ, গরস।
সরগপ, ধধ, গপধপ, গরস।
সধ্স, গপধপ, র্স, ধপগপধপ, গপ, গরস।
সরস, গপগ, পধপ, ধ, র্স, ধপ, গপ, ধপগরস।
পগপধ, ধধপ, ধর্সধপ, ধর্রর্স, ধপ, গরস।
গপধর্স, র্সধর্স, র্সর্রর্সধপ, র্গর্র, র্সর্রর্সধ, পধপ, গপধপগরস॥

লক্ষণ-গীত—চৌতাল

স্থায়ী—প্রাতঃ সময় দেশকার কহত গুণী বিচার।
ঔড়ব মা, নি ত্যাজ শুধ্ স্বর
সা রে সা ধা ধা, পা ধা, পা গা রে সা॥

অন্তরা—ধৈবত স্বর বাদী করত, রিষভ সমবাদী কহত।
পা ধা গা গা পা ধা সা রে সা সা রে সা গা রে
সা ধা সা ধা পা গা রে সা॥

স্থায়ী

+		০		২		০		৩		৪	
ধ	।	প	প	ধ	প	গ	।	প	গ	র	স
প্রা	০	তঃ	স	ম	য়	দে	০	শ	কা	০	র
স	ধ্	ধ্	স	স	র	গ	প	প	ধ	প	প
রা	০	গ	ক	হ	ত	গু	ণী	বি	চা	০	র
গপ	।	প	প	ধ	ধ	র্স	ধ	র্স	র্স	র্র	র্স
ঔ০	০	ড়	ব	মা	নি	ত্য	জ	শু	ধ্	স্ব	র
র্স	র্র	র্স	ধ	ধ	প	ধ	প	গ	র	স	।
সা	রে	সা	ধা	ধা	পা	ধা	পা	গা	রে	সা	০

অন্তরা

+		০		২		০		৩		৪	
প	গ	প	প	ধ	ধ	র্স	।	র্স	র্স	র্স	র্স
ধৈ	০	ব	ত	স্ব	র	বা	০	দী	ক	র	ত
র্স	।	র্সধ	ধ	র্স	র্স	র্স	র্র	র্স	ধ	ধ	প
রি	০	ষ	ভ	স	ম	বা	০	দী	ক	হ	ত
প	ধ	গ	গ	প	ধ	র্স	র্র	র্স	র্স	র্র	র্স
পা	ধা	গা	গা	পা	ধা	সা	রে	সা	সা	রে	সা
র্গ	র্র	র্স	র্র	র্স	ধ	র্স	ধ	প	গ	র	স
গা	রে	সা	রে	সা	ধা	সা	ধা	পা	গা	রে	সা

নট

রাগ-পরিচয়—নটকে 'নাট'ও বলা হয়। বিলাবল ঠাট থেকে নট রাগের উৎপত্তি। এর জাতি—সম্পূর্ণ-ওড়ব। এ রাগের বাদী ও ন্যাস স্বর—মধ্যম। নট বীর-রসাত্মক রাগ। এ রাগের অবরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে এ রাগ গাওয়া বা বাজানো হয়। কোনো কোনো গ্রন্থে নট রাগের গান্ধার কোমল হওয়া উচিত লেখা আছে। কিন্তু এ মতের প্রচলন নেই। পণ্ডিতগণ বলেন যে, নট রাগে ছায়া, কামোদ ও আলাহিয়ার স্বর-সঙ্গতি আছে এবং এর পূর্বাঙ্গ প্রবল। এ রাগের অবরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত বলে বিলাবল থেকে পৃথক এবং মধ্যম বাদী স্বর বলে ছায়া ও কামোদ হতেও স্বতন্ত্র। শ্যাম কল্যাণ থেকেও এ রাগ পৃথক। কারণ, শ্যামকল্যাণে 'ষড়জ' বাদী, কিন্তু এতে (নট রাগে) 'মধ্যম' বাদী। নট রাগে ব্যবহৃত সবগুলো স্বরই শুদ্ধ। এ রাগের গতি বক্র।

আরোহী—স র স গ ম, প ম, প ধ ন র্স
অবরোহী—র্স ধ ন প, ম প ম গ ম, স র স
পকড়—সরস, গম, পম, গম, ধনপ, মপমগম, সরস

স্বর-বিস্তার ঃ

স, ম, ম, গ ম, ম প প, ম গ ম, স র স।
স র স, গ ম, প ম, গ ম, ধ ন প, ম প ম, গ ম, স র স।
পমগম, পনর্স, নধনপ, র্স, র্রগর্ম, র্রর্রর্স, র্সধনপ, মপ, মগম, সরস।
পধর্স, নর্সর্রর্স, র্সর্রগর্ম, র্রর্রর্স, র্সনধনপ, মপমগম, র্সধনপ, গমপ, সরস॥

লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

স্থায়ী— শুদ্ধ স্বর রচ মেল মধ্যম করে প্রমাণ,
নট রাগিণী গায়ো গুণী শাস্ত্র পরমাণ।
অন্তরা—ছায়া, কামোদ সো আলাহিয়া মিলে আয়,
ধা গা বর্জ কর অবরোহ নিত তু মান॥

স্থায়ী

+		৩			0		১		
স	।	গ	ম	ম	ম	প	ম	।	ম
শু	০	দ্ধ	স্ব	র	র	চ	মে	০	ল
গ	ম	প	প	প	ম	গ	ম	।	ম
ম	০	ধ্যা	ম	ক	রে	প্র	মা	০	ণ

+		৩			০				
গ	ম	প	প	।	ন	র্স	র্ধ	ন	প
ন	০	ট	রা	০	গি	ণী	গা	০	য়ো
র	গ	গ	ম	প	স	র	সা	।	স
গু	ণী	শা	০	স্ত্র	প	র	মা	০	ণ

অন্তরা

+		৩			০		১		
প	।	প	র্স	।	র্স	।	র্স	র্স	।
ছা	।	য়া	কা	০	মো	০	দ	সো	০
র্স	র্গ	র্গ	।	র্ম	র্র	।	র্স	।	র্স
আ	লাহি	য়া	০	মি	লে	০	আ	০	য়
প	র্ধ	ন	র্স	র্র	র্স	র্স	র্ধ	ন	প
ধা	গা	ব	র	জ	অ	ব	রো	০	হ
র	গ	গ	ম	প	স	র	স	।	স
চ	তু	র	নি	ত	তু	০	মা	০	ন

দুর্গা

রাগ-পরিচয়—দুর্গা দুই প্রকার। একটি বিলাবল এবং অপরটি খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত। উদ্ভূত দুর্গা রাগটির উৎপত্তি বিলাবল ঠাট থেকে। এ রাগের জাতি—ঔড়ব। এ রাগে গান্ধার ও নিখাদ বর্জিত। বাদী স্বর—ধৈবত। এতে শুধ্ মল্লারের রূপ সামান্য পাওয়া যায়। এ রাগ গাইবার সময়—বেলা দ্বিপ্রহর। দুর্গা রাগে গান্ধারের ব্যবহার নেই বলে সোরটের ছায়া পাওয়া যায়। সোরট রাগের আরোহীতে রেখাব ও ধৈবতের ব্যবহার নেই, কিন্তু দুর্গা রাগে আছে। সোরটে নিখাদ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এতে নিখাদ বর্জিত। এ কারণে সোরট থেকে দুর্গা পৃথক। দুর্গা রাগে রেখাব ও পঞ্চমের প্রয়োগ থাকাতে মল্লারের রূপও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ রাগে স্পষ্টভাবে মধ্যমের ব্যবহারে রাগের রূপ সৃষ্টি হয়। দুর্গা রাগে নিখাদের ব্যবহার নেই বলে সারং থেকেও এ রাগ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। প্রাচীন গ্রন্থে 'শুদ্ধ সাবেরী' নামে সম-প্রকৃতির অপর একটি রাগের বর্ণনা পাওয়া যায়। খুব সম্ভব দুর্গা এবং শুদ্ধ সাবেরী একই রাগ।

আরোহী— স র, ম র, প ধ র্স
অবরোহী—র্স ধ প ধ ম র স
পকড়— ধ, ম র প, ম প ধ ম র, ধ্ স

স্বর-বিস্তার ঃ

প, মপধম, মর, প, পধম, র, স।
সধ্, সর, পধম, প, মপধমরস, সরস।
পমরস, ধধমরপ, ধম, রপম, সরস, সধ্স, মপধমর্সধ, ম, রপধম, পম, র, ধমরস, মপ, পধম।
মমপ, র্স, র্স, র্সর্রর্মর্র, র্স, পধম, মপর্স, র্রর্রধর্স, মপর্স, পধধম, পমপধ, ম, রম, সরম, সরস।
র্সধ, র্সর্র, র্সপ, ধম, পমপধম, মরপপ, ধধম, পপম, সররস, র্সর্রর্মর্রর্স, পধম, রপ॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী— রাগ গুণী দুর্গা বখানে,
ঔড়ব শুদ্ধ স্বর সাবেরী পরমাণ।
অন্তরা— মাপাধাসা, সাসারেসা, সারেমারে, সাপাধামা,
সাসাপাধা মারেসাসা, রেধাসাপা, ধামারে॥

স্থায়ী

+	৩	০	১
প ম প ধ	ম । র্র স	র প । প	প ধ ম র
রা ০ গ গু	ণী ০ ০ দু	র্ গা ০ ব	খা ০ নে ০
ম প ম র	র র স স	র্স ধ র্স র্র	প প ধ র
ঔ ০ ড় ব	শু দ্ধ স্ব র	সা ০ বে রী	প র মা ণ

অন্তরা

+	৩	০	১
ম প ধ র্স	র্স র্স র্র র্স	র্স র্র র্ম র্র	র্স প ধ ম
মা পা ধা সা	সা সা রে সা	সা রে মা রে	সা পা ধা মা
র্স র্স প ধ	ম র স স	র্র ধ র্স প	ধ ম র ।
সা সা পা ধা	মা রে সা সা	রে ধা সা পা	ধা মা রে ০

হেম কল্যাণ

রাগ-পরিচয়—বিলাবল ঠাট থেকে হেম কল্যাণ রাগের উৎপত্তি। এ রাগ রাত্রি প্রথম প্রহরে গাওয়া বা বাজানো হয়। হেম কল্যাণ রাগের জাতি— ঔড়ব; বাদী স্বর—ষড়জ এবং সমবাদী স্বর—পঞ্চম। এ রাগের আরোহীতে ধৈবত ও নিখাদ এবং অবরোহীতে নিখাদ ও গান্ধার বর্জিত।

হেম কল্যাণ রাগের স্বর-বিস্তার মন্দ্র ও মধ্য-স্থানেই বেশী করা হয়। সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, এ রাগের সঙ্গে কল্যাণ ও কামোদ রাগের সাদৃশ্য আছে। এ রাগের গতি বক্র এবং পূর্বাঙ্গ প্রবল। ধৈবতবিহীন আরোহী এবং মন্দ্র-স্থানের পঞ্চম থেকে হেম কল্যাণ রাগের স্বর-উচ্চারণের আরম্ভ অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।

আরোহী— প্ধ্প্, সরস, গমপ, ধপ, র্স
অবরোহী—র্সধপ, গমপ, গমরস
পকড়— প্ধ্প্, সরস, গমপ গমরস।

স্বর-বিস্তার :

প্, ধ্প্, স, সরস, প, রস, গমপ, গমরস।
স, প্, ধ্প্, ধ্ধ্প্, স, পগমরস।
সরস, গমপ, ধপ, র্স, ধধ, গমপ, গমরস।
ধ্ধ্প্, ধ্প্, সরস, পগমরস।
সসরস, রর, গধপ, মগমর, স, গমপ, গমরস।
সস, মগ, প, পধপ, প্প্স, ররস, গমপ, গমর, স।
সগপ, ধপ, পধধপ, র্স, ধপ, গমপ, গমর, ধ্ধ্প্, ধ্প্প্, স, পগম, সরস॥

লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

স্থায়ী— হেম কল্যাণ সব গুণীজন কহত নাম,
ধা, নি ত্যজত অনুলোম অতি অপর পরমাণ।
অন্তরা—সা, পা করত সমবাদ, মন্দ্র মধুর স্থান,
উচ্চ স্বর চতুর মত নিশিকে প্রথম যাম॥

স্থায়ী

+		৩			০		১		
স	।	প্	ধ্	প্	স	।	স	স	স
হে	০	ম	ক	০	ল্যা	০	ণ	স	ব
স	স	স	র	স	র	র	স	।	স
গু	ণী	জ	ন	ক	হ	ত	না	০	ম
স	স	গ	ম	গ	প	প	প	ধ	প
ধা	নি	ত্য	জ	ত	অ	নু	লো	০	ম
প	প	প	ধ	প	ম	র	স	র	স
অ	তি	অ	প	র	প	র	মা	০	ণ

অন্তরা

+		৩			0		১		
স	স	ম	গ	গ	প	প	প	।	প
সা	পা	ক	র	ত	স	ম	বা	০	দ
প	।	ধ	ধ	প	র্স	র্স	প	।	প
মন্	০	দ্র	০	ম	ধু	র	স্থা	০	ন
প	।	গ	গ	প	গ	ম	র	স	স
শু	০	দ্ধ	স্ব	র	চ	তু	র	ম	ত
ধ	প	গ	ম	প	ম͡	র	স	র	স
নি	শি	কে	০	প্র	থ	ম	থ্যা	০	ম

খাম্বাজ

রাগ-পরিচয়—এ রাগের উৎপত্তি খাম্বাজ ঠাট থেকে। এর জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ অর্থাৎ আরোহীতে রেখাব বর্জিত এবং অবরোহী সম্পূর্ণ। এ রাগের আরোহীতে শুদ্ধ এবং অবরোহীতে কোমল নিখাদ ব্যবহৃত হয়। এ রাগের আরোহীতে পঞ্চমের প্রয়োগ কম হওয়া উচিত। এ রাগের বিশেষ স্বর—নিখাদ। খাম্বাজ রাগের বাদী স্বর—গান্ধার এবং সমবাদী স্বর—নিখাদ। এ রাগে ধৈবত্ত এবং মধ্যমের সঙ্গতি সুশ্রাব্য। যখন গান্ধার স্বরটিতে এ রাগের সমাপ্তি ঘটানো হয় তখন রাগের রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ রাগ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গাওয়া বা বাজানো হয়। খাম্বাজ নিজ ঠাটের 'আশ্রয়-রাগ'।

আরোহী— স গ ম প ধ ন র্স
অবরোহী— র্স ণ ধ প ম গ র স
আরোহী-অবরোহী স্বরূপ – স গ ম প ধ গ,
ম প ধ ন র্স, র্স ণ ধ প ধ গ, ম প ম গ র স
পকড়— গ ম প ধ ন র্স বা র্স ণ ধ অথবা ধ গ ম গ

স্বর-বিস্তার ঃ

স, গ, মপ, ধগম, গমপধ, গমগ, রস।
ন্স, গ, ম, পধপ, ধগম, ণধ, র্সণধপ, গমপধ, গমগ, রস।
ন্সগমপ, ধণধপ, ণধ, নর্স, র্রর্স, ণধপ, গম, ণধপ, গমপ, গমগ, রস।
গমপ, নর্স, র্গর্মর্গ, র্রর্স, ণধ, র্সণধপ, গমধপ, গমপ, পমগ, রস॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী— কহত চতুর খাম্বাজ রাগিণী,
যব হরিকাম্ভোজী-ঠাট রচত তব।
অন্তরা—স্বর গান্ধার কো বাদী বরণত,
ষাড়ব-সম্পূরণ ত্যজত রিষভ তব॥

স্থায়ী

০				১				+				৩			
ধ	ধ	ধম	ম	গ	(প)প	ধ	ম	গ	।	।	ম	(ন)গ	।	(র)স	স
ক	হ	ত০	চ	তু	র	০	খা	ম্বা	০	০	জ	রা	০	গি	ণী
ন্	স	গ	গ	ন	।	ণ	ধ	(গ)ম	ধ	ন	র্স	(ধ)ণ	ধ	র্স	ণ
য	ব	হ	রি	কা	ম্	ভো	জী	ঠা	০	ট	র	চ	ত	ত	ব

অন্তরা

০				১				+				৩			
ম	গ	ম	(গ)ধ	।	ন	র্স	।	(র্স)ধ	ন	র্স	।	(র্গ)র্ম	র্গ	র্র	র্স
স্ব	র	গান্	ধা	০	র	কো	০	বা	০	দী	০	ব	র	ণ	ত
র্গ	র্ম	র্প	র্গ	র্ম	র্গ	ন	র্স	ন	ন	র্স	র্স	(ধ)ণ	(প)ধ	র্স	ণ
ষা	০	ড়	ব	সম্	পূ	র	ণ	ত্য	জ	ত	রি	ষ	ভ	ত	ব

দেশ

রাগ-পরিচয়—খাম্বাজ ঠাট থেকে দেশ রাগের উৎপত্তি। এ রাগেরজাতি—সম্পূর্ণ। আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবতের প্রয়োগ বক্রভাবে হলেও অত্যন্ত দুর্বল। আরোহীতে গান্ধার স্পষ্ট-ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এ স্বরই দেশ রাগকে সোরট রাগ থেকে পৃথক করে দেয়। কেউ কেউ অবরোহীতে কোমল গান্ধার ব্যবহার করে এ রাগকে সোরট থেকে পৃথক করেন। যেমন—র্স ণ ধ প ম গ র্ম জ্ঞ র স ন্ স। গান্ধার স্বরটির উপর অধিকক্ষণ দাঁড়ানো উচিত নয়। গান্ধারের উপর বেশীক্ষণ দাঁড়ালে রাগের রূপ নষ্ট হয়ে যাবে। মধ্যম থেকে রেখাব পর্যন্ত মীড় প্রয়োগ করা উচিত। দেশ রাগের আরোহীতে সোরটের মত রেখাব ও ধৈবত বর্জিত নয়। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে, এর ন্যাস স্বর—পঞ্চম। যেমন—স র ম প প ধ, ন র্স র্র র্স ণ ধ প। প্রকৃতপক্ষে, সোরট এবং দেশের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা কঠিন। তবে উপরোক্ত নিয়ম অনুসরণ করলে সোরট এবং দেশ কখনও এক হতে পারে না। দেশ রাগ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গাওয়া বা বাজানো হয়। এ রাগের বাদী স্বর—রেখাব এবং সমবাদী স্বর - নিখাদ। উত্তরাঙ্গ প্রবল এবং প্রকৃতি চঞ্চল।

আরোহী— স ঋ ম প, ণ ধ, প ন র্স

অবরোহী—র্স ণ ধ প, ম গ ঋ গ, স

পকড়— ঋ গ স ঋ — ম গ ঋ

স্বর-বিস্তার ঃ

গ, সরম, প, ণধপ, মগঋ, স, ন্‌স।

স, রম, প, ধমগঋ, গসঋ, ন্‌স, ণ্‌ধ্‌প্‌, ন্‌স।

গ, ঋ, মপ, ণধপ, ধমগঋ, মপধপ, ণধপ, নর্স।

র্সর্স, ঋণধপ, ধপমগঋ, সঋ, ন্‌স ॥

লক্ষণ-গীত— ঝাপতাল

স্থায়ী— কহে চতুর অব মুরত দেশ কো গুণী সুমতি,
সম্পূরণ অতি রুচির সোরট সো কর সঙ্গতি।

অন্তরা — বাদী রে, কোই কহত ন্যাস পঞ্চম করত
ধা, গা মধুর স্বর গাহত ভেদ বরণত নিয়ত ॥

স্থায়ী

+		৩			০		১		
ধ	ম	গ	গ	স	র	ম	প	ধ	প
ক	হে	চ	তু	র	অ	ব	মু	র	ত
ন	র্স	র্স	নর্স	র্র	ণধ	ধম	প	ধ	প
দে	০	শ	কো০	০	গু০	ণী০	সু	ম	তি
র্স	া	ণ	ধ	ম	গ	স	র	ন্‌	স্‌
সম্‌	০	পূ	র	ণ	অ	তি	রু	চি	র
ম র	া	ম	প ণ	ধ	র্সণ	ধপ	ম	প ণ	প
সো	০	র	ট	সো	ক০	র০	সং	গ	তি

অন্তরা

+		৩			০		১		
ম	া	প	ন	া	র্স	র্স	ন	র্স	র্স
বা	০	দী	রে	০	কো	ই	ক	হ	ত

+		৩			০		১		
ন	।	ন	র্স	।	নর্সর্র	র্স	ণ	ধ	প
ন্যা	০	স	পন্	০	চ০০	ম	ক	র	ত
ধ	ধ	ম	ম	ম	গ	স	র	ন্	স
ধা	গা	ম	ধু	র	স্ব	র	গা	হ	ত
মর	।	ম	প	ধ	র্সণ	ধপ	ম	পণ	প
ভে	০	দ	স্ব	র	ণ০	ত০	নি	র	ত

তিলক কামোদ

রাগ-পরিচয়—তিলক কামোদ খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত যাড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। বাদী স্বর—ষড়জ। কোনো কোনো মতে বাদী রেখাব এবং সমবাদী পঞ্চম। আবার কারো মতে বাদী—পঞ্চম এবং সমবাদী—রেখাব। আরোহীতে গান্ধার বক্র এবং ধৈবত বর্জিত। অবরোহীতে রেখাব বক্র। এ রাগ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গাওয়া বা বাজানো হয়। সোরট এবং দেশের সঙ্গে তিলক কামোদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তিলক কামোদ রাগের গতি বক্র এবং ন্যাস স্বর—নিখাদ। গান্ধার ও নিখাদের উপর এ রাগের সৌন্দর্য নির্ভর করে। অনেকে তিলক কামোদে কোমল নিখাদও ব্যবহার করেন। এতে তিলক কামোদের স্বরূপ থাকে না, খাম্বাজের ছায়া আসে এবং দেশ রাগের সঙ্গে পার্থক্য রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং কোমল নিখাদের ব্যবহার যত কম হয় ততই ভালো। এখানে বলে রাখা ভালো যে, তিলক কামোদ সোরট অঙ্গের রাগ। খাম্বাজের সঙ্গে এর বিশেষ সম্বন্ধ নেই।

আরোহী— স র গ স, র ম প ধ ম প ন র্স
অবরোহী—র্স, প ধ ম গ, র গ স ন্
পকড়— স র গ—স ন্ বা স র ম গ স ন্

স্বর-বিস্তার ঃ

স, ন্স, প্ন্স, রর, পমগ, সরমগ, সন্, প্ন্স, রগস।
প্ন্সর, গর, পমগ, সরগ, স, ন্, প্ন্স, রগস।
প্ন্স, রর, গর, পমগ, রমপ, ধমপ, ধমগ, রমগরগ, স, প, ধমগ, রমপ, নর্স, র্সগর্র, মর্গ, র্সন, পনর্স, পধমগরগস॥

লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

স্থায়ী— তিলক কামোদ সব গুণী গায়ন করে,
ঠাট হরীপুরব খাম্বাজী মধুর ধরে।

অন্তরা—সোরট অঙ্গ সদা অতি সোহত,
ধৈবত আরোহণ গত বর্ণিত।
বক্র বিলোম নিত চতুর কো মন হরে ॥

স্থায়ী

০	১	+	৩
(ম)র গ র প	ম গ ন্ স	ন্ প্ ন্ স	র গ ন্ স
তি ল ক কা	মো দ স ব	গু ণী গা ০	মু ন ক রে
র । ম ম	প ধ ম প	র্স প ধ পধ	ম গ ন্ স
ঠা ০ ট হ	রী পু র ব	খা স্বা জী ম০	ধু র ধ রে

অন্তরা

০	২	+	৩
ম । ম প	ন । ন ন	র্স । র্স র্স	ন র্স র্স র্স
সো ০ র ট	অং ০ গ স	দা ০ অ তি	সো ০ হ ত
ন । ন ন	র্স । র্স ।	(ন)র্স র্র র্স র্স	প ধ প প
ধৈ ০ ব ত	আ ০ রো ০	হ ণ গ ত	ব র ণি ত
ম । ম ম	প প ম প	(প)র্স ণ ধ পধ	ম গ ন্ স
ব ০ ক্র বি	লো ম নি ত	চ তু র কো০	ম ন হ রে

জয়জয়ন্তী

রাগ-পরিচয়—জয়জয়ন্তী খাম্বাজ ঠাটের রাগ। এ রাগের জাতি—সম্পূর্ণ। এতে দুই গান্ধার ও দুই নিখাদ ব্যবহৃত হয়। আরোহীতে শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিখাদ এবং অবরোহীতে কোমল নিখাদ ও কোমল গান্ধার ব্যবহার করা হয়। সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতগণ আরোহীতে রেখাবের সঙ্গে কোমল গান্ধারের প্রয়োগ করেন। জয়জয়ন্তী রাগে শুদ্ধ গান্ধারের সঙ্গে কোমল গান্ধারের আমদানী করাতে এ রাগের পর কাফী ঠাটের রাগ গাইতে বা বাজাতে সুবিধা হয়। তাই জয়জয়ন্তীকে 'পরমেল প্রবেশক' রাগ বলে। এ রাগের বাদী স্বর—রেখাব এবং সমবাদী স্বর—পঞ্চম। এতে বিলাবল, গৌড়মল্লার, সোরট প্রভৃতি রাগের স্বরূপ মিশে থাকলেও এর নিজস্ব স্বরূপ অতি স্পষ্ট। এ রাগ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গাওয়া বা বাজানো হয়।

আরোহী— ন্ স র গ ম প, ধ ণ ধ প, ম প ন র্স
অবরোহী—র্স ণ ধ প ম প গ ম র জ্ঞ র স
পকড়— র জ্ঞ র স, ণ্ ধ্ প্ র

স্বর-বিস্তার ঃ

স, রর, গম, প, মগ, রস, ন্স, রজ্ঞর, স, ণ্ধ্প্, রর গম, গ, রস।
ন্সরস, রজ্ঞ রস, রন্স, রর, গমপ, গম, রর, স, ন্স রজ্ঞরস, ণ্ণ্ধ্প্।
ন্সরর, গম, পধমগম, রজ্ঞর, ন্স, রণ্, ধ্প্, রর, গমর রস।
প্প্র, গর, মপধম, রগর, মপ, নর্স, ণধপ, ধম, পগমগ, মররস॥

লক্ষণ-গীত—একতালা (দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

স্থায়ী— সোরট কো অঙ্গ সাধ সম্পূরণ রূপ ধরে,
দোনো নগত স্বর গান্ধার, বাদী রিষভ মধুর করে।
অন্তরা—বিলাবল, গৌড়, সোরট মেলনোপরি সঙ্গ করে,
পরমেল প্রবেশক নিশি চতুর জয়জয়ন্তী বিচরে॥

স্থায়ী

+		0		২		0		৩		৪	
র	।	র	র	র	গ	ম	।	গ	র	।	স
সো	0	র	ট	কো	0	অং	0	গ	সা	0	ধ
ন্	স	র	জ্ঞ	র	স	স	।	ণ্	ধ্	প্	।
সম্	0	পু	0	র	ণ	রূ	0	প	ধ	রে	0
স	।	স	ম	ম	ম	প	প	ন	ন	র্স	র্স
দো	0	নো	ন	গ	ত	স্ব	র	গান্	ধা	0	র
র্স	।	ণ	ধপ	ম	ণ	ম	ধ	ম	ম	গর	গস
বা	0	দী	রি0	ষ	ভ	ম	ধু	র	ক	রে0	00

অন্তরা

+		0		২		0		৩		৪	
ম	ম	ম	প	ন	ন	র্স	।	র্স	ন	র্স	র্স
বি	0	লা	0	ব	ল	গৌ	0	ড়	সো	র	ট
ন	র্স	র্র	র্রজ্ঞ	র্র	র্স	র্র	র্স	র্স	ণ	ধ	প
মে	0	ল	নো0	প	রি	সং	0	গ	ক	রে	0

+		০		২		০		৩		৪	
ম	প	ম	।	ম	গ	ন	।	র্সং	ন	র্সং	র্সং
প	র	মে	০	ল	প্র	বে	০	শ	ক	নি	শি
র্সংগ	র্সং	গ	ধগ	ম	গ	ন	ধ	ম	ম	গর	গস
জ০	য়	জ	য়০	ন	০	তী	০	বি	চ	রে০	০০

গৌড়মল্লার

রাগ-পরিচয়—গৌড়মল্লার রাগের ঠাট সম্পর্কে মতভেদ আছে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এ রাগের উৎপত্তি কাফী ঠাট থেকে, আবার কারো মতে খাম্বাজ ঠাট থেকে। উভয় প্রকার মতই গ্রহণযোগ্য। এ রাগের বাদী স্বর মধ্যম এবং আরোহীতে নিখাদ দুর্বল। গৌড়মোল্লার বর্ষাকালের রাগ। বর্ষা ঋতুতে এ রাগ শুনতে ভালো লাগে। এ রাগ সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে কিছু বলা মুস্কিল। সোমনাথ পণ্ডিতের মতে গৌড়মোল্লার রাগে নিখাদের প্রয়োগ অল্প এবং বাদী স্বর ধৈবত। দিনের দ্বিপ্রহরে এ রাগ গাওয়া হয়। খাম্বাজ ঠাটের নিখাদ কোমল। চতুর পণ্ডিতের মতে গৌড়মল্লারে ব্যবহৃত নিখাদ স্বরটিও কোমল। যদি উভয় নিখাদের ব্যবহার করা হয় তাহলেও এ রাগ খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত। কারণ, কোনো কোনো সময় খাম্বাজ ঠাটের রাগেও উভয় নিখাদ ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে গৌড়মল্লার রাগে কোমল নিখাদের ব্যবহারও প্রচলিত আছে। তবে কোমল নিখাদের প্রয়োগ সামান্য রূপে হয়ে থাকে। এর গতি বক্র।

আরোহী— স, রগরমগরস, রগমপমগ, মপ ধর্স
অবরোহী—র্সং, ধণপ, মগম, রস
পকড়— রগরমগরস বা রপমপধর্সধপ

খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত গৌড়মল্লার রাগের
স্বর-বিস্তার ঃ

ম, মর, র, প, মপ, ধ, ন, র্সং, র্সং, ধণপ, ম, র, গম, প, মগমর, স।

মর, স, ধ্ধ্, স, রগম, মগর, স, মর, পম, পধ, র্সং, ধ, ণপ, ম, গগমপ, মগমর, রগমপ, রর, সরস।

স, গস, রগর, মগর, প, মপ, মপ, ধর্স, ধপ, মগমর, স।

পপ, ধ, র্সং র্সং, র্সংর্সং, ধণপ, মর, গমপ, মগমর, স॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী—পিয়রবা রাগ মল্লার গায় কিন্নো মেল খাম্বাজী,
পুরণ ধুন শুন সখী মেরো জিয়া হলসায়ে।

অন্তরা—মধ্যম বাদী ভায়ো অতি সুন্দর
ঋতু বরষা নই দেত বহার ॥

স্থায়ী

০				১				+				৩			
															ম
															পি
ঋ	র	প	ম	ণ	প	র্স	ন	র্স	।	।	র্স	র্স	ধ	ণ	প
য়	র	বা	০	রা	০	গ	ম	রা	০	০	র	গা	০	০	য়
(গ)ম	(ম)প	।	ম	গ	গ	গ	।	ম	।	প	।	ম	প	ম	গ
কি	য়ো	০	মে	০	ল	খাম্	০	বা	০	জী	০	পূ	০	র	ণ
র	র	স	স	র	র	গ	গ	ম	ম	প	প	(প)ম	ম	ম	ম
শু	ন	ত	ন	স	খী	মে	রো	জি	য়া	হু	ল	সা	০	য়,	পি

অন্তরা

০				১				+				৩			
ন	।	ন	ন	র্স	।	র্স	র্স	(র্ম)র্র	।	র্গ	র্গ	র্ম	।	র্প	র্প
ম	০	ধ্য	ম	বা	০	দী	ভা	য়ো	০	অ	তি	সুন্	০	দ	র
র্স	র্গর্গ	(র্ম)র্র	র্র	র্স	।	ধ	প	ধন	র্স	ধ	প	ম	।	ম,	ম
ঋ	তু০	ব	র	ষা	০	ন	ই	দে০	০	ত	ব	হা	০	র,	পি

গারা

রাগ-পরিচয়—গারা, খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। আজকাল এতে উভয় গান্ধার ও উভয় নিখাদের ব্যবহার প্রচলিত আছে। আরোহীতে শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিখাদ এবং অবরোহীতে কোমল নিখাদ ও কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হয়। এ রাগের স্বর বিস্তার মন্দ্র এবং মধ্য-স্থানেই ভালো লাগে। গারা রাগ গাইবার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। মুসলিম গায়ক দ্বারা প্রবর্তিত এ রাগটি নতুন। এর বাদী স্বর ষড়্জ। অনেকে বলেন যে, গারায় কল্যাণ এবং ঝিঁঝোটির মিশ্রণ আছে। কথাটি ভুল না হলেও এ রাগ জয়জয়ন্তীর খুব কাছাকাছি বলে এতে জয়জয়ন্তীর ছায়া এসে পড়ার সবচেয়ে বেশী আশঙ্কা। গারা সহজ স্বরূপের রাগ বলে এতে ছোট ছোট কাজ খুব ভাল লাগে। মধ্য-স্থানের মধ্যমকে ষড়্জ মেনে মন্দ্র-স্থানের মধ্যম পর্যন্ত যখন তান নিয়ে যাওয়া হয় তখন শুনতে খুব ভালো লাগে।

আরোহী—ম্ প্ ধ্ ন্ স, র গ র গ ম প, ধ ন র্স
অবরোহী—র্স ণ ধ ণ প, ম গ র জ্ঞ র, স ন্ স
পকড়— ধ্ প্ স গ, ম র প্ স

স্বর-বিস্তার ঃ

স, গম, রজর, ন্‌সরস, ধ্‌ণ্‌ধ্‌ম্‌, প্‌ ধ্‌ ন্‌ স র ন্‌ স।
ন্‌সরন্‌স, গমপ, মগ, রজর, ন্‌স, প্‌ধ্‌ প্‌পম্‌, ম্‌প্‌ধ্‌ন্‌স।
ন্‌স, ধ্‌ণ্‌ধ্‌, ন্‌স, গম, প, ধপ, মগ, রজর, ধণ, পধ, মপ, গম, রজর, ন্‌স।
গমপ, গম, ধণধর্সনর্স, র্রর্জর্র, র্স, নর্স, ণধপ, মগ, রজর, স, ন্‌স।
পণধ, মপগম, রজর, ন্‌স, জর, মপধণ, ধপ, গমপগমরজরস, প্‌ধপ্‌, প্‌ধন্‌স॥

লক্ষণ-গীত---একতালা (দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

স্থায়ী— গুণী বরণত গারা স্বর মন্দ্র মধ্যম কে চতুর,
গামাগামাপাগামাপাধানিধামাগামাপারেগামাপারে
গারেনিসা।

অন্তরা— তীব্র স্বর সো রোহিত, কোমল সো অবরোহিত,
দোনো গান্ধারে বিলসিত, সাধানিপাধামাপাগা
মাগারেসা॥

স্থায়ী

+		০		২		০		৩		৪	
ম	ম	র	জ	র	স	ন্‌	স	র	স	প্‌	ধ্‌
গু	ণী	ব	র	ণ	ত	গা	০	রা	০	স্ব	র
ম্‌	।	প্‌	ধ্‌	স	।	গ	ম	প	গ	ম	ম
মন্‌	০	দ	র	ম	০	ধ্য	ম	ক্ষে	চ	তু	র
গ	ম	গ	ম	প	গ	ম	প	ধ	ণ	ধ	ম
গা	মা	গা	মা	পা	গা	মা	পা	ধা	নি	ধা	মা
গ	ম	প	র	গ	ম	প	র	জ	র	ন্‌	স
গা	মা	পা	রে	গা	মা	পা	রে	গা	রে	নি	সা

অন্তরা

+		০		২		০		৩		৪	
স	।	গ	ম	প	গ	ম	।	ধ	।	ণ	ধ
তী	০	ব্র	০	স্ব	র	সো	০	রো	০	হি	ত
ম	ধ	ণ	ধ	ম	।	ম	প	জ	।	র	র
কো	০	ম	ল	সো	০	অ	ব	রো	০	হি	ত

ম	।	ধ	ণ	ধ	র্স	ণ	ধ	ম	প	গ	ম
দো	০	নো	গান্	ধা	০	রে	০	বি	ল	সি	ত
র্স	ধ	ণ	প	ধ	ম	প	গ	ম	ঙ	র	স
সা	ধা	নি	পা	ধা	মা	পা	গা	মা	গা	রে	সা

ভৈরব

রাগ-পরিচয়—ভৈরবকে 'ভৈরোঁ'ও বলা হয়। এ রাগের উৎপত্তি ভৈরব ঠাট থেকে। ভৈরব, ভৈরব ঠাটের 'আশ্রয় রাগ'। এ রাগের জাতি—সম্পূর্ণ; বাদী স্বর—ধৈবত, সমবাদী স্বর—রেখাব এবং গ্রহ স্বর—ধৈবত। আরোহীতে রেখাব দুর্বল। এ রাগে রেখাব ও ধৈবতের প্রয়োগ হয় আন্দোলিতভাবে এবং এ দু'টি স্বরের উপরই রাগের সৌন্দর্য নির্ভর করে। ভৈরব রাগ প্রাতঃকালে গাওয়া বা বাজানো হয়। এ রাগের প্রকৃতি গম্ভীর। কোনো কোনো গ্রন্থে ভৈরব রাগের অবরোহীতে কোমল নিখাদ প্রয়োগের নির্দেশ পাওয়া যায়। অবরোহীতে কোমল নিখাদ প্রয়োগ করলে রাগের রূপ বিকৃত হয় না। কারণ, কোমল নিখাদ ভৈরব রাগের বিবাদী স্বর। বিবাদী স্বরের প্রয়োগ করা গায়ক-বাদকের কুশলতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ভৈরব রাগে ব্যবহৃত রেখাব ও ধৈবত স্বর দু'টি কোমল এবং অন্যান্য স্বরগুলো শুদ্ধ।

আরোহী— স ঋ গ ম প দ ন র্স
অবরোহী— র্স ন দ প ম গ ঋ স
পকড়— দপ, মপ, গ মঋ স

স্বর-বিস্তার ঃ

স, ঋ, গ, মগ, ঋ, স, নৃদ্, নৃস, গ, মগ, ঋ, স।
নৃস, গ, মগ, ঋ, গম, প, মগ, ঋ, পম, গঋ, স।
গম, প, দদ, প, মপ, গম, ঋ, গমপ, দদপ, মগ, ঋ, স।
নৃসগ, ম, প, দদপ, নদপ, মপমগঋগম, নদ, পমগঋ, স।
মপ, দদ, র্স, ন, র্স, নদ, প, মগ, দ, নর্স, র্গম, গ, ঋ, র্স, নদ, প, মগঋ, স।

লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

স্থায়ী— ভৈরব, বিভাস, শুদ্ধকলি, গৌরী, প্রভাত,
সৌরাষ্ট্র, আহিরী, শিব-যোগী, রামকলি।
অন্তরা—আনন্দ, বাঙ্গাল, পঞ্চম, হিজাজ গুণী,
চতুর কহে মেঘরঞ্জনী জানত রাগিণী॥

স্থায়ী

+		৩			০		১		
ঋ	।	ঋ	ঋ	স	দ্	।	ন্	স	স
ভৈ	০	র	ব	বি	ভা	০	স	ও	ণ
ঋ	ঋ	ঋ	।	স	মগ	গম	ঋ	।	স
ক	লি	গৌ	০	রী	প০	র০	ভা	০	ত
স	।	দ্	।	দ্	ন্	স	ঋ	।	স
সৌ	০	রা	০	ষ্ট্র	আ	০	হি	০	রী
স	স	দ	।	প	ম	গ	গ	ঋ	স
শি	ব	যো	০	গী	রা	০	ম	ক	লি

অন্তরা

+		৩			০		১		
প	।	দ	।	দ	ন	র্স	র্স	।	র্স
আ	০	মন্	০	দ	বাং	০	গা	০	ল
দ	।	ন	র্স	র্স	ঋ	।	র্স	র্স	দ
পন্	০	চ	ম	হি	জা	০	জ	ও	ণী
দ	দ	ঋ	ঋ	র্স	র্স	দ	ন	দ	প
চ	তু	র	ক	হে	মে	০	ঘ	রন্	০
প	ম	ঋগ	গম	প	ঋ	।	ঋ	স	।
জ	নী	জা০	ন০	ত	রা	০	গি	ণী	০

গুণকলি

রাগ-পরিচয়—গুণকলি, ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত ঔড়ব জাতীয় রাগ। এতে গান্ধার ও নিখাদ বর্জিত। এ রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব ও ধৈবত কোমল। এর বাদীস্বর—ধৈবত। মন্দ্র ও মধ্য-স্থানে এ রাগের স্বর-বিস্তার করা উচিত। যেখানে রেখাব ও মধ্যমের স্বর-সঙ্গতি হয় সেখানে যোগিয়া রাগের রূপ কিছুটা পাওয়া যায়। কিন্তু যোগিয়াতে নিখাদ ব্যবহৃত হয়, আর গুণকলিতে নিখাদ বর্জিত। সেজন্যে এ রাগ দু'টি (গুণকলি ও যোগিয়া) পরস্পর পরস্পর থেকে পৃথক। গুণকলি প্রাতঃকালীন রাগ। সন্ধ্যাকালীন রাগে যেমন গান্ধার ও নিখাদ এ দু'টি স্বর বর্জিত হলে ভালো মনে হয় না তেমনি প্রাতঃকালীন রাগে রেখাব ও ধৈবত এ দু'টি স্বর বর্জিত হওয়া উচিত নয়।

আরোহী— স ঋ ম প দ র্স
অবরোহী— র্স দ প ম ঋ স
পকড়— ঋঋস, ঋ পম প মঋ স, দ্স

স্বর-বিস্তার ঃ

স, ঋঋ, সদ্স, ঋ, স, মঋ, সদ্প্, ম্প্, দ্স, ঋমঋ, স, সঋস।

সঋস, মপমঋ, পমঋ, ঋস, দদপ, মপমঋ, ঋস, সদ্দ্প্ম্প্, দ্দ্ঋস, ঋমপমঋ, দদপমপমঋ, পমঋ, ঋস, সঋস।

মপদদর্স র্সঋর্স, র্সদদর্স, ঋর্ঋর্স, দপ, মপদ, ঋর্সদপ, মপ, মপঋ, সঋস।

সদদপ, মপ, দদপ, র্সদপ, মপমঋ, মঋ, পমঋ, স, দ্দ্সঋস।

ঋর্ঋর্স, র্মর্পর্মর্ঋর্স, ঋর্সদ, র্সদপ, মপ, ঋর্স, দপ, মপমঋ, পপঋ, সঋস॥

লক্ষণ-গীত—তেওড়া

স্থায়ী— গুণীজন সুমন গায়ে রাগ গুণকলি,
পঞ্চ স্বর সো গা, নি বর্জ কর শুদ্ধ বনায়ে।
অন্তরা—জনক ভৈরব সাধ সুন্দর, বাদী ধৈবত গায়ে,
প্রাতঃ সময় চতুর গুণী গায় যোগিয়াকা বঁচায়ে॥

স্থায়ী

+			২		৩		+			২		৩	
ঋ	ঋ	ঋ	স	ম	ঋ	স	দ্	।	।	স	।	।	।
গু	ণী	জ	ন	সু	ম	ন	গা	০	০	য়ে	০	০	০
ঋ	।	ঋ	ঋ	ঋ	স	স	দ্	।	দ্	ঋ	ঋ	স	।
রা	০	গ	গু	ণ	ক	লি	পন্	০	চ	স্ব	র	সো	০
ঋ	স	দ	দ	দ	প	প	ম	প	ম	ঋ	।	স	।
গা	নি	ব	র	জ	ক	র	শু	দ্ধ	ব	না	০	য়ে	০

অন্তরা

+			২		৩		+			২		৩	
প	প	প	দ	।	দ	দ	র্স	।	র্স	র্স	।	র্স	র্স
জ	ন	ক	ভৈ	০	র	ব	সা	০	ধ	সুন্	০	দ	র

+	২	৩	+	২	৩
র্স দ া দ	র্স া	র্স র্স	র্ঋ া া	র্স া	দ া
বা ০ দী	ধৈ ০	ব ত	গা ০ ০	য়ে ০	০ ০
র্ঋ া র্ঋ	র্স র্স	র্স র্স	দ দ দ	দ দ	প প
প্রা ০ তঃ	স ম	য় চ	তু র ঙ	গী গা	০ য়
দ র্স র্স	দ া	প প	ম প ম	ঋ া	স া
যো ০ গি	য়া ০	কো বেঁ	চা ০ ০	০ ০	য়ে ০

কালিংড়া

রাগ-পরিচয়—কালিংড়া রাগের উৎপত্তি ভৈরব ঠাট থেকে। এ রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব ও ধৈবত কোমল এবং অন্যান্য স্বরগুলো শুদ্ধ। কালিংড়া সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। এ রাগের রেখাব ও ধৈবত ভৈরব রাগের রেখাব ও ধৈবতের মত আন্দোলিত নয়। কালিংড়া রাগের বাদী স্বর—ধৈবত এবং সমবাদী স্বর—গান্ধার। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাত-খণ্ডের মতে এ রাগে পঞ্চম বাদী এবং ষড়জ সমবাদী হওয়া উচিত। কারণ, ধৈবতের প্রয়োগ অধিক হলে ভৈরব রাগের ছায়া সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ে। যদি রেখাব ও ধৈবতের প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে ভৈরব হয়ে যায়। কালিংড়া একটি লোক-প্রিয় রাগ। এর প্রকৃতি গম্ভীর নয়। এ রাগ গাওয়া হয় রাত্রি চতুর্থ প্রহরে। কোমল নিখাদ এর বিবাদী স্বর। কালিংড়া এবং পরজ রাগের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। যদিও পরজ রাগে স্পষ্টরূপে কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ হয়, তথাপি কালিংড়ার পঞ্চম ও ষড়জের উপর প্রাধান্য দিলে পরজ রাগের ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠে। সেজন্য কালিংড়া রাগ গাইবার সময় গায়ক ও বাদকের সব সময় ভৈরব রাগের রেখাব ও ধৈবত এবং পরজ রাগের পঞ্চম ও ষড়জ থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

আরোহী— স ঋ গ ম প দ ন র্স
অবরোহী— র্স ন দ প ম গ ঋ স
পকড়— দ প, গ ম গ

স্বর-বিস্তার ঃ

ন্ন্সঋগ, ঋগ, মগ, মমগ, গমপদমপ, দপমপ, ঋগমগ, ঋস।
দ্দ্ন্স, দ্ন্স, ন্ন্স, গগমম, ঋগ, গমদপ, গমগ, মগঋস।
গমগমপ, দদপ, দমপ, দনর্সনদপ, গমপদ, পমগ, মগঋস।
সঋগম, ঋগম, মপগম, গমপদ, নদপদমপদপমগ, মগঋস।
গমপদমপ, দদপদমপ, গমপ, ননদপ, দনর্সর্ঋ, র্সনদপ, গমপ, র্ঋর্ঋর্সনদপ, দদ, মমগ, সঋগ, ম, পমগ, ঋস॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী— বিবিধ জন গাবত কালিংড়া,
সম্পূরণ স্বর নিশি মধ্যম লে
গাবত কালিংড়া।

অন্তরা— মালব-গৌড় কো ঠাট মনোহর,
অংশ ন্যাস গান্ধার ॥

স্থায়ী

০	১	+	৩
			দ বি
দ দ প প	গ ম প প	দ প গ ম	গ । ।, দ
বি ধ জ ন	গা ০ ব ত	কা ০ লি ং	ড়া ০ ০, বি
ন্ স গ ম	প দ ন ন	দ ন র্সঁ র্খঁ	র্সঁ ন দ প
সম্ ০ পূ ০	র ণ স্ব র	নি শি ম ০	ধ্য ম লে ০
দ প ম প	গ ম প প	দ প গ ম	গ । । ।
০ ০ ০ ০	গা ০ ব ত	কা ০ লি ং	ড়া ০ ০ ০

অন্তরা

০	১	+	৩
প দ প দ	ন । র্সঁ র্সঁ	র্সঁ র্খঁ র্সঁ র্খঁ	ন । র্সঁ র্সঁ
মা ০ ল ব	গৌ ০ ড় কো	ঠা ০ ট ম	নো ০ হ র
র্সঁ । র্সঁ ন	। ন দ প	ম প গ ম	গ । ।, দ
অং ০ শ ন্যা	০ স গা ন্	ধা ০ ০ ০	র ০ ০, বি

রামকলি

রাগ-পরিচয়—ভৈরব ঠাট থেকে রামকলি রাগের উৎপত্তি। এ রাগের জাতি ও ব্যবহারিক স্বর সম্পর্কে মতভেদ আছে। কোনো মতে রামকলি ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ; আবার কোনো মতে এ রাগের জাতি সম্পূর্ণ। কেউ কেউ এতে উভয় মধ্যমের প্রয়োগ করে শুদ্ধ মধ্যমকে স্পষ্ট রাখেন। আবার কারো মতে এ রাগে উভয় নিখাদের প্রয়োগ বিধেয়। উদ্ভূত রামকলি ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। এ রাগের বাদী স্বর—ধৈবত এবং সমবাদী স্বর —রেখাব। আরোহীতে মধ্যম ও নিখাদ বর্জিত, অবরোহী সম্পূর্ণ। রামকলি প্রাতঃকালীন রাগ। এতে ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব কোমল এবং অন্যান্য স্বরগুলো শুদ্ধ।

আরোহী— স ঋ গ প দ র্স
অবরোহী— র্স ন দ প ম গ ঋ স
পকড়— র্স, দদ, প, মপ, দদ, প, গম, ঋস

স্বর-বিস্তার ঃ

মগ, পপ, দদপ, মগমপ, নদপ, দদপ, মগঋস।
সঋগমপ, দদপ, মগঋস, দদপ, গমপ, গম, ঋস।
পসপ, দঋঋস, গমঋস, দপ, মগমঋ, প, মগমঋ, স।
মপ, দদ, র্স, র্ঋ, র্স, র্সনদপ, পদ, মপ, মগম, ঋ, স॥

লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

স্থায়ী—মায়া মালব জনিত, রাগ লক্ষণ কহত।
রামকলি গ্রন্থ মত, প্রাতহি সুখ উপজত॥
অন্তরা—বাদী ধৈবত করত, রে সমবাদী সুমত।
মা, নি আরোহ ত্যজত, গাবত চতুর কহত॥

স্থায়ী

+		৩			০		১		
র্স	।	র্ঋ	র্স	।	ন	দ	$^{\text{দ}}$ন	দ	প
মা	০	য়া	মা	০	ল	ব	জ	নি	ত
গ	ঋ	ঋ	$^{\text{ম}}$গ	প	ম	গ	$^{\text{ম}}$ঋ	ঋ	স
রা	০	গ	ল	০	ক্ষ	ণ	ক	হ	ত
স	স	স	ঋ	স	দ্	।	দ্	স	স
রা	০	ম	ক	লি	গ্রন্	০	থ	ম	ত
ম	গ	ন	দ	প	প	ম	গ	ঋ	স
প্রা	০	ত	হি	সু	খ	উ	প	জ	ত

অন্তরা

+		৩			০		১		
প	।	প	দ	।	র্স	র্স	র্স	র্স	র্স
বা	০	দী	ধৈ	০	ব	ত	ক	র	ত

+		৩			০		১		
ঋঁ	।	র্গ	ঋঁ	র্স	ঋঁ	।	র্স	দ	দ
রে	০	সম্	০	বা	০	দী	সু	ম	ত
দ	দ	ঋঁ	ঋঁ	র্স	ন	দ	দন	দ	প
মা	নি	আ	০	রো	০	হ	ত্য	জ	ত
মগ	মঋ	ঋ	গ	প	ম	গ	ঋ	ঋ	স
গা	০	ব	ত	চ	তু	র	ক	হ	ত

বিভাস

রাগ-পরিচয়— বিভাস, ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত ঔড়ব জাতীয় রাগ। এতে মধ্যম ও নিখাদ বর্জিত। বাদী স্বর—ধৈবত, ন্যাস স্বর— পঞ্চম। এ রাগের উত্তরাঙ্গ প্রবল। বিভাস প্রাতঃকালীন রাগ। এ রাগের প্রকৃতি শান্ত। এতে ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব ও ধৈবত কোমল এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। অন্য এক মতে বিভাস রাগে কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়। যে মতে কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয় সে মতেও বিভাস রাগের উত্তরাঙ্গ প্রবল। অবরোহীতে মধ্যম ও নিখাদ বর্জিত বলে এ রাগ রামকলি থেকে পৃথক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র বিভাস ব্যতীত প্রাতঃকালীন আর কোনো রাগেই মধ্যম ও নিখাদ স্বর দু'টি বর্জিত হয় না। সেজন্য এ রাগের রূপ সব থেকে পৃথক। সন্ধ্যাবেলার জন্য যেমন রেবা রাগ তেমনি সকাল বেলার জন্য বিভাস রাগ। রেবা রাগের গান্ধার বাদী আর বিভাস রাগের বাদী স্বর ধৈবত। ভৈরব সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। মেঘরঞ্জনীতে পঞ্চম ও ধৈবত বর্জিত। গুনকলিতে গান্ধার ও নিখাদের ব্যবহার নেই। কিন্তু যোগিয়াতে নিখাদ ব্যবহৃত হয়, কেবল গান্ধার বর্জিত। প্রভাত এবং কালিংড়া সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। রামকলি রাগের কেবল আরোহীতে মধ্যম ও নিখাদ বর্জিত, অবরোহী সম্পূর্ণ। সৌরাষ্ট্রও সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। অতএব বিভাস রাগের রূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আরোহী— স ঋ গ প দ র্স
অবরোহী— র্স দ প গ ঋ স
পকড়— পপ দপ গঋ স

স্বর-বিস্তার ঃ

দদপপ, গপদপ, গঋস, গপ, প, প, দ, প, স, ঋগপ, দদপ, গপদপ, গঋস, দদপ।
সঋস, গঋস, গগপপগঋ, স, সঋগপ, গপ, দদপ, গপদ, দপ।
র্সদপ, ঋঁর্স, দদপ, গপদ, র্স, দপ, ঋগপ, দদপ, গপদপগঋস, দদপ।
পগপ, দদ, র্স, র্স, র্সঋঁর্স, র্সঋঁর্গঋঁর্স, র্সঋঁর্স, দ, প, গগপপদ, র্স, দদপ, গপদপ, গঋস ॥

লক্ষণ-গীত—তেওড়া

স্থায়ী— কহত বিভাস ঔড়ব রাগ পাপাধাপাগারেসা,
মা, নি স্বর ত্যজত।
অন্তরা—বাদী করত ধৈবত, চতুর রোহনি
রন্‌জনি সুরত মধুর ॥

স্থায়ী

২		৩		+			২		৩		+		
(প)দ	গ	প	প	দ	।	প	(দ)র্স	।	র্স	র্স	দ	।	প
ক	হ	ত	বি	ভা	০	স	ঔ	০	ড়	ব	রা	০	প
প	প	দ	প	গ	ঋ	স	ঋ´	ঋ´	গ´	ঋ´	র্স	দ	প
পা	পা	ধা	পা	গা	রে	সা	মা	নি	স্ব	র	ত্য	জ	ত

অন্তরা

২		৩		+			২		৩		+		
প	।	(প)র্স	।	র্স	র্স	র্স	ঋ´	।	ঋ´	র্স	গ´	ঋ´	র্স
বা	০	দী	০	ক	র	ত	ধৈ	০	ব	ত	চ	তু	র
ঋ´	।	র্স	র্স	দ	দ	প	প	দ	প	গ	গ	ঋ	স
রো	০	হ	নি	রন্	জ	নি	সু	০	র	ত	ম	ধু	র

ললিত

রাগ-পরিচয়—ললিত, ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত যাড়ব জাতীয় রাগ। এতে পঞ্চম বর্জিত। এ রাগের স্বর-সঙ্গতি ধৈবত থেকে মধ্যম। ললিত রাগে দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ব্যবহারিক স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব ও ধৈবত কোমল। এ রাগের বাদী স্বর—শুদ্ধ মধ্যম এবং সমবাদী স্বর—ষড়্জ। ললিত রাগের উত্তরাঙ্গ প্রবল এবং এর তার-স্থানের ষড়্জ অত্যন্ত আনন্দবর্ধক। মধ্যরাত্রির পর এ রাগ গাওয়া হয়। ললিত রাগের মুখ্য তান হচ্ছে—ন্ঋগম, দক্ষদক্ষম, গ।

আরোহী— ন্ ঋ গ ম, হ্ম ম গ, হ্ম দ র্স
অবরোহী—ঋ´ ন দ, হ্ম দ হ্ম ম গ, ঋ স
পকড়— ন্ ঋ গ ম হ্ম ম

স্বর-বিস্তার ঃ

মগ, ঋস, ন্‌ঋগম, ক্ষমগ, দক্ষাদমম, গ, ঋগঋ, স।
ন্‌ঋগম, মগ ক্ষমগ, ক্ষাদর্স, র্ঋন, ক্ষাদক্ষাদ, ক্ষাম, গঋস।
ক্ষাদর্স, নর্ঋর্স, নর্ঋগর্ঋর্স, নর্ঋনদ, ক্ষাদর্স, র্ঋনদ, ক্ষাদক্ষাদক্ষামগ, ঋগ ঋস ॥

লক্ষণ-গীত—গজঝম্পা তাল

স্থায়ী— ললিত রাগ সুর পঞ্চম ত্যজত,
মধ্যম জীব করত মা-ধা সঙ্গত।
অন্তরা—রে-ধা কোমল কর, গাবে গুণী,
অর্ধ রাত্রি লাগত প্রিয় অতি ॥

স্থায়ী

+				২				০				৩		
গ	ঋ	স	স	।	ঋ	স	স	স	।	গ	ম	ক্ষ	ম	গ
ল	লি	ত	রা	০	গ	সু	র	পন্‌	০	চ	ম	ত্য	জ	ত
গ	গ	ক্ষ	দ	র্স	।	র্স	র্স	র্স	ন	দ	ক্ষাদ	ক্ষা	ম	গ
ম	০	ধ্য	ম	জী	০	ব	ক্ষ	র	ত	মা	ধা০	স	ঙ্গ	ত

অন্তরা

+				২				০				৩		
গ	গ	ক্ষ	দ	র্স	র্স	র্স	র্স	র্স	।	র্স	।	র্ঋ	র্ঋ	র্স
রে	ধা	কো	০	ম	ল	ক	র	গা	০	বে	০	গু	ণী	০
র্ঋ	র্স	র্গ	র্ঋ	র্স	র্ঋ	র্স	র্স	র্স	ন	দ	ক্ষাদ	ক্ষা	ম	গ
অ	০	র্ধ	রা	০	ত্রি	০	ত্রা	০	গ	ত	প্রি০	য়	অ	তি

মন্তব্য—ভাতখণ্ডের ক্রমিক পুস্তকে ললিত রাগ মারবা ঠাটে লেখা আছে। ভৈরব ঠাটের যে ললিত তিনি লিখেছেন তার অবরোহীতে পঞ্চম ব্যবহার করে এর নাম দিয়েছেন 'ললিত পঞ্চম'। মারবা ঠাটের ললিত রাগে তিনি পঞ্চম বর্জিত করে এতে শুদ্ধ ধৈবতের প্রয়োগ করেছেন। ক্রমিক পুস্তক চতুর্থ ভাগ—৪৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভৈরবী

রাগ-পরিচয়—ভৈরবী, ভৈরবী ঠাটের আশ্রয় রাগ। এ রাগের বাদী স্বর—মধ্যম ও সমবাদী স্বর—ষড়জ। অন্যমতে ধৈবত—বাদী ও গান্ধার—সমবাদী। আবার কেউ কেউ পঞ্চমকে আশ্রয় করে ভৈরবী গেয়ে থাকেন। এ রাগ অতি বিস্তৃত বলে নানা রকম ভাবেই গাওয়া চলে। তবে প্রথমোক্ত মধ্যম বাদী ও ষড়জ সমবাদী ভৈরবীই প্রচলিত। এ রাগের জাতি—সম্পূর্ণ। এতে ব্যবহৃত স্বর গুলোর মধ্যে রেখাব, গান্ধার, ধৈবত ও নিখাদ কোমল। কড়ি মধ্যম এ রাগের বিবাদী স্বর। ভৈরবী একটি লোক-প্রিয় ও ভক্তি রসাত্মক রাগ। এতে সব স্বরেরই বিস্তার করা চলে। এ রাগ সব সময়ই গাওয়া হয়, যদিও এর নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে বেলা দ্বিপ্রহর।

আরোহী—স ঋ জ্ঞ ম প দ ণ র্স
অবরোহী—র্স ণ দ প ম জ্ঞ ঋ স
পকড়—জ্ঞ-সঋস বা দ-ণর্স

স্বর-বিস্তার ঃ

দদ, প, ম, জ্ঞ, মজ্ঞ, ঋ, স, ণ্‌স, জ্ঞ, ম, দ, দপ, জ্ঞ, ম, জ্ঞ, ঋ, স।

ণ্‌স, জ্ঞ, ম, প, দদ, প, জ্ঞ, ম, পদ, প, জ্ঞ, মজ্ঞ, ঋ, স, ণ্‌স, জ্ঞ, ম, প, জ্ঞ, দদ, প, জ্ঞ, ম, পমজ্ঞ, ঋস।

স, ণ্‌ঋস, দ্‌দ্‌, ম্‌দ্‌, ণ্‌স, জ্ঞ, ম, পদ, জ্ঞ, ম, দদপ, মজ্ঞঋ, পমজ্ঞস।

জ্ঞম, দ, ণ, র্স, ণর্স, জ্ঞ ঋর্স, ণঋর্স, দ, প, জ্ঞম, পদ, র্স, পদপ, জ্ঞমপ, জ্ঞমজ্ঞঋ, পমজ্ঞঋ, জ্ঞঋস॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী—সব জন ভৈরবী ঠাট বখানত।
রে, গা, ধা, নি কোমল, মধ্যম শুধ্‌ কর,
প্রাতঃসময় ভক্তি-রস মন হর
ভৈরবী রাগিণী মানত॥

অন্তরা—মালকৌশ, ধনাশ্রী, আশাবরী, ভূপালী দিখাবত।
রেপা ধারে গানি মানি ছাড়ত স্বর কো,
চতুর স্বরাপ শুনাবত॥

স্থায়ী

+	৩	০	১
ম ম প ম	ভ । ঋ ঋ	স । দ্ ণ্	স । স স
স ব জ ন	ভৈ ০ র বী	ঠা ০ ট ব	খা ০ ন ত
ণ্ ণ্ ণ্ ণ্	ণ্ । দ্ প্	দ্ । দ্ দ্	প্ প্ ম্ ম্
রে গা ধা নি	কো ০ ম ল	ম ০ ধ্য ম	ত ধ্ ক র
ণ্ । ণ্ ণ্	ণ্ ণ্ দ্ ণ্	স । ঋ ণ্	স । স স
প্রা ০ ত: স	ম য় ভ ০	ক্তি ০ র স	ম ন হ র
স । দ দ	প । দ প	ম । ম ।	ভ ঋ স ।
ভৈ ০ র বী	রা ০ গি ণী	মা ০ ন ০	ত ০ ০ ০

অন্তরা

+	৩	০	১
ভ । ভ ভ	। ভ ভ ।	ম । ম ম	ম । ম ।
মা ০ ল কৌ	০ শ ধ ০	না ০ শ্ রী	আ ০ শা ০
ভ ভ ভ ।	ম । পদ গম	ভ । । ।	। । ঋ স
ব রী ভূ ০	পা ০ নী০ দি০	খা ০ ০ ০	০ ০ ব ত
স স দ দ	প প প প	প । দ দ	প প ভ ।
রে পা ধা রে	গা নি মা নি	ছা ০ ড় ত	স্ব র কো ০
র্স র্স দ দ	প । দ প	ম । ম ।	ভ ঋ স ।
চ তু র স্ব	রূ ০ প শু	না ০ ব ০	ত ০ ০ ০

মালকৌশ

রাগ-পরিচয়—মালকৌশ, ভৈরবী ঠাটের অন্তর্গত ঔড়ব জাতীয় রাগ। এ রাগ আলাপ করার উপযুক্ত। এতে রেখাব ও পঞ্চম বর্জিত। ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে গান্ধার, ধৈবত ও নিখাদ কোমল। এ রাগের প্রকৃতি—গম্ভীর, বাদী স্বর—মধ্যম, সমবাদী স্বর—ষড়জ এবং সময়—রাত্রি তৃতীয় প্রহর। মালকৌশ অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ও লোক-প্রিয় রাগ। এ রাগের মধ্যমকে স্পষ্ট করে দেখানো উচিত। কোমল রেখাব মালকৌশ রাগের বিবাদী স্বর। অনেক সুদক্ষ গায়ক ও বাদক এতে রেখাব ও পঞ্চমের 'কন্' দিয়ে থাকেন। তাতে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। যেমন, কল্যাণ ঠাটে রেখাব ও পঞ্চম বর্জিত করলে হিণ্ডোলের সৃষ্টি হয়, তেমনি ভৈরবী ঠাটে এ দু'টি স্বর বর্জিত করলে মালকৌশ রাগের উৎপত্তি হয়।

আরোহী— স জ্ঞ ম দ ণ র্স
অবরোহী— র্স ণ দ ম জ্ঞ স
পকড়— ণ্ দ্ ণ্ স ম জ্ঞ ম,—স

স্বর-বিস্তার ঃ

ম, ম্, জ্ঞ, ণ্স, ণ্, দ্ণ্, দ্, ম্, দ্, ণ্, স, মম, জ্ঞ, স।
ণ্স, মম, জ্ঞ, ম, দ, জ্ঞ, ম, দদ, ণদ, ম, জ্ঞম, স, দ্, ণ্স, ম, জ্ঞম, জ্ঞ, স।
ণ্স, জ্ঞজ্ঞ, ম, জ্ঞম, ণদম, র্স, ণ, দ, ণদম, জ্ঞমদণদ, র্স, ণর্স, দণদম, জ্ঞমজ্ঞজ্ঞ, স।
জ্ঞম, দ, ণ, র্স, র্মর্জ্ঞ, র্স, ণদণদম, জ্ঞমদণর্স, ণদ, মজ্ঞ, স ॥

লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

স্থায়ী— শাস্ত্র পর মান রাগ কর গান,
শুদ্ধ মুদ্রা, শুদ্ধ বাণী বাক্যে বড়ে জ্ঞান।
অন্তরা—স্বর গা, মা, ধা, নি বিকৃত ; রে, পা বরজ কর মান ;
মধ্যম চতুর অংশ, মালকৌশ কো জান॥

স্থায়ী

+		৩			০		১		
জ্ঞ	ম	দ	ণ	র্স	র্জ্ঞ	র্স	ণ	দ	ম
শা	০	০	০	স্ত্র	প	র	মা	০	ন
দ	দ	র্স	র্স	র্স	র্জ্ঞ	র্স	ণ	দ	ম
রা	০	০	০	গ	ক	র	গা	০	ন
র্জ্ঞ	র্জ্ঞ	র্জ্ঞ	র্ম	র্জ্ঞ	র্স	র্স	ণ	দ	ম
শু	দ্ধ	মু	০	দ্রা	শু	দ্ধ	বা	০	ণী
জ্ঞ	ম	দ	ম	র্স	র্জ্ঞ	র্স	ণ	দ	ম
বা	০	০	০	ক্যে	ব	ড়ে	জ্ঞা	০	ন

অন্তরা

+		৩			০		১		
জ্ঞ	ম	দ	দ	ণ	র্স	র্স	র্স	র্স	র্স
স্ব	র	গা	মা	ধা	নি	বি	কৃ	রি	ত

+		৩			০		১		
র্স	র্স	র্স	র্স	র্স	র্জ্ঞ	র্স	ণ	দ	ম
রে	পা	ব	র	জ	ক	রি	মা	০	ন
র্জ্ঞ	র্জ্ঞ	র্ম	র্ম	র্ম	র্জ্ঞ	র্ম	র্জ্ঞ	।	র্স
ম	০	ধ্য	ম	চ	তু	র	অং	০	শ
র্স	র্স	র্স	র্স	র্স	র্জ্ঞ	র্স	ণ	দ	ম
মা	০	ন	কৌ	০	শ	কো	জা	০	ন

আশাবরী

রাগ-পরিচয়—আশাবরী, আশাবরী ঠাটের আশ্রয় রাগ। এ রাগের জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহীতে গান্ধার ও নিখাদ বর্জিত এবং অবরোহী সম্পূর্ণ। বাদী স্বর—ধৈবত; সমবাদী স্বর—গান্ধার; গ্রহ স্বর—মধ্যম; ন্যাস স্বর—পঞ্চম। অবরোহীতে পঞ্চম দুর্বল। এতে ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে গান্ধার, ধৈবত ও নিখাদ কোমল এবং অবশিষ্ট স্বরগুলো শুদ্ধ। অনেকে আশাবরী রাগের অবরোহীতে কোমল রেখাব ব্যবহার করে থাকেন। এতে শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না, বরং বিবাদী স্বরের প্রয়োগে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আশাবরীতে কোমল রেখাবের প্রয়োজন হয় না। কোমল রেখাবকে একমাত্র বিবাদী স্বর মনে করেই ব্যবহার করা উচিত। আশাবরী উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। এর স্বরূপ প্রকাশ পায় অবরোহীতে। এ রাগে গান্ধার ও পঞ্চমের স্বর-সঙ্গতি মধুর শোনায়। আশাবরী রাগ বেলা দ্বিপ্রহরে গাওয়া হয়।

আরোহী— স র ম প দ র্স
অবরোহী— র্স ণ দ প ম জ্ঞ র স
পকড়— স র ম প দ প বা র ম প র্স দ প

স্বর-বিস্তার ঃ

স, র, ম, প, দদ, প, ম, প, দজ্ঞ, র, স, ণ্, দ্, প্, ম্, প্, দ্দ্, স, র, ম, প, দজ্ঞ, র, স।

মম, প, দদপ, ণদপ, দমপ, দজ্ঞ, র, মপ, দদ, প, মপ, দজ্ঞ, র, মপ, দপ, মপ, জ্ঞ, র, পজ্ঞর, স।

মপ, দদ, র্স, র্ম, র্রর্জ্ঞর্র, র্স, ণদ, প, দমপ, র্স, ণদ, প, মপ, দ, মপ জ্ঞ, র, স॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতালে

স্থায়ী— কানা মোহে আশাবরী রাগ শুনায়ে,
গা, নি কো অধিরোহন মে ছুঁপায়ে;
সারে মারে মাপা ধাপা ধাগা রেসা রেনি ধাপা।
অন্তরা—ধৈবত বাদী, গা সমবাদী, মধ্যম সুর গ্রহ ন্যাস সুপঞ্চম
অবরোহণ সম্পূরণ দিখাবত, সারে মারে মাপা ধাপা
ধাগারেসারেনিধাপা ॥

স্থায়ী

০				১				+				৩			
(দ)ম	পর্স	(ণ)দ	প	দ	ম	(ম)পদ	(প)পম	(ম)জ্ঞ	।	(স)র	স	(ম)র	ম	(ম)প	।
কা	না০	মো	হে	আ	শা	ব০	রী০	রা	০	গ	শু	না	০	য়ে	০
(ণ)দ	(ণ)দ	(ণ)দ	।	(দ)ণ	দ	প	দম	ম	প	পস	মপ	(ম)জ্ঞ	।	(স)র	স
গা	নি	কো	০	অ	ধি	রো	০০	হ	ণ	মে০	ছুঁ০	পা	০	০	য়ে
স	(ম)র	ম	র	ম	প	(ণ)দ	প	(ণ)দ	(ণ)র্জ্ঞ	র্র	র্স	র্র	ণ	দ	প
সা	রে	মা	রে	মা	পা	ধা	পা	ধা	গা	রে	সা	রে	নি	ধা	প

অন্তরা

০				১				+				৩			
(প)ম	।	প	প	(ণ)দ	।	ণদ	।	(দ)র্স	।	র্স	র্স	র্স	।	র্স	।
ধৈ	০	ব	ত	বা	০	দী০	০	গা	০	স	ম	বা	০	দী	০
(ণ)দ	।	ণদ	দ	(দ)র্স	র্স	র্স	র্স	র্সর্র	(র্স)র্জ্ঞ	(র্স)র্র	র্স	(ণ)র্স	র্রণ	দ	প
ম	০	ধ্য০	ম	সু	র	গ্র	হ	ন্যা০	০	স	সু	পন্	০০	চ	ম
(প)ম	প	(প)র্স	।	(ণ)দ	প	(ম)পদ	(প)মপ	(ম)জ্ঞ	জ্ঞ	র	স	(স)র	।	স	।
অ	ব	রো	০	হ	ণ	সম্	০০	পূ	র	ণ	দি	খা	০	ব	ত
স	(ম)র	ম	র	ম	প	(ণ)দ	প	(ণ)দ	(ম)র্জ্ঞ	র্র	র্স	র্র	ণ	দ	প
সা	রে	মা	রে	মা	পা	ধা	পা	ধা	গা	রে	সা	রে	নি	ধা	পা

জৌনপুরী

রাগ-পরিচয়—জৌনপুরী, আশাবরী ঠাটের ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। আরোহীতে গান্ধার বর্জিত এবং অবরোহী সম্পূর্ণ। এ রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে গান্ধার, ধৈবত ও নিখাদ কোমল। এ ছাড়া অন্যান্য স্বরগুলো শুদ্ধ। বাদী স্বর—ধৈবত ; সমবাদী স্বর—গান্ধার ; বিবাদী স্বর—শুদ্ধ নিখাদ এবং গাইবার সময়—বেলা দ্বিপ্রহর। বর্তমান সময়ের গায়ক-বাদকগণ আশাবরীতে দুই রেখাব (আরোহীতে শুদ্ধ ও অবরোহীতে কোমল) এবং জৌনপুরীর আরোহী-অবরোহী উভয় দিকেই এক রেখাবের প্রয়োগ করে এ দু'টি রাগের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে, আশাবরীর আরোহীতে গান্ধার ও নিখাদ এ দু'টি স্বর বর্জিত। যেমন—স র ম প দ র্স। আর জৌনপুরীর আরোহীতে নিখাদ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু গান্ধার বর্জিত। যেমন—স র ম প দ ণ র্স। আশাবরী ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ এবং জৌনপুরী ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। অর্থাৎ আশাবরীর আরোহী ঔড়ব, অবরোহী সম্পূর্ণ এবং জৌনপুরীর আরোহী ষাড়ব, অবরোহী সম্পূর্ণ। আশাবরীর স্বরূপ থেকে জৌনপুরের সুলতান হোসেন 'জৌনপুরী' রাগের সৃষ্টি করেন। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এ রাগে আশাবরী ও মধুমাধ্ রাগের মিশ্রণ আছে। জৌনপুরী একটি শ্রুতি মধুর এবং লোক-প্রিয় রাগ।

আরোহী— স র ম প দ ণ র্স
অবরোহী—র্স ণ দ প ম জ্ঞ র স
পকড়— মপজ্ঞ, রমপ, ণদপ বা মপণদপ, দণদপ

স্বর-বিস্তার ঃ

ম, গ, দদ, প, জ্ঞ, র, স, র, ম, প, দ, ণ, দ, প, ম, গ, জ্ঞ, র, স।

স, র, মপ, দ, দপ, ণদ, প, মম, দ, ণর্স, ণদ, প, মপ, জ্ঞ, র, স, ণ্, দ্‌প্, ম্‌প্, দ্, ণ্‌স, র, ম, প, র,স।

প, ম, প, দদ, প, মপ, র্স, ণদ, প, দ, মপ, জ্ঞ, র, মপ, দদপ, দপ, দমপ, জ্ঞ, র, স, রস।

মম, প, দ, ণর্স, জ্ঞ, র্র, র্স, গদ, প, মপ, র্স, ণদ, প, মপ, জ্ঞ, র, স।

মপ, দ, ণর্স র্রজ্ঞর্রস, ণদপ, মপ, দদপ, ণদপ, মপ, জ্ঞ, র, স॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী— মোরে সইয়াঁ জৌনপুরী কো শুনায়ে,
নট ভৈরবী কো মেল রচায়ে;
সারেমাপা ধানিসারে গারেসারে সানিধাপা।

অন্তরা— আশাবরী কো নি সো রচায়ে,
দেবগান্ধার অ রি ধ সমঝায়ে
দেশী অ ধ গ চতুর গুণী সম্মত ধৈবত বাদী বনায়ে ॥

স্থায়ী

০				১				+				৩			
দ	ম	প	র্স	(ণ)দ	প	পদ	মপ	(র)জ্ঞ	সর	ম	ম	প	।	প	।
মো	রে	সৈ	য়াঁ	জৌ	০	ন০	০০	পু	রী০	কো	ঙ	না	০	য়ে	০
ম	প	দ	।	দ	দ	প	দ	জ্ঞ	।	র	রস	র	।	স	।
ন	ট	ভৈ	০	র	বী	কো	০	মে	০	ল	র০	চা	০	য়ে	০
স	র	ম	প	দ	ণ	র্স	র্র	র্জ্ঞ	র্র	র্স	র্র	র্স	ণ	দ	প
সা	রে	মা	পা	ধা	নি	সা	রে	গা	রে	সা	রে	সা	নি	ধা	পা

অন্তরা

০				১				+				৩			
ম	।	প	।	দ	দ	ণ	।	র্স	।	র্স	র্স	ণ	র্স	র্স	।
আ	০	শা	০	ব	রী	কো	০	নি	০	সো	বঁ	চা	০	য়ে	০
দ	।	দ	দ	ণ	র্স	র্স	র্র	র্জ্ঞ	র্জ্ঞ	র্র	র্স	ণ	র্স	দ	প
দে	০	ব	গান্	ধা	০	র	অ	রি	ধ	স	ম	ঝা	০	য়ে	০
দ	।	দ	।	ণ	দ	প	দ	র্জ্ঞ	ম	(ম)দ	প	জ্ঞ	।	র	স
দে	০	শী	০	অ	ধ	গ	চ	তু	র	গু	ণী	সম্	০	ম	ত
র্জ্ঞ	।	র্র	র্র	র্স	।	ণ	র্স	ণ	র্স	ণর্স	র্র	ণ	দ	প	নপ
ধৈ	০	ব	ত	বা	০	দী	ব	না	০	০০	০	য়ে	০	০	০০

দরবারী

রাগ-পরিচয়—আশাবরী ঠাট থেকে দরবারী রাগের উৎপত্তি। দরবারী, কানাড়া অঙ্গের রাগ। মিয়া তানসেন এ রাগের স্রষ্টা ও প্রবর্তক। দরবারী আলাপের উপযোগী রাগ। এর স্বরূপ বেশীর ভাগ মন্দ্র-সপ্তকে স্পষ্ট। এতে ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ কোমল এবং অন্যান্য স্বরগুলো শুদ্ধ। গান্ধার আরোহীতে বক্র। অবরোহীতে ধৈবত দুর্বল ও আন্দোলিত। সরল তানে ধৈবত ব্যবহৃত হয় না। এ রাগের বিশেষত্ব হচ্ছে,

কোমল গান্ধারের আন্দোলন এবং নিখাদ ও পঞ্চমের সংযোগ। দরবারী রাগের পূর্বাঙ্গ প্রধান; প্রকৃতি গম্ভীর; বাদী স্বর—রেখাব; সমবাদী স্বর—পঞ্চম; জাতি—সম্পূর্ণ এবং সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। দরবারী বিলম্বিত লয়ে গাওয়া উচিত।

আরোহী— ণ্ স, র জ্ঞ—র স—, ম প দ ণ র্স
অবরোহী— র্স দ—ণ প—, ম প জ্ঞ ম র স
পকড়— সরজ্ঞ, মরস, ণ্সরদ্ণ্প্ অথবা ম্প্দ্ণ্সরজ্ঞ, মরস

স্বর-বিস্তার ঃ

রর, স, ণ্স, রদ্, ণ্প্, ম্প্, দ্দ্, ণ্স, র, স।
ণ্স, র, জ্ঞজ্ঞ, মর, স, ণ্সর, দ্ণ্প্, ণ্প্, দ্, ণ্, সদ্ণ্, স।
ণ্স, র, নপ, দদ, ণপ, মপ, দজ্ঞ, মপ, জ্ঞমর, স, দ্ণ্, র, স, জ্ঞজ্ঞ, মর, র, স।
মপ, দদ, ণ, র্স, দণর্স, ণর্সর্র, দণপ, মপদদ, ণপ, জ্ঞমর, সস।
ণ্সরমপ, দদণপ, মপদণর্স, র্রজ্ঞর্র, র্সণর্স, দণর্স, দদণপ, মপদ, জ্ঞ, মর, র, স॥

লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

স্থায়ী— দরবার কি সুরত গুনীয়ণ বখানত।
নট ভৈরবী, মেল কর্ণাট উপভেদ।
অন্তরা— বাদী রিষভ হোত, ধৈবত বিলোম ত্যজত।
গান্ধার মূছিত রসিক জনমন হরত॥
সঞ্চারী— মন্দ্র বিচিত্র অতি সঙ্গত নিয়ত পা-নি-পা।
পূর্বাঙ্গ নিত প্রবল সু নিশীথ কে সময়॥
আভোগ— আরোহী-অবরোহী লক্ষ-সঙ্গীত মত।
নিসা রেমা পাধা নিসা রেসা,
রেরে সানি পাগা গামা রেসা॥

স্থায়ী

+		৩			০		১		
র	স	দ্	ণ্	প্	স	দ্	ণ্	স	স
দ	র	বা	০	র	কি	০	সু	র	ত

ণ্	স	ণ্	স	র	দ্	।	ণ্	ণ্	দ্
গু	ণী	য়	ণ	ব	খা	০	০	ন	ত
ম্	প্	দ্	।	ণ্	স	দ্	ণ্	স	স
ন	ট	ভৈ	০	র	বী	০	মে	০	ল
জ্ঞ	জ্ঞ	জ্ঞ	ম	র	র	র	স	ণ্	স
ক	রু	না	০	ট	উ	প	ভে	০	দ

অন্তরা

+		৩			০		১		
ম	প	দ	।	ণ	র্স	র্স	র্স	।	র্স
বা	০	দী	০	রি	ষ	ড়	হো	০	ত
র্স	ণ	র্র	র্র	র্স	ণ্	র্স	দ	ণ	প
ধৈ	০	ব	ত	বি	লো	০	ম	ত্য	জ
র্জ্ঞ	।	র্জ্ঞ	।	ম	র্র	।	র্স	র্র	র্স
গান্	০	ধা	০	র	খু	০	র	ছি	ত
ম	প	র্স	ণ	প	জ্ঞ	ম	র	র	স
র	সি	ক	জ	ন	ম	ন	হ	য়	ত

সঞ্চারী

+		৩			০		১		
ম	।	ম	ম	ম	প	।	প	ণ	প
মন্	০	দ	র	বি	চি	০	ক্র	অ	তি
ম	।	প	প	র্স	ণ	প	প	ণ	প
সং	০	গ	ত	নি	য়	ত	পা	নি	প
প	।	জ্ঞ	।	ম	র	র	স	র	সা
পু	০	বাং	০	গ	নি	ত	প্র	ব	ল
স	ম	প	।	র্স	দ	।	ণ	ণ	প
সু	নি	শী	০	থ	কে	০	স	ম	স্ত

আভোগ

+		৩			০		১		
ম	প	ণদ	।	ণ	র্স	র্স	ণ	র্স	র্স
আ	০	রো	০	হী	অ	ব	রো	০	হী
ণ	র্স	র্র	র্স	।	ণ	র্স	দ	ণ	প
ল	০	ক্ষ	সং	০	গী	০	ত	ম	ত
ণ্	স	র	ম	প	দ	ণ	র্স	র্র	র্স
নি	সা	রে	মা	পা	ধা	নি	সা	রে	সা
র্র	র্র	র্স	ণ	প	জ্ঞ	জ্ঞ	ম	র	স
রে	রে	সা	নি	পা	গা	গা	মা	রে	সা

টোড়ী

রাগ-পরিচয়—টোড়ী, টোড়ী, ঠাটের আশ্রয় রাগ। এ রাগের জাতি সম্পূর্ণ। ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব, গান্ধার ও ধৈবত কোমল, মধ্যম তীব্র (কড়ি) এবং নিখাদ শুদ্ধ। টোড়ী রাগের প্রকৃতি — গম্ভীর; বাদী স্বর—ধৈবত; সমবাদী স্বর—গান্ধার এবং সময় — বেলা দ্বিপ্রহর। এ রাগে পঞ্চম দুর্বল এবং রেখাব গান্ধার ও ধৈবত প্রবল। টোড়ী বিলম্বিত লয়ে গাওয়া উচিত।

আরোহী— স ঋ জ্ঞ হ্ম প দ ন র্স
অবরোহী— র্স ন দ প হ্ম জ্ঞ ঋ স
পকড়— দ্‌ন্‌সঋজ্ঞ বা পহ্মজ্ঞঋজ্ঞঋস

স্বর-বিস্তার ঃ

দদ, প, দ, পহ্মজ্ঞ, ঋজ্ঞ, ঋ, স, ন্‌দ, ন্‌স, জ্ঞ, ঋজ্ঞ, ঋ, স।
দ্‌ন্‌স, জ্ঞ, ঋজ্ঞ, ঋস, ন্‌দ্‌, প্‌, প্‌দ্‌, ন্‌স, দ্‌, ন্‌স, ঋজ্ঞ, হ্মজ্ঞ, ঋজ্ঞ, ঋ, স।
স, ঋজ্ঞ হ্মজ্ঞ, হ্মপ, দদ, প, হ্মজ্ঞ, হ্ম, ঋজ্ঞ, ঋস, ন্‌দ্‌, স, ঋজ্ঞ, হ্মজ্ঞ, হ্মঋজ্ঞ, হ্মপ, দদপ, নদপ, দপ, দহ্মজ্ঞ, জ্ঞ, ঋজ্ঞ, ঋ, স।
হ্মদ, র্স র্ঋ র্স, দ, নর্স, র্ঋর্জ্ঞর্ঋ, র্স,নদ, প, হ্মপ, দহ্মজ্ঞ, ন, হ্মদ, জ্ঞহ্ম, ঋজ্ঞ, ঋঋ, স॥

লক্ষণ-গীত—একতালা

স্থায়ী— বিকরিত যব ধা-গা-রে করত, মা-নি তীবর সুর সঙ্গত,
সুগম সরল সম্পূরণ গুণী টোড়ী কো বরণত।

অন্তরা— ধৈবত যহাঁ অংশ রহত রে-গা সুর তহাঁ সহচর মত,
পঞ্চম কোউ অল্প কহত, হররঙ্গ কো মত অভিমত॥

স্থায়ী

+			৩			০			১		
ঋ	জ্ঞ	ঋ	ঋ	স	স	(ন)দ্	দ্	ন্	স	ঋ	জ্ঞ
বি	ক	রি	ত	য	ব	ধা	গা	রে	ক	র	ত
ক্ষ	প	ক্ষপ	দ	ক্ষ	জ্ঞ	ঋ	জ্ঞ	ঋ	।	স	স
মা	নি	তীO	O	ব	র	সু	র	সং	O	গ	ত
(স)ন্	সঋ	জ্ঞ	জ্ঞ	(দ)ক্ষ	ক্ষ	দ	।	দ	ন	দ	দ
সু	গO	ম	স	র	ল	স	ম্	পূ	০	র	ণ
(প)দ	ণ	(ণ)দ	ণ	(দ)ক্ষ	জ্ঞ	(জ্ঞ)ঋ	জ্ঞ	ঋ	ঋ	স	স
গু	ণী	টো	০	ড়ী	০	কো	০	ব	র	ণ	ত

অন্তরা

+			৩			০			১		
ক্ষ	জ্ঞ	ক্ষ	(দ)ক্ষ	দ	দ	(র্স)ন	।	র্স	ন	র্স	।
ধৈ	০	ব	ত	য	হাঁ	অং	০	শ	র	হ	ত
ন	ন	(র্স)র্ঋ	র্জ্ঞ	র্ঋ	র্স	ন	ন	(ন)র্ঋ	ন	দ	প
রে	গা	সুO	র	ত	হাঁ	স	হ	চ	র	ম	ত
ক্ষ	দ	ন	র্স	ন	দ	(দ)ক্ষ	জ্ঞ	ঋ	(ঋ)জ্ঞ	ঋ	স
প	ন্	চ	ম	কো	উ	অ	ল্	প	ক	হ	ত
(স)ঋ	ঋ	র্ঋ	র্ঋর্জ্ঞ	র্ঋ	র্স	(জ্ঞ)ঋ	ঋ	ঋজ্ঞ	ঋ	স	।
হ	র	র	ঙ্গO	কো	O	ম	ত	অO	ভি	ম	ত

মূলতানী

রাগ-পরিচয়—মূলতানী, টোড়ী ঠাটের অন্তর্গত ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। এ রাগে কোমল রেখাব, গান্ধার ও ধৈবত, কড়ি মধ্যম এবং শুদ্ধ নিখাদ ব্যবহৃত হয়। আরোহীতে রেখাব ও ধৈবত বর্জিত। নিখাদ, ষড়জ, গান্ধার, মধ্যম ও পঞ্চম ইত্যাদি স্বরের পূর্ণ বিস্তার এবং স্বর-সঙ্গতি থেকে রাগ-রূপ স্পষ্ট হয়। গান্ধার ও মধ্যমের আন্দোলন শ্রুতি মধুর। বাদী স্বর—পঞ্চম; সমবাদী স্বর—ষড়জ এবং সময়—বেলা তৃতীয় প্রহর। মূলতানী 'পরমেল প্রবেশক' রাগ। এই রাগ পূর্বী ঠাটের রাগের আগেই গাওয়া উচিত। সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, দ্বিপ্রহরে ধৈবত ও গান্ধার বর্জিত রাগ সুচারুরূপে পরিবেশন করে শ্রোতাদের মনে রেখাব ও ধৈবত বর্জিত রাগ শোনার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা উচিত। মূলতানী রাগে গান্ধার কোমল। আবার গান্ধারকে শুদ্ধ করে পরমূহূর্তেই পুর্বী ঠাটে প্রবেশ করা যায়।

আরোহী— ন্ স জ্ঞ হ্ম প ন র্স
অবরোহী—র্স ণ দ প হ্ম জ্ঞ ঋ স
পকড়— ন্সহ্মজ্ঞ বা সজ্ঞহ্মপ

স্বর-বিস্তার ঃ

প, জ্ঞ, ঋস, ন্স, ন্, স, জ্ঞ, হ্মপ, প, দপ, হ্মজ্ঞ, জ্ঞহ্মপ, হ্মজ্ঞ, ঋস।
ন্স, জ্ঞ, ঋস, ন্স, জ্ঞহ্মপ, হ্মজ্ঞ, ঋস, ন্সজ্ঞহ্মপ, দপহ্মপহ্ম, জ্ঞহ্মপহ্মজ্ঞ, ঋস।
জ্ঞহ্মপ, নদপ, হ্মপহ্ম, জ্ঞহ্মপহ্মজ্ঞ, ঋস, ন্স, জ্ঞহ্মপ, নর্স, নদপপ, পহ্মজ্ঞ, পজ্ঞ, ঋস।
পহ্ম, জ্ঞহ্মপ, নর্স, র্জ্ঞর্ঋর্স, নর্স, নদপ, জ্ঞহ্মপ, নর্স, নদপ, পজ্ঞ, হ্মজ্ঞ, ঋস॥

লক্ষণ-গীত—একতালা (দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

স্থায়ী— মেল বরালী কো সাধ, গাবত সব মূলতান।
আরোহণ রে-ধা স্বর বিণ সময় কহত অপরাহ্ন॥
অন্তরা—পঞ্চম যহাঁ বাদী হোত, মা গা পা গা সঙ্গত সমান।
ধনাশ্রী, পলাশী গহত তীব্র ধর চতুর মান॥

স্থায়ী

+		০		২		০		৩		৪	
স	ন্	স	স	হ্ম	জ্ঞ	হ্ম	།	প	প	།	প
মে	০	ল	ব	রা	০	লী	০	কো	সা	০	ধ

+		০		২		০		৩		৪	
হ্ম	।	প	দ	প	প	প	হ্ম	প	হ্ম	জ্ঞ	জ্ঞ
গা	০	ব	ত	স	ব	মূ	০	ল	তা	০	ন
জ্ঞ	হ্ম	প	।	ন	ন	ন	র্স	ন	দ	প	প
আ	০	রো	০	হ	ণ	রে	ধা	স্ব	র	বি	ণ
প	প	হ্ম	জ্ঞ	হ্ম	প	জ্ঞ	।	ঋ	স	।	স
স	ম	য়	ক	হ	ত	অ	০	প	রা	০	হ্ণ

অন্তরা

+		০		২		০		৩		৪	
প	।	প	হ্ম	জ্ঞ	হ্ম	প	ন	ন	র্স	।	র্স
পন্	০	চ	ম	য	হাঁ	বা	০	দী	হো	০	ত
ন	ন	র্স	র্জ্ঞ	র্ঋ	র্স	ন	ন	র্স	ন	দ	প
মা	গা	পা	গা	সং	০	গ	ত	স	মা	০	ন
জ্ঞ	হ্ম	প	ন	র্স	র্জ্ঞ	র্ঋ	।	র্স	ন	র্স	র্স
ধ	০	না	০	শ্রী	প	লা	০	শী	গ	হ	ত
ন	র্স	ন	দ	প͡	জ্ঞ	প͡	জ্ঞ	ঋ	স	।	স
তী	০	ব	র	ধ	র	চ	০	তু	র্মা	০	ন

পূর্বী

রাগ-পরিচয়—পূর্বী, পূর্বী ঠাটের আশ্রয় রাগ। পূর্বীকে 'পুরবী'ও বলা হয়। এ রাগের বাদী স্বর—গান্ধার; সমবাদী স্বর—নিখাদ; জাতি—সম্পূর্ণ এবং সময়—সন্ধ্যাকাল। শ্রীরাগের বাদী স্বর রেখাব, আর পূর্বীরাগের গান্ধার বাদী স্বর। সেজন্য পূর্বীরাগ, শ্রীরাগের পর গাওয়া উচিত। গায়ক ও বাদকগণ পূর্বীরাগে অবরোহীতে গান্ধারের সঙ্গে শুদ্ধ মধ্যমও প্রয়োগ করে থাকেন। তাতে শাস্ত্রীয় নিয়ম লংঘন করা হয় না। কোনো কোনো গ্রন্থে পূর্বীরাগ ভৈরব-ঠাটে লেখা আছে। সেই অনুপাতে এতে শুদ্ধ মধ্যম হওয়া আবশ্যক। কিন্তু পূর্বীরাগ সন্ধ্যা-কালে গাওয়ার নিয়ম প্রচলিত। সেজন্য গায়ক-বাদকগণ এতে উভয় মধ্যম (আরোহীতে কড়ি এবং অবরোহীতে শুদ্ধ) ব্যবহার করেন। বাস্তবরূপে দুই মধ্যম থেকেই এ রাগের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়। দক্ষিণ পদ্ধতিতে পূর্বী রাগে কেবল কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উত্তর পদ্ধতিতে উভয় মধ্যমের প্রয়োগই প্রচলিত। 'সা', 'গা' ও 'পা' এ স্বরগুলোর উপরই

রাগের সৌন্দর্য নির্ভর করে। পূর্বী অত্যন্ত সহজ স্বরূপের রাগ। এর গতিও সরল। এ রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব ও ধৈবত কোমল, মধ্যম উভয় প্রকার এবং গান্ধার ও নিখাদ শুদ্ধ। পূর্বী রাগের প্রকৃতি গম্ভীর অথচ করুণ। ভৈরব ঠাটে শুদ্ধ মধ্যমের স্থলে কড়ি মধ্যম প্রয়োগ করলেই পূর্বী ঠাটের সৃষ্টি হয়।

লক্ষ্মৌ প্রদেশে পূর্বী রাগে উভয় ধৈবত প্রয়োগ করে গাওয়া হয়। সেখানে প্রচলিত পূর্বী রাগে কোমল ধৈবত দুর্বল এবং শুদ্ধ ধৈবত প্রবল।

আরোহী— স ঋ গ হ্ম প দ ন র্স

অবরোহী—র্স ন দ প হ্ম গ, ম গ ঋ স

পকড়— প হ্ম গ ম গ ঋ স, ন্ ঋ গ

স্বর-বিস্তার ঃ

গ, ঋস, ন্ঋগ, ঋগ, হ্মহ্ম, গমগ, ঋগ, ঋস।

ন্ঋগ, ঋগ, ন্ঋন্, হ্ম্দ্ন্ঋগ, হ্মপ, হ্ম, গমগ, ঋগঋস।

ন্সঋগঋগ, ন্ঋগহ্মপহ্মমগ, পহ্মগমগ, গহ্মপ, হ্মপদদপ, নদপ,হ্মহ্ম গমগ, ঋগঋস।

গগ, হ্মদহ্ম, র্স, নর্ঋর্স, নর্ঋর্গর্ঋর্স, নর্ঋনদপ, পহ্মমগ, হ্মদনর্ঋনদপ, হ্মগঋগঋস ॥

লক্ষণ-গীত—চক্রতাল

স্থায়ী— আরে মন রে কর বিচার,
ত্যজ সব অবিচার ঘড়িপল অবধি বীতত।

অন্তরা—চতুর কো কর সুমরণ,
হোত ভবতরণ চক্রধর কো গঁভার ॥

স্থায়ী

+				২		৩		৪		৫			
প	দ	হ্ম	প	হ্ম	গ	গম	ঋ	গ	গ	ন্	ঋ	গ	হ্ম
অ	রে	ম	ন	রে	ক	র০	বি	চা	র	ত্য	জ	স	ব

৬		৭		৮				৯		০		০	
গ	ঋ	স	স	হ্ম্	দ্	ন্	স	ন্	ঋ	গ	ঋ	স	স
অ	বি	চা	র	ঘ	ড়ি	প	ল	অ	ব	ধি	বী	ত	ত

অন্তরা

+				২		৩		৪		৫			
গ	গ	হ্ম	দ	ণ	ণ	র্স	র্স	র্স	র্স	ন	র্স	র্স	ঋ্
চ	তু	র	কো	ক	র	সু	ম	র	ণ	হো	০	ত	ভ

৬		৭		৮				৯		০		০	
র্স ন	ন	দ	প	হ্ম	দ	হ্ম	গ	হ্ম	ঋ	গ	ঋ	স	স
ব	ত	র	ণ	চ	০	ক্র	০	ধ	র	কো	সঁ	ভা	র

শ্রীরাগ

রাগ-পরিচয়—প্রচলিত মতে পূর্বী ঠাট থেকে শ্রীরাগের উৎপত্তি। কর্ণাটিক পদ্ধতি অনুসারে এ রাগ কাফী ঠাটের অন্তর্গত। এর আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত এবং অবরোহীতে সাতটি স্বরই ব্যবহৃত হয়। সেজন্য শ্রীরাগের জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ। এ রাগের বাদী স্বর—রেখাব; সমবাদী-স্বর—পঞ্চম; বিবাদী-স্বর—শুদ্ধ মধ্যম; প্রকৃতি—গম্ভীর এবং সময়—দিবা চতুর্থ প্রহর। এ রাগ অত্যন্ত শ্রুতি মধুর। শ্রীরাগের স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর বিশেষত্ব হচ্ছে, রেখাব ও পঞ্চমের স্বর-সঙ্গতি। একে 'সন্ধি প্রকাশ রাগ' বলা হয়। এতে ব্যবহৃত স ঋ ঋ স স্বরগুলো অত্যন্ত মধুর। এ রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব ও ধৈবত কোমল, মধ্যম তীব্র (কড়ি) এবং গান্ধার ও নিখাদ শুদ্ধ। শ্রীরাগ বিলম্বিত লয়ে গাওয়া উচিত।

আরোহী— স ঋ হ্ম প ন র্স
অবরোহী—র্স ন দ প হ্ম গ ঋ স
পকড়— হ্ম প ঋ ঋ স অথবা স ঋ ঋ স

স্বর-বিস্তার ঃ

ঋঋস, ন্স, ঋঋস, ন্ঋগঋস, ন্স, হ্মগঋ, গঋস, ন্ঋস।
স, ন্ন্, ঋন্দ্প্, হ্ম্প্, দ্প্, ন্দ্প্, ন্ন্, ঋস, গঋগঋস, ন্ঋস।
ন্স, ঋস, গঋস, ন্সগঋস, গঋহ্মগঋস, ন্ঋস, গঋহ্মগঋ, দহ্মগঋ, ন্ঋস।
ন্ঋস, প, প, হ্মদহ্মগঋ, নদপ, হ্মগঋ, ঋগহ্মগঋ, গঋস, ন্ঋস।
প, প, দপ, র্স, র্সঋর্স, নঋর্গঋস, ঋনদপ, হ্মদপ, নঋনদপ, হ্মদহ্ম, গঋ, গঋস।

লক্ষণ-গীত—চৌতাল

স্থায়ী— শ্রী রাগ গুণী বখান, পূরবী কো মেল জান।
আরোহণ ধা-গা বিণ কর বাদী স্বর রিষভ মান॥

অন্তরা— গৌরী, মালবী, ত্রিবন, পূর্বী, টঙ্কী, অতি শোভন।
ভার্যা পাঁচ সব সুমত, ইন্দ্রপ্রস্থ মত প্রমাণ॥

সঞ্চারী— মনহর ভূপাল, জয়ৎ কল্যাণ, হাম্বীর, হেম।
পূর্বা অরু শ্যাম কহত, রাগ-পুত্র অষ্ট নাম॥

অভোগ— গুণসাগর বিহঙ্গড়, মালব, গম্ভীর সিন্ধগড়।
গৌড়কল্যাণ কুম্ভ ভাবভট্ট মত প্রমাণ॥

স্থায়ী

+		০		২		০		৩		৪	
ঋ́	ঋ́	ঋ́	র্স	।	র্স	ন	ন	র্স	ন	দ	প
শ্রী	রি	০	রা	০	গ	গু	ণী	ব	খা	০	ন
হ্ম	।	প	দ	হ্ম	গ	গ	।	হ্ম	স	।	স
পূ	০	র	বী	কো	০	মে	০	ল	জা	০	ন
ন	স	ঋ	।	স	স	দ	প	ন	ন	র্স	র্স
আ	০	রো	০	হ	ণ	ধা	গা	বি	ণ	ক	র
ন	র্স	ন	ন	প	(প)দ	হ্ম	গ	ঋ	গ	ঋ	স
বা	০	দী	০	স্ব	র	রি	ষ	ভ	মা	০	ন

অন্তরা

+		০		২		০		৩		৪	
প	দ	প	।	ন	।	ন	ন	র্স	র্স	র্স	র্স
গৌ	০	রী	০	মা	০	ল	বী	ত্রি	র	ব	ন
(ঋ́)ন	।	ঋ́	র্গ	ঋ́	ঋ́	র্স	র্স	(ঋ́)ন	।	দ	প
পু	০	বী	টং	০	কী	অ	তি	শো	০	ভ	ন
হ্ম	।	প	।	ন	।	র্স	ঋ́	ঋ́	ঋ́	র্স	র্স
ভা	০	র্যা	০	পাঁ	০	চ	স	ব	সু	ম	ত
ন	র্স	ন	দ	।	প	হ্ম	গ	ঋ	গ	ঋ	স
ই	০	ন্দ্র	প্র	০	স্থ	ম	ত	প্র	মা	০	ণ

সঞ্চারী

+		০		২		০		৩		৪	
স	প	প	প	প	।	ক্ষ	।	দ	দ	দ	প
ম	ন	হ	র	ভূ	০	পা	০	ল	জ	য়	ত
ক্ষ	।	প	।	প	গ	ন	র্স	ন	দ	।	প
ক	০	ল্যা	০	ণ	হা	রী	০	র	হে	০	ম
প	।	দক্ষ	ক্ষ	গ	গ	ঋগ	।	ঋ	ঋ	স	স
পূ	০	র্বা	অ	অ	রু	শ্যা	০	স	ক	হ	ত
স	।	ঋ	ঋ	স	স	প	।	ক্ষ	দ	।	প
রা	০	গ	পু	০	র	অ	০	ন্ট	না	০	ম

আভোগ

+		০		২		০		৩		৪	
প	দ	প	।	ন	ন	র্স	র্স	।	র্স	।	র্স
গু	ণ	সা	০	গ	র	বি	হং	০	গ	০	ভূ
ন	।	ঋ	র্গ	র্গ	র্স	ন	।	র্স	ন	দ	প
মা	০	ল	ব	গম্	০	ভী	০	র	সিন্	০	ধ
ক্ষ	ক্ষ	প	।	ন	র্স	ঋ	।	র্স	ন	র্স	র্স
গ	ভূ	গৌ	০	ড়	ক	ল্যা	০	ণ	কুম্	০	ভ
ন	র্স	ন	দ	।	প	ক্ষ	গ	ঋ	গ	ঋ	স
ভা	০	ব	ভ্র	০	ষ্টি	ম	ত	প্র	মা	০	ণ

পুরিয়া ধনাশ্রী

রাগ-পরিচয়—পুরিয়া ধনাশ্রী, পূর্বী ঠাটের অন্তর্গত সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব ও ধৈবত কোমল, মধ্যম তীব্র (কড়ি) এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। পুরিয়া ও ধনাশ্রী রাগের সংমিশ্রণে পুরিয়া ধনাশ্রী রাগের সৃষ্টি। শুদ্ধ মধ্যম না থাকায় এবং পঞ্চম বাদী হওয়াতে এ রাগ পূর্বী থেকে পৃথক। এতে শ্রীরাগের অঙ্গও নেই। বসন্ত ও পরজ উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং পুরিয়া ধনাশ্রী পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। সুতরাং বসন্ত বা পরজের সঙ্গেও এর কোনোপ্রকার সাদৃশ্য নেই। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে ধনাশ্রী ও ভীমপলশ্রীকে পৃথক করবার জন্য ভীমপলশ্রীকে কাফী ঠাটে গাওয়া হয় এবং পুরিয়া ধনাশ্রী নামে যে

রাগ প্রসিদ্ধ বাস্তবে তা ধনাশ্রী। চতুর পণ্ডিত বলেন যে—"এই রাগ সম্পর্কে মত তো অনেকই আছে, কিন্তু যে মত প্রচলিত তা-ই অনুসরণ করা উচিত।" পুরিয়া ধনাশ্রী রাগের বাদী স্বর—পঞ্চম; সমবাদী স্বর—ষড়জ এবং সময়—সন্ধ্যাকাল। এ রাগের মুখ্য তান হচ্ছে—ন্ঋগ, ক্ষপ, দপ, ক্ষগ, ক্ষঋগ, ঋস।

আরোহী— ন্ ঋ গ ক্ষ প দ ন র্স

অবরোহী— র্স ন দ প ক্ষ গ ঋ স

পকড়— ক্ষ ঋ গ প অথবা ঋ ন্ দ্ প্

স্বর-বিস্তার :

প, ক্ষ, ঋগ, ঋস, ন্, ঋগ, ঋস।
ন্ঋগ, ক্ষপ, ক্ষগ, ক্ষঋগ, প, ক্ষদপ, ক্ষগ, ক্ষঋগ, ঋস।
প, ক্ষদপ, নদপ, পদক্ষ, ঋগ, ক্ষদনদ, র্ঋনদপ, দপ, ক্ষঋগ, ঋগ।
ন্ঋগ, ঋগ, পপ, ক্ষদপ, ক্ষদ, নর্ঋনদপ, ক্ষঋগ, প, ক্ষ, ঋগ, ঋস।
ক্ষগ, ক্ষদপ, র্স, র্সর্ঋর্স, নদ, র্ঋ নদপ, ক্ষঋগ, ন্ঋগক্ষপ, ক্ষদপ, ক্ষঋগঋস।।

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী— মুরলী বজায় মেরো মন লীনো প্যারে শ্যাম সুন্দর নে,
ধনাশ্রী পূর্বী সো মিলায়।

অন্তরা—পঞ্চম জীব সমান কিয়ো, তব চতুর মোর মনভায়।।

স্থায়ী

১	+	৩	০
			ক্ষ
			মু
গ ঋ স ঋ	স । । স	ন্ ঋ গ গ	ক্ষ ঋ গ প
র ০ লী ব	জা ০ ০ য়	মে রো ম ন	লী ০ নো ০
প । ক্ষ গ	ক্ষ । ঋ গ	ক্ষ । ক্ষ গ	ক্ষ দক্ষ দ র্স
প্যা ০ ০ ০	রে ০ ০ ০	শ্যা ০ ম সুন্	দ র০ নে ০

১	+	৩	০
র্স । ন দ	ঋ ন দ প	প । হ্ম গ	হ্ম ঋ গহ্মদ, হ্মগ
ধ ০ না ০	শী রী পূ ০	বী ০ সো মি	লা ০ য়০০, মু০

অন্তরা

১	+	৩	০
হ্ম গ হ্ম দহ্ম	^প^র্স । র্স র্স	ন দ ^ঋ^ন ন	দ । প প
পন্ ০ চ ম০	জী ০ ব স	মা ০ ন কি	য়ো ০ ত ব
প প ^দ^হ্ম গ	ন দ ^ঋ^ন দ	দ প । ।	হ্ম গ হ্ম, গদহ্মপ
চ তু র মো	রে ০ ম ন	ভা ০ ০ ০	০ ০ য়, মু০০০

পরজ

রাগ-পরিচয়—পূর্বী ঠাট থেকে পরজ রাগের উৎপত্তি। পূর্বী রাগের ন্যায় এতেও উভয় মধ্যম ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব ও ধৈবত কোমল। এর জাতি—সম্পূর্ণ; বাদী স্বর—ষড়্জ; সমবাদী স্বর—পঞ্চম এবং সময়—রাত্রির শেষ প্রহর। পরজ উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। তার-স্থানের ষড়্জ এর প্রধান স্বর। এ রাগের প্রকৃতি চঞ্চল। সূক্ষ্ম স্বরের কাজ এতে ভালো শোনায়। পরজের সঙ্গে বসন্তের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এ সাদৃশ্য 'স্বর-গত' অর্থাৎ উভয় রাগের স্বরগুলো এক, প্রকৃতি-গত নয়। বসন্তের চেয়ে পরজের নিখাদ যথেষ্ট প্রবল। তাছাড়া, পরজের আরোহীতে পঞ্চম ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বসন্তের আরোহীতে পঞ্চম বর্জিত। আসলে পরজের প্রকৃতির সঙ্গে কালিংড়ার অনেকটা মিল রয়েছে। পরজ রাগের মুখ্য তান হচ্ছে—র্স, নদপ, হ্মপ, দপ, গমগ।

আরোহী—ন্ স গ হ্ম প দ ন র্স
অবরোহী—র্স ন দ প, হ্ম প দ প, গ ম গ, হ্ম গ ঋ স
পকড়— র্স ঋ র্স ঋ ন দ ন অথবা র্স ন দ প হ্ম প দ প গ ম গ

স্বর-বিস্তার ঃ

র্স, নর্সঋর্স, নদ, র্সনদপহ্মগ, দহ্মগঋস।
স, ন্স, গঋস, গ, হ্মগ, হ্মদনর্স, নদপ, হ্মপদপ, গহ্মগ, হ্মগঋস।
স, ন্স, গগ, হ্মগ, হ্মদ, নহ্মদ, র্স, নর্স, ঋর্স, নদ, র্সনদপ, হ্মপদপ, গহ্মগ, ঋ, স।

ন্‌স, ক্ষগ, ক্ষদনর্স, নদনর্স, নদপ, র্সনদপ, দক্ষদক্ষগ, ক্ষসঋস, ক্ষদর্স, নর্সর্খর্স, র্খনর্স, নদর্সনদপ, র্সনদপ, ক্ষপদপ, গমগ, ক্ষদনর্স র্খনর্স, র্গর্খর্স, নদর্স, নদপ, ক্ষপদপ।
র্খনর্স, র্খর্গর্খর্স, নর্সর্খনর্স, নদ, র্সনদপ, নদ, দক্ষদক্ষগঋস ॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী— পরজ পিয়ানে শুনাই মোহি পরজ পিয়ানে শুনাই।
রে - ধা কোমল কর, গা-মা-নি তীবর, সম্পূরণ স্বর গাই ॥
সখী মোহি . . . .

অন্তরা—পঞ্চম ছু কর সোহনী বঁচাই, সা বাদী কর গাই।
উত্তর রাগিণী অতি চপলা গত, রস শৃঙ্গার দিখাই ॥
সখী মোহি . . . .

স্থায়ী

০				১				+				৩			
ন	র্স	ন	দ	প	দক্ষ	প	দ	ন	।	র্স	।	র্স	ন	দ	প
প	র	জ	পি	য়া	০০	নে	শু	না	০	ই	০	০	০	মো	হি
ন	র্স	ন	দ	প	দক্ষ	ক্ষ	দ	ন	।	র্স	।	র্স	।	।	।
প	র	জ	পি	য়া	০০	নে	শু	না	০	ই	০	০	০	০	০
ন	ন	র্স	র্খ	র্স	ন	দ	প	ক্ষ	গ	ক্ষ	গ	খ	।	স	স
রে	ধা	কো	০	ম	ল	ক	র	গা	মা	নি	০	তী	০	ব	র
স	।	গ	।	ক্ষ	গ	ক্ষ	দ	ন	।	র্স	র্খ	র্স	ন	দ	ক্ষ
সম্‌	০	পূ	০	র	ণ	স্ব	র	গা	০	ই	স	খী	০	মো	হি

অন্তরা

০				১				+				৩			
গ	।	ক্ষা	দ	ন	।	র্স	র্স	র্স	র্খ	স	র্খ	ন	।	র্স	।
পন্‌	০	০	চ	ছু	০	ক	র	সো	হ	নী	বঁ	চা	০	ই	০
র্খ	র্স	র্স	র্খ	র্স	ন	দ	প	ন	।	র্স	।	।	।	।	।
সা	০	বা	০	দী	০	ক	র	গা	০	ই	০	০	০	০	০

০				১				+				৩			
ন	।	র্স	র্ঋ	র্স	ন	দ	প	হ্ম	গ	হ্ম	গ	ঋ	।	স	স
উ	০	ত্ত	র	রা	০	গি	ণী	অ	তি	চ	প	লা	০	গ	ত
স	স	গ	।	গ	।	হ্ম	দ	ন	।	র্স	র্ঋ	র্স	ন	দ	প
র	স	০	শৃং	গা	০	র	দি	খা	০	ই	স	খী	০	মো	হি

বসন্ত

রাগ-পরিচয়—সাধারণত দুই প্রকার বসন্ত প্রচলিত। একটি পূর্বী ঠাটে কোমল ধৈবত যুক্ত এবং অপরটি মারবা ঠাটে শুদ্ধ ধৈবত যুক্ত। পূর্বী ঠাটের বসন্তই প্রচলিত। এ গ্রন্থে তারই বিবরণ দেওয়া হলো। এ রাগ বসন্ত ঋতুতে সব সময় এবং অন্য ঋতুতে রাত্রি শেষ প্রহরে গাওয়া হয়। ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব ও ধৈবত কোমল, মধ্যম তীব্র (কড়ি) এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। এ রাগের জাতি — ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহীতে পঞ্চম বর্জিত এবং নিখাদের প্রয়োগ না হওয়ার মত। বাদী স্বর—তার-স্থানের ষড়জ এবং সমবাদী স্বর—পঞ্চম। এ রাগে বারবার মধ্যম ও গান্ধারের প্রয়োগ হয়। তাতে পরজের সঙ্গে এর স্বরূপ পৃথক হয়ে যায়। কোনো কোনো গায়ক বা বাদক এতে শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহার করে কিছুটা ললিতের অঙ্গ দেখিয়ে থাকেন। ফলে, পরজ ও বসন্তের কোনোপ্রকার সাদৃশ্যই আর থাকে না। যদি বসন্ত রাগের আরোহীতে পঞ্চম ব্যবহার করা যায় তাহলে কোনো আনন্দই পাওয়া যাবে না এবং এরূপ করা ভুল। অথচ সেই পঞ্চমই পরজের আরোহীতে অত্যন্ত আনন্দ দেয়। পরজে যেভাবে নিখাদকে নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায় বসন্তে সেভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। এ রাগের মুখ্য তান হচ্ছে—হ্মদ, র্ঋর্স, র্ঋনদপ, হ্মগ, হ্মগ।

আরোহী — স গ হ্ম দ র্ঋ র্স
অবরোহী— র্ঋ ন দ প, হ্ম গ, হ্ম গ ঋ স
পকড়— হ্ম দ র্ঋ র্স ন দ র, হ্ম গ হ্ম গ

স্বর-বিস্তার ঃ

প, হ্মহ্মগ, হ্মগ, হ্মদ, র্স, র্ঋর্স, নদপ, হ্মগ, হ্মগ, ঋস।

ন্স, হ্মগ, হ্মদ, র্স, র্ঋনদপ, হ্মগ, র্ঋনদ, পহ্মপহ্ম, গহ্মগ, ঋস।

র্সনদপ, হ্মগহ্মগ, হ্মদর্ঋর্স, নদপহ্মগ, ননদপ, হ্মগঋস, ন্স, হ্মগ, হ্মনদর্ঋর্স, র্ঋনদপ, হ্মগহ্মগ, ঋস।

র্সনদ, নদপ, দপহ্মগহ্মগ, হ্মদর্স, র্ঋর্স, র্ঋনদপ, হ্মগ, হ্মদর্স, ঋর্স, র্সর্ঋনদপ, হ্মগ, হ্মগঋস।।

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী— কৈসী সরস বসন্ত পিয়ানে রচাই।
মৈ জানু পিয়া পরজ শুনাবত,
শ্রুতিয়ন ভেদ বতাই॥
সখী কৈসী ·········

অন্তরা— আরোহণ বিণ পঞ্চম রিষভ শ্রী সুরত দিখ্‌লাই।
মন্দ বিলোম চতুর মা-গা সঙ্গত,
তন মন সুধী বিসরাই॥
সখী কৈসী········

স্থায়ী

০				১				+				৩			
														জ্ঞ	দ
														কৈ	সী
র্স	ন	দ	প	জ্ঞ	গ	জ্ঞ	দ	ঋ́	।	র্স	র্স	ঋ́	।	র্স	।
স	র	স	ব	সন্	০	ত	পি	য়া	০	নে	র	চা	০	ই	০
ন	।	র্স	ঋ́	ন	।	দ	প	জ্ঞ	গ	ম	জ্ঞ	গ	।	ঋ	স
মৈ	০	০	০	নু	০	পি	য়া	প	র	জ	শু	না	০	ব	ত
স	স	জ্ঞ	গ	গ	গ	জ্ঞ	দ	ঋ́	।	র্স	র্স	ন	।	জ্ঞ	দ
শ্রু	তি	য়	ন	ভে	০	দ	ব	তা	০	ই	স	খী	০	কৈ	সী

অন্তরা

০				১				+				৩			
গ	।	গ	।	জ্ঞ	গ	জ্ঞ	দজ্ঞ	র্স	র্স	র্স	র্স	র্স	ঋ́	র্স	র্স
আ	০	রো	০	হ	ণ	বি	ন০	পন্	০	চ	ম	রি	০	ষ	ভ
ন	ঋ́	গ́	ঋ́	র্স	র্স	র্স	র্স	র্স	।	ঋ́	র্স	ন	দ	প	।
শ্রী	০	সু	০	র	ত	দি	খ্	লা	০	০	০	০	০	০	ই
প	।	প	প	জ্ঞ	।	গ	গ	গ	ন	জ্ঞ	গ	গ	ঋ	স	স
মন্	০	দ	বি	লো	০	ম	স	খী	০	মা	গা	সং	০	গ	ত
স	স	গ	গ	জ্ঞ	গ	জ্ঞ	দ	ঋ́	।	র্স	র্স	দ	।	জ্ঞ	দ
ত	ন	ম	ন	সু	ধী	বি	স	রা	০	ই	স	খ	০	কৈ	সী

মারবা

রাগ-পরিচয়—মারবা ঠাট থেকে মারবা রাগের উৎপত্তি। মারবা, মারবা ঠাটের আশ্রয় রাগ। এ রাগের জাতি—সাড়ব। কারণ, এতে পঞ্চম বর্জিত। ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব কোমল, মধ্যম তীব্র এবং অবশিষ্ট স্বরগুলো শুদ্ধ। এ রাগের বাদী ও সমবাদী স্বর নিয়ে মতভেদ আছে। তবে প্রচলিত মতে বাদী স্বর—ধৈবত; সমবাদী স্বর—রেখাব এবং সময়—সন্ধ্যাকাল। পুরিয়াও এই ঠাটের রাগ। মারবা ও পুরিয়াতে ব্যবহৃত স্বরগুলো এক, কেবল বাদী-সমবাদী ও রূপের পার্থক্য। মারবার স্বরূপ রেখাব ও ধৈবতের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। এ রাগে মীড়ের প্রয়োগ কম এবং ঋ ক্ষ ধ এই স্বরগুলোর ব্যবহার অধিক হয়। অধিকাংশ সংগীতজ্ঞের মতে মারবা উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। কেউ কেউ একে পূর্বাঙ্গের রাগও বলে থাকেন। এ রাগের ন্যাস স্বর রেখাব ও ধৈবত। অনেক সময় আরোহীতে নিখাদ এবং অবরোহীতে রেখাব বক্র। মারবা ভক্তি রসাত্মক রাগ। এ রাগের প্রকৃতি চঞ্চল।

আরোহী— ন্ ঋ গ ক্ষ ধ, ন ধ র্স
অবরোহী—র্স ন ধ, ক্ষ ধ, ক্ষ গ ঋ স
পকড়— ধ ক্ষ গ ঋ অথবা ন্ ঋ গ ক্ষ ধ

স্বর-বিস্তার ঃ

স ন্ ঋ গ ঋ স, গ ঋ গ ক্ষ গ ঋ, ধ ক্ষ গ ঋ, ক্ষ গ ঋ ঋ স।
ন্ ঋ গ, ঋ গ ক্ষ ধ, ক্ষ ধ, ক্ষ ধ, ন ধ, গ ক্ষ ধ, গ ক্ষ গ ঋ স।
ন্ ঋ গ ক্ষ ধ ন ধ র্স, র্স ন ধ, ক্ষ ধ, গ ক্ষ ধ, ধ ক্ষ গ ঋ, গ ক্ষ গ ঋ স।
ধ ক্ষ ধ ক্ষ ধ ক্ষ গ ঋ স ন্ ঋ ন্ ধ্ ক্ষ্ ধ্ ন্ ঋ স গ ঋ, গ ক্ষ ধ ক্ষ গ ঋ স।
ন্ ঋ গ ক্ষ ধ ক্ষ ধ ন ধ, ক্ষ ধ ন র্ঋ ন ধ, ক্ষ ধ ক্ষ গ ঋ, ধ ক্ষ গ ঋ গ ঋ স।
ক্ষ গ ক্ষ ধ র্স, ন র্ঋ র্গ র্ঋ র্স, ন র্ঋ ন, ধ ন ধ, ক্ষ ধ ক্ষ, গ ক্ষ গ, ঋ গ, ঋ গ ক্ষ ধ ক্ষ গ ঋ স ॥

লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

স্থায়ী— তীবর গা-মা-ধা-নি সুর, মেলন সঙ্গত মধুর,
বিকৃতিত রেখাব ভিতর মারবা কহত চতুর।

অন্তরা— রাগ গাবত সুকর, পনচম বিবাদী সুর,
সমবাদ রে-ধা বিচর, অন্ত দিন অত রুচির ॥

স্থায়ী

+		৩			০		১		
ধ	।	হ্ম	হ্ম	ধ	হ্ম	ধ	হ্ম	গ	ঋ
তী	০	ব	র	গা	মা	ধা	নি	সু	র
সঋ	গ	[ঋ]গ	গ	হ্ম	গ	ঋ	গ	ঋ	স
মে০	০	ল	ন	স	জ	ত	ম	ধু	র
স	সন্	ঋ	ঋ	ঋ	[ঋ]ন্		হ্মধ	স	স
বি	ক্০	রি	ত	রে	ধা	ব	ভি০	ত	র
সঋ	গ	[ঋ]গ	গ	হ্ম	গ	ঋ	গ	ঋ	স
মা০	০	র	বা	ক	হ	ত	চ	তু	র

অন্তরা

+		৩			০		১		
গ	।	[ধ]হ্ম	[ধ]হ্ম	ধ	[ধ]হ্ম	র্স	র্স	র্স	র্স
রা	০	গ	গা	০	ব	ত	সু	ক	র
[ন]র্স	।	ঋ́	ঋ́	ঋ́	[ঋ́]ন	ঋ́	ন	ধ	ধ
পন্	০	চ	ম	বি	বা	০	দী	সু	র
[ধ]হ্ম	ধ	হ্ম	গ	ঋ	ঋ	গ	ঋ	ঋ	স
সম্	০	বা	০	দ	রে	ধা	বি	চ	র
[র্স]ঋ́	।	ঋ́	ঋ́	ঋ́	[গ]ঋ	ঋ	গ	ঋ	স
অ	স্	ত	দি	ন	অ	ত	রু	চি	র

পুরিয়া

রাগ-পরিচয়—পুরিয়া, মারবা ঠাটের অন্তর্গত ষাড়ব জাতীয় রাগ। এতে পঞ্চম বর্জিত। ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব কোমল, মধ্যম তীব্র এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। গান্ধার এই রাগের বাদী স্বর এবং নিখাদ সমবাদী স্বর। ন্যাস স্বর গান্ধার ও নিখাদ। পুরিয়া পূর্বাঙ্গ প্রধান ও সন্ধিপ্রকাশ রাগ। সন্ধ্যাকালে এ রাগ গাওয়া হয়। মন্দ্র ও মধ্য-স্থান এ রাগ বিস্তারের কেন্দ্র স্থল। পুরিয়া, মারবা ও সোহনী সম প্রকৃতির রাগ। বাদী-সমবাদীর পার্থক্য ও চলন পদ্ধতি দ্বারা একটিকে অপরটি থেকে পৃথক রাখা হয়। মারবাতে

মধ্য ও তার-স্থান এবং সোহনীতে তার-স্থান প্রবল। পুরিয়াতে সকল স্বরের বিস্তারই হতে পারে, কিন্তু রেখাব ও ধৈবত অথবা গান্ধার ও ধৈবতের সঙ্গতি অধিক হলে মারবা ও সোহনী রাগের ছায়া এসে পড়ে। নিখাদ ও মধ্যমের অধিক প্রয়োগে রাগ-রূপ অন্য সম প্রকৃতির রাগ থেকে পৃথক থাকে। এ রাগের বিশেষ তান হচ্ছে—গ, ন্ঋস, ন্ধ্ন্, ক্ষ্ধ্, ঋস, ন্ঋগ, ন্ঋস।

আরোহী— ন্ ঋ স, গ ক্ষ ধ, ন ঋ´ র্স
অবরোহী— র্স ন ধ ক্ষ গ, ন্ ঋ গ, ন্ ঋ স
পকড়— ন্ ঋ গ, ন্ ঋ স অথবা গ ক্ষ ধ গ ক্ষ গ

স্বর-বিস্তার ঃ

গ, ন্ঋস, ন্ধন্, ক্ষ্ধ্, ঋস, গ, ক্ষগ, ন্ঋগ, ন্ঋস।
ন্ধ্ক্ষ্গ্, ক্ষ্ধ্ন্ঋস, গ, ন্ঋগ, ক্ষগ, ন্ক্ষগ, ন্ঋগ, ন্ঋস।
গ, ক্ষধক্ষ, র্স, নঋ´র্স, নঋ´র্গ, নঋ´র্স, ন, ক্ষধ, গক্ষগ, ন্ঋক্ষগ, ন্ঋগ, ন্ঋস॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী— পুরী আশ সখী মোরে মন কী,
চতুর পিয়া মোহি রাগ শুনায়ে।
মেল গমনশ্রী, পঞ্চম বর্জিত,
বাদী গান্ধার সুরস বতলায়ে॥

অন্তরা— পূরব অঙ্গ প্রবল মা-নি সঙ্গত,
মন্দ্র নি-ধা-নি স্বর চতুর দিখায়ে
সন্ধিপ্রকাশ সময় অতি সমুচিত,
যো মন অদ্ভুত রস উপযায়ে॥

স্থায়ী

০				১				+				৩			
গ	ক্ষ	গ	ঋ	স	।	ঋ	ন্	ক্ষ্	গ্	ক্ষ্	ধ্	স	স	স	।
পু	০	রী	০	আ	০	শ	স	খী	০	মো	রে	ম	ন	কী	০
স	।	ন্	ধ্	ন্	।	ন্	ন্	ন্	ঋ	গ	ক্ষ	গ	ঋ	স	।
চ	তু	র	পি	য়া	০	মো	হি	রা	০	গ	শু	না	০	য়ে	০

০				১				+				৩			
ন্	ঋ	গ	গ	ক্ষ	ক্ষ	গ	গ	ক্ষ	ধ	ক্ষ	গ	ক্ষ	ক্ষ	গ	গ
মে	০	ল	গ	ম	ন	শ্রী	০	পন্	০	চ	ম	ব	র	জি	ত
ন	া	ন	ন	ক্ষ	া	গ	গ	ক্ষ	ঋ	গ	ক্ষ	গ	ঋ	স	া
বা	০	দী	গান্	ধা	০	র	সু	র	স	ব	ত্	লা	০	য়ে	০

অন্তরা

০				১				+				৩			
গ	া	গ	গ	ক্ষ	া	ধ	ক্ষ	র্স	র্স	র্স	র্স	র্স	র্খ	র্স	র্স
পূ	০	র	ব	অং	০	গ	প্র	ব	ল	মা	নি	সং	০	গ	ত
ন	া	র্খ	র্খ	র্গ	র্গ	র্খ	র্স	ম	র্খ	ন	ন	ক্ষ	া	গ	া
মন্	০	দ্র	নি	ধা	নি	স্ব	র	চ	তু	র্য়	দি	খা	০	য়ে	০
ক্ষ	ঋ	গ	গ	গ	ন	ক্ষ	ক্ষ	ক্ষ	গ	ক্ষ	গ	গ	ঋ	স	স
সন্	০	ধি	প্র	কা	০	শ	স	ম	ম্র	অ	তি	স	মু	চি	ত
ন	র্খ	ন	ধ	ক্ষ	ধ	ক্ষ	গ	ক্ষ	ঋ	ক্ষ	গ	প	ঋ	স	া
মো	০	ম	ন	অ	দ্	তু	ত	র	স	উ	প	যা	০	য়ে	০

সোহনী

রাগ-পরিচয়—সোহনী, মারবা ঠাটের অন্তর্গত ঔড়ব-ষাড়ব জাতীয় রাগ। এতে পঞ্চম বর্জিত। ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে রেখাব কোমল, মধ্যম তীব্র এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আরোহীতে রেখাব বর্জিত। এরাগের বাদী স্বর—ধৈবত, সমবাদী স্বর—গান্ধার ও বিবাদী স্বর—শুদ্ধ মধ্যম। সোহনী রাগ রাত্রির শেষ প্রহরে গাওয়া হয়। এ রাগের উত্তরাঙ্গ প্রবল এবং তার-স্থানের মড়জ উজ্জ্বল। পুরিয়া, মারবা ও সোহনী সম প্রকৃতির রাগ। কেবল বাদী-সমবাদীর বিভিন্নতা ও চলন পদ্ধতির ভেদে একটি অপরটি থেকে পৃথক। অনেক গুণী সোহনীকে 'দিনের পুরিয়া' বলে থাকেন।

আরোহী— স গ ক্ষ ধ ন র্স
অবরোহী— র্স ন ধ ক্ষ গ ঋ স
পকড়— র্স ন ধ ক্ষ গ ক্ষ ধ ন র্স

স্বর-বিস্তার ঃ

গহ্মধ, গহ্মগ, ঋস, ন্স, গগ, হ্মগ, হ্মধনর্স, ধনর্স, ধর্স, নধহ্মধনধ, হ্মগ, হ্মগঋস।

র্সনধ, হ্মগ, গহ্মধগহ্মগ, নধ, হ্মগ, হ্মগ, ঋস, সঋস।

সগ, হ্মগঋস, গগহ্মগ, ন্সগগ, হ্মধনর্স, র্ঋর্ঋর্স, র্গর্ঋর্স, র্হ্মর্গর্ঋর্স, র্সনধ, র্হ্মধ, নধ, হ্মগ, ধহ্মগ, হ্মগ, ঋস ॥

লক্ষণ-গীত—একতালা (দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

স্থায়ী— মারবা কো ঠাটে করে, পঞ্চম স্বর ছাড়িয়ে।
পুরিয়া বঁচায় গায়, সোহনী শুধ্ জানিয়ে॥

অন্তরা— তার-স্থান সোহত অতি, বাদী 'ধা' কো মানিয়ে।
মধ্যম শুধ্ পরশত কোউ রাগণী পহ্চানিয়ে॥

স্থায়ী

+		০		২		০		২		৪	
গ	।	গ	ন	ধ	ন	র্স	।	র্স	র্ঋ	র্স	।
মা	০	র	বা	০	কো	ঠা	০	টে	ক	রে	০
র্স	।	র্স	র্ঋ	র্স	র্স	ন	ধ	ন	ধ	।	।
পন্	০	চ	ম	স্ব	র	ছা	০	ড়ি	য়ে	০	০
ধ	।	ন	র্স	।	র্গ	র্গ	।	র্ঋ	র্স	।	র্স
পু	০	রি	য়া	০	বঁ	চা	০	য়	গা	০	য়
ন	।	ধ	হ্ম	ধ	র্স	ন	ধ	ন	ধ	হ্ম	গ
সো	০	হ	নী	শু	ধ্	জা	০	নি	য়ে	০	০

অন্তরা

+		০		২		০		৩		৪	
গ	।	গ	ন	র্স	।	র্স	র্স	র্স	র্স	র্স	র্স
তা	র	০	স্থা	০	ন	সো	০	হ	ত	অ	তি
র্স	।	র্গ	র্ঋ	।	র্স	ন	ধ	ন	ধ	।	।
বা	০	দী	ধা	০	কো	মা	০	নি	য়ে	০	০

+		০		২		০		৩		৪	
ধ	।	ন	র্স	র্গ	র্গ	র্ম	র্ধ	র্ম	র্গ	র্র	র্স
ম	০	ধ্য	ম	ও	ধ্	প	র	শ	ত	কো	উ
ন	।	ধ	ণ	ধ	র্স	ন	ধ	ন	ধ	ঝ	গ
রা	০	গ	ণী	প	হ্	চা	০	নি	য়ে	০	০

কাফী

রাগ-পরিচয়—কাফী, কাফী ঠাটের আশ্রয় রাগ। এ রাগের আরোহী-অবরোহী অত্যন্ত সরল। ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে গান্ধার ও নিখাদ কোমল এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। কাফী রাগের জাতি — সম্পূর্ণ; বাদী স্বর—পঞ্চম; সমবাদী স্বর—ষড়্‌জ এবং ন্যাস স্বর —পঞ্চম। কারো কারো মতে গান্ধার ও নিখাদ এ রাগের বাদী ও সমবাদী স্বর। কাফী একটি লোক-প্রিয় রাগ। মধ্য রাত্রিতে গাওয়া হয়। কখনও কখনও আরোহীতে শুদ্ধ গান্ধার ও নিখাদ প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই স্বর দুটি ব্যবহার করতেই হবে এমন কোনো নিয়ম নেই; তবে সেটা নির্ভর করে শিল্পীর কুশলতার উপর।

আরোহী— স র জ্ঞ ম প ধ ণ র্স
অবরোহী— র্স ণ ধ প ম জ্ঞ র স
পকড়— সস রর জ্ঞজ্ঞ মম প, বা ণ-প, জ্ঞ, জ্ঞ-র

স্বর-বিস্তার ঃ

প, প, জ্ঞ, মপ, মজ্ঞ, রস, ণ্স, রজ্ঞ, মপ, জ্ঞ রস।
স, রজ্ঞ, মপ, ধণ, প, জ্ঞমপ, মজ্ঞ, পমজ্ঞ, রজ্ঞ, রস।
ণ্স, র, জ্ঞ, সর, প, প, ধজ্ঞ, মর, জ্ঞর, স, ণ্স, রজ্ঞ, মপ, ধণ, র্স, ণধপমজ্ঞ, পমজ্ঞরস।
প, জ্ঞমপ, ধণপ, মপ, জ্ঞমপপ, ধণর্স, র্রর্জ্ঞর্রর্স ণধপ, মজ্ঞম, পপ, সরজ্ঞমপ, ধণপ, জ্ঞমপ, ণপমজ্ঞ, পজ্ঞ, র, ণ্স, জ্ঞর, সর, প ॥

লক্ষণ-গীত—একতালা (দ্বিমাত্রিক ছন্দ)

স্থায়ী— গুণী গাবত কাফী রাগ, হরপ্রিয় মেল জনিত।
কোমল গা-নি উজ্জ্বল পর স্বর পঞ্চম বাদী সাধ।।

অন্তরা— সরল স্বরূপ গুনাবত, মানত সব নিত অবিকল।
আশ্রয় গুনী চতুর কহত।।

স্থায়ী

০		৩		৪		+		০		২	
ণ	প	জ্ঞ	।	(র)স	স	জ্ঞ	।	ম	প	।	ম
গু	ণী	গা	০	ব	ত	কা	০	ফী	রা	০	গ
র্স	র্র	র্স	ণ	ধ	প	জ্ঞ	।	র	স	র	স
স্ব	র	হ	র	প্রি	য়	মে	০	ল	জ	নি	ত
স	স	র	স	জ্ঞ	জ্ঞ	ম	।	প	প	ধ	ধ
কো	০	ম	ল	গা	নি	উ	০	জ্জ্ব	ল	প	র
ণ	র্স	ণর্স	র্র	র্স	ণ	ধ	।	ম	প	।	প
স্ব	র	পন্	০	চ	ম	বা	০	দী	সা	০	ধ

অন্তরা

০		৩		৪		+		০		২	
ম	ম	ম	প	ণ	।	র্স	ণ	র্স	।	র্স	র্স
স	র	ল	স্ব	রা	০	প	গু	না	০	ব	ত
ণ	র্স	র্র	র্জ্ঞ	র্র	র্স	র্র	ণ	র্স	ণ	ধ	ধ
মা	০	ন	ত	স	ব	নি	ত	অ	বি	ক	ল
র্স	।	ণ	ধ	ম	প	জ্ঞ	জ্ঞ	র	স	র	স
আ	০	শ্র	য়	গু	ণী	চ	তু	র	ক	হ	ত

ভীমপলশ্রী

রাগ-পরিচয়— ভীমপলশ্রী, কাফী ঠাটের অন্তর্গত ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। এ রাগ অতি প্রচলিত ও শ্রুতিমধুর। আরোহীতে রেখাব ও ধৈবত বর্জিত এবং অবরোহী সম্পূর্ণ। ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে গান্ধার ও নিখাদ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী, গ্রহ ও ন্যাস স্বর—মধ্যম এবং সমবাদী স্বর—ষড়জ। বেলা তৃতীয় প্রহরে এ রাগ গাওয়া হয়। ভীমপলশ্রীতে মধ্যম বাদী বলে এ রাগ ধনাশ্রী হতে পারে না এবং অবরোহী সম্পূর্ণ বলে ধানী থেকেও পৃথক। আরোহীতে গান্ধার ও নিখাদ ব্যবহৃত হয় বলে সিন্ধুরার সঙ্গেও এর কোনো প্রকার সাদৃশ্য নেই। ভীমপলশ্রীতে পঞ্চম থেকে নিখাদে যাওয়ার বিশিষ্ট ধরন আছে। নিখাদের এই বিশিষ্ট আন্দোলন এবং শ্রুতির উপর ভীমপলশ্রীর সৌন্দর্য বিশেষভাবে নির্ভর করে।

আরোহী— ণ্ স জ্ঞ ম প ণ র্স

অবরোহী-- র্স ণ ধ প ম, জ্ঞ র স

পকড়— ণ স ম, ম জ্ঞ প ম, জ্ঞ ম জ্ঞ র

স্বর-বিস্তার ঃ

স, ণ্স, মজ্ঞ রস, ণ্স, জ্ঞ, ম, পম, জ্ঞ, রস।
স, ণ্, ধ্প্, ম্প্, ণ্ণ্, স, মম, ণ্স, মজ্ঞ, রস।
ণ্স, জ্ঞ, ম, প, মম, জ্ঞম, ণ্স, মজ্ঞ, রস, ণ্স, জ্ঞমপ, ণ্ধপ, মজ্ঞম, পজ্ঞ, মজ্ঞরস॥
পমপ, জ্ঞমপ, ণ্ধপ, র্সণ্ধপ, মপম, জ্ঞমপ, ণ্সজ্ঞ, মপম, জ্ঞরস।
মপ, ণণ, পণ, র্স, ণর্স, র্মর্জ্ঞ, র্রর্স, ণর্স, ণধপ, ধপ, মপম, জ্ঞমপম, জ্ঞ, রস॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী—মানত সব ভীমপলাশী।
ঔড়ব সম্পূরণ ছাড় রে-ধা কো আরোহী ত্যজে॥

অন্তরা—সুর বাদী করে মধ্যম কো।
চতুর গুণী সব ধনাশ্রী কো বঁচায়॥

স্থায়ী

০				১				+				৩			
														ম	ধম
														মা	০০
ম	জ্ঞ	র	স	র	ণ্	ণ্	ণ্	স	।	।	ম	ম	।	।	জ্ঞ
ন	ত	স	ব	ভী	০	ম	প	লা	০	০	শী	০	০	০	০
ণ	স	জ্ঞ	ম	প	প	।	প	।	ম	।	প	ম	র্স	।	ন
ঔ	০	০	০	ড়	ব	০	সম্	০	পু	০	র	ণ	ছা	০	ড়
র্স	র্র	র্স	ণ	।	ধ	।	প	।	ম	।	ম	ম	জ্ঞ		
রে	ধা	০	কো	০	আ	০	রো	০	হী	০	ত্য	জে	০		

অন্তরা

০				১				+				৩			
								র্স	র্স	ণ	ণ	।	ণ	ণ	ণ
								সু	র	০	বা	০	দী	০	ক
র্সণ	।	র্স	।	ণ	ধ	প	।	প	ম	জ্ঞ	ম	প	ণ	র্স	র্স
রে	০	ম	০	ধা	ম	কো	০	চ	তু	র	গু	ণী	০	স	ব
।	র্র	র্স	।	ণ	ধপ	।	প	।	ধপমপ	প	ম	।	জ্ঞ]	ম	ধম
০	ধ	না	০	শ্রী	০০	০	কো	০	বঁ০০০	০	চা	০	ম]	মা	০০

বাহার

রাগ-পরিচয়—কাফী ঠাট থেকে বাহার রাগের উৎপত্তি এবং মুসলমান সংগীতজ্ঞ কর্তৃক এ রাগের সৃষ্টি। বাহার এক নতুন ধরনের রাগ। এ রাগের বাদী স্বর—ষড়জ; সমবাদী স্বর—মধ্যম, সময়—মধ্য রাত্রি এবং জাতি—ষাড়ব। আরোহীতে রেখাব এবং অবরোহীতে ধৈবত বর্জিত। আরোহীতে যেখানে মধ্যম ও ধৈবতের স্বর-সঙ্গতি, সেখানে কিছুটা বাগেশ্রীর অঙ্গ পাওয়া যায় এবং অবরোহীতে যখন ধৈবত বর্জিত করা হয় তখন আড়ানার ছায়া এসে পড়ে। কখনও কখনও এতে মল্লারের ছায়া পাওয়া যায়। অনেক রাগের সঙ্গে বাহার রাগের মিশ্রণ চলে। যেমন—ভৈরব-বাহার, বসন্ত-বাহার হিন্দোল-বাহার, আড়ানা-বাহার ইত্যাদি। এ রাগে দুই নিখাদ (আরোহীতে শুদ্ধ এবং অবরোহীতে কোমল) ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে গান্ধার কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাহার রাগের প্রকৃতি চঞ্চল। তাই একে মধ্য ও দ্রুত লয়ে গাওয়া উচিত। এ রাগের গতি অতিশয় বক্র। সেজন্য এতে সরল তান চলে না। সরল তান করলে বাগেশ্রী অথবা আড়ানার রূপ বেশী করে দেখা যায়। বাহার মৌসুমী রাগ। সাধারণত বসন্তকালেই এ রাগ অধিক গাওয়া হয়। এ রাগের উত্তরাঙ্গ প্রবল।

আরোহী— ণ্ স জ্ঞ ম প, জ্ঞ ম, ধ ন র্স
অবরোহী— র্স ণ প, ম প, জ্ঞ ম র স
পকড়— জ্ঞমধ - নর্সধনর্স বা ণ - প মপজ্ঞম অথবা ধনর্সর্রনর্স

স্বর-বিস্তার ঃ

মম, প, জ্ঞ, ম, ম, ধ, ধ, ণপ, মপ, জ্ঞম, ম, প, ধধ, নর্স, র্রধ, নর্স, র্স।

র্স, ণপ জ্ঞ, ম, ধ, নর্স, র্র, নর্স, ধ, ণপ, জ্ঞ, মর, স, মম, প, জ্ঞ, ম, ধ, নর্স, ণপ, জ্ঞম, ণধ, নর্স।

জ্ঞম, ধ, ন, র্স; র্র, র্রর্স, নর্স, ধণপ, মপজ্ঞম, ধণ, ধ, নর্স, র্জ্ঞর্জ্ঞ, র্মর্র, র্স, র্রর্স, নর্স র্রনর্স।
র্স, নর্স, র্রনর্স, ধনর্স, র্রধণপ, মজ্ঞম, ধণধ, নর্স।
জ্ঞমপ, জ্ঞমম, ধনর্স, র্রনর্স ॥

লক্ষণ-গীত—তেওড়া (দ্রুতলয়)

স্থায়ী— কহত রাগ বাহার গুণীজন, কোমল করত গা-নি স্বর ন কো
ষড়জ মধম্য অংশ সমঝত মেলকর খরহার।

অন্তরা— বাগেশ্‌রী মল্লার সুমিলত, নিসারেনিসানিপাগাগামারেরেসাসা
স্বর আড়ানা বীচ চমকত, চতুর কে মনহার ॥

স্থায়ী

+			২		৩		+			২		৩	
ণ	ণ	প	ম	প	জ্ঞ	ম	(ণ)ধ	।	ধ	ন	র্স	র্র	র্স
ক	হ	ত	রা	০	গ	বা	হা	০	র	গু	ণী	জ	ন
র্স	।	র্স	ণ	প	ম	প	(ম)জ্ঞ	(ম)জ্ঞ	ম	র	র	স	।
কো	০	ম	ল	ক	র	ত	গা	নি	স্ব	র	ন	কো	০
স	ম	ম	ম	প	জ্ঞ	ম	ধ	ধ	ন	র্স	ন	র্স	র্স
ষ	ড়	জ	ম	০	ধ্য	ম	অং	০	শ	স	ম	ঝ	ত
র্স	।	র্ম	র্র	র্র	র্স	র্রর্স	র্স	ণ	ধ	ন	র্স	র্র	র্স
মে	০	ল	ক	র	খ	র০	হা	০	র	গু	ণী	জ	ন

অন্তরা

+			২		৩		+			২		৩	
জ্ঞ	জ্ঞ	ম	ধ	ধ	ন	।	র্স	।	ন	র্স	ন	র্স	র্স
বা	০	গে	শ্‌	রী	ম	০	ল্লা	০	র	সু	মি	ল	ত
ন	র্স	র্র	ন	র্স	ণ	প	জ্ঞ	জ্ঞ	ম	র	র	স	স
নি	সা	রে	নি	সা	নি	পা	গা	গা	মা	রে	রে	সা	সা

ম	ম	ম	প	।	জ্ঞ	ম	(ণ)ধ	।	ন	র্স	ন	র্স	র্স
স্ব	র	আ	ড়া	০	না	০	বী	০	চ	চ	ম	ক	ত
র্স	।	র্ম	র্র	।	র্স	র্স	(র্স)ম	।	ধ	ন	র্স	র্র	র্স
চ	০	তুর	কে	০	ম	ন	হা	০	র	গু	ণী	জ	ন

পিলু

রাগ-পরিচয়—পিলু, কাফী ঠাটের অন্তর্গত সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। বর্তমানে এ রাগ খুবই প্রচলিত। এতে সপ্তকের অন্তর্গত দ্বাদশ স্বরেরই (আরোহীতে সব শুদ্ধ এবং অবরোহীতে সব কোমল) প্রয়োগ হয়। পিলু মিশ্র রাগ। সেজন্য এ রাগে ঠুমরী ভালো শোনায়। এতে ভীমপলশ্রী, গারা, ভৈরবী ইত্যাদি রাগের মিশ্রণ আছে। এ রাগ অত্যন্ত শ্রুতি মধুর ও লোক-প্রিয়। পিলু রাগের স্রষ্টা ও প্রবর্তক মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞ। এ রাগের বাদী স্বর—কোমল গন্ধার, সমবাদী স্বর—শুদ্ধ নিখাদ এবং বিবাদী স্বর—কড়ি মধ্যম। পিলু সাধারণত বেলা তৃতীয় প্রহরে গাওয়া হয়, যদিও এ রাগের নির্ধারিত কোনো সময় নেই। এখানে একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, পিলু সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ হলেও এর অবরোহীতে রেখাব ও ধৈবত বক্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

আরোহী— ন্ স গ ম প ন র্স
অবরোহী— র্স ণ ধ প ম জ্ঞ ন্ স
পকড়— জ্ঞ স ন্ প্ ন্ স জ্ঞ, স ন্ ধ

স্বর-বিস্তার ঃ

স, জ্ঞসন্, পন্সজ্ঞন্, ন্জ্ঞ, সন্, স।
ন্সরজ্ঞ সন্, প্ন্সজ্ঞ, রজ্ঞ সন্স।
স, ন্স, প্ন্স, প্ন্সজ্ঞ, ন্স, জ্ঞরজ্ঞ ন্স, জ্ঞমর, ন্স, পন্সজ্ঞ, রজ্ঞ, সরসন্স।
প, মপ, গমপ, দপ, ণদপ, র্সণধপ, মপজ্ঞ, পজ্ঞ, ন্স।
ন্সগমপ, দপ, ণধপ, র্স, দ, র্রর্সদ, প, র্জ্ঞর্রর্স, নর্স, ণর্রর্সণদপ, মপজ্ঞসরসন্স।
সন্, দ্ন্, প্দ্ন্, ম্প্দ্ন্, রসরন্, জ্ঞরজ্ঞ, রস, রন্, প, মজ্ঞ, সন্স।
প্দ্ন্স, দ্ন্স, ন্স, জ্ঞরস, মজ্ঞন্স, পমজ্ঞন্স।
ন্সগমপ, জ্ঞ, মপজ্ঞ, ন্স॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল (মধ্য লয়)

স্থায়ী— পিয়া তোরে পিলুকি চমক মন বস গই।
গা-নি সম্বাদ করত হরপ্রিয় স্বর,
বাঙুরি কি ধুনি মোরে জিয়া মে বস গই॥

অন্তরা—সব স্বর বিক্‌রিত মন হরণ করত,
শুনত শুনত শুধ বোধ হুঁ বিসর গই ॥

স্থায়ী

৩				০				১				+			
ন্‌	স	জ্ঞ	র	স	ন্‌	স	ন্‌	দ্‌	প্‌	দ্‌	দ্‌	ন্‌	ন্‌	স	স
পি	য়া	তো	রে	পি	য়ু	কি	চ	ম	ক	ম	ন	ব	স	গ	ই
জ্ঞ	জ্ঞ	জ্ঞ	জ্ঞ	জ্ঞ	।	জ্ঞ	র	জ্ঞ	ম	প	ম	জ্ঞ	র	ন্‌	স
গা	নি	সম্‌	০	বা	০	দ	ক	র	ত	হ	র	প্রি	য়	স্ব	র
গ	গ	গ	গ	ম	ম	ম	ম	(ম)র	ম	প	।	জ্ঞ	জ্ঞ	ন্‌	স
বা	জ	রি	কি	ধু	নি	মো	রে	জি	য়া	মে	০	ব	স	গ	ই

অন্তরা

৩				০				১				+			
ন্‌	স	গ	ম	প	প	প	প	গ	গ	ম	প	জ্ঞ	জ্ঞ	ন্‌	স
স	ব	স্ব	র	বি	ক্‌	রি	ত	ম	ন	হ	র	ণ	ক	র	ত
গ	গ	গ	গ	ম	প	গ	ম	(ম)র	ম	প	প	জ্ঞ	জ্ঞ	ন্‌	স
শু	ন	ত	শু	ন	ত	শু	ধ	বো	ধ	হুঁ	বি	স	র	গ	ই

বাগেশ্রী

রাগ-পরিচয়—কাফী ঠাট থেকে বাগেশ্রী রাগের উৎপত্তি। একে 'বাগেশ্বরী'ও বলা হয়। এর জাতি নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কারো মতে এ রাগের জাতি—ষাড়ব-ষাড়ব, আবার কারো মতে সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। প্রচলিত মতে বাগেশ্রী ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। আরোহীতে পঞ্চম বর্জিত এবং অবরোহী—সম্পূর্ণ। বাদী স্বর—মধ্যম, সমবাদী স্বর—ষড়জ; বিবাদী-স্বর—শুদ্ধ নিখাদ; গতি—বক্র এবং সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। এ রাগের আরোহীতে রেখাব দুর্বল এবং অবরোহীতে পঞ্চমের ব্যবহার কম। পঞ্চমের উপর জোর দিলে ধনাশ্রীর ছায়া এসে পড়ে। কোনো কোনো মতে বাগেশ্রীতে পঞ্চম একেবারেই বর্জিত (ষাড়ব-ষাড়ব জাতি অনুসারে)। কিন্তু এতে পঞ্চম সম্পূর্ণরূপে বর্জিত করলে "শ্রীরঞ্জনী" নামে অন্য একটি রাগের সৃষ্টি হয়ে যাবে। এ রাগের ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে গান্ধার ও নিখাদ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাগেশ্রী করুণ-রসাত্মক রাগ। সেজন্য এর জনপ্রিয়তা অধিক।

আরোহী— স র স, জ্ঞ ম ধ ন র্স

অবরোহী—র্স ন ধ, ম প ধ জ্ঞ, ম জ্ঞ র স

পকড়— ন্ ধ্ ন্ স ম বা ম ধ ন র্স, ন ধ

স্বর-বিস্তার ঃ

মজ্ঞ, রস, ণ্ধ্, দ্ধ্, ণ্স, মজ্ঞ, রস।
জ্ঞ, রস, ণ্ধ্, ণ্স, জ্ঞ, মধ, ণধপম, জ্ঞ, মজ্ঞ, রস, ণ্স, ধ্ণ্স, মজ্ঞম, ণধমজ্ঞরস।
জ্ঞম, ধণর্স, ণর্স, র্মর্জ্ঞর্স, ণধণধম, পজ্ঞ, মধণধপম, জ্ঞজ্ঞ, রস ॥

লক্ষণ-গীত—ঝাপতাল

স্থায়ী— রাগ বাগেশ্রী বিকৃত লগত গা-নি,
স্বর হরপ্রিয়া মেল তীব্র করত ধা-রে।
অন্তরা—মধ্যম স্বর প্রধান সমবাদী সা মান,
মধ্য-রাত্রি গাবত, চতুর মানত গুণী ॥

স্থায়ী

+		৩			০		১		
ম	জ্ঞ	র	স	।	ণ্	ধ্	ণ্	স	।
রা	০	গ	বা	০	গে	০	শ্	রী	০
ণ্	স	ম	ম	ম	ম	ম	প	জ্ঞ	।
বি	কৃ	রি	ত	ল	গ	ত	গা	নি	০
জ্ঞ	ম	ণ	ধ	ণ	র্স	র্স	র্স	।	র্স
স্ব	র	হ	০	র	প্রি	য়া	মে	০	ল
র্স	।	ণ	ধ	ণ	ধ	ম	প	জ্ঞ	জ্ঞ
তী	০	ব	র	ক	র	ত	ধা	রে	০

অন্তরা

+		৩			০		১		
ম	।	ধ	ণ	স	র্স	র্স	র্স	।	র্স
ম	০	ধা	ম	স্ব	র	প্র	ধা	০	ন

+		৩			০		১		
ণ	র্স	র্র	র্জ্ঞ	র্রর্স	ণ	র্স	ণ	ধ	ধ
স	ম	বা	০	দী০	সা	০	মা	০	ন
ধ	ণ	র্স	র্ম	র্জ্ঞ	র্র	র্ম	র্জ্ঞ	র্র	র্স
ম	০	ধ্য	রা	০	ত্রি	গা	০	ব	ত
র্স	র্স	র্স	ধ	ণ	ধ	ম	প	জ্ঞ	জ্ঞ র
চ	তু	র	মা	০	ন	ত	গু	ণী	০

মিয়া কি মল্লার

রাগ-পরিচয়—কাফী ঠাট থেকে মিয়া কি মল্লার রাগের উৎপত্তি। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মিয়া তানসেন এ রাগ সৃষ্টি করেন। তাঁর রচিত সব রাগের সঙ্গে 'মিয়া' যুক্ত। যেমন—মিয়া কি টোড়ী, মিয়া কি সারং, মিয়া কি কানাড়া ইত্যাদি। মিয়া কি মল্লার মৌসুমী রাগ। সাধারণত বর্ষাকালেই এ রাগ বেশী গাওয়া হয়। এ রাগে ণ্ ণ্ স অঙ্গের ব্যবহার হয়। সেজন্য একে 'মিয়া অঙ্গ' বলে। এ রাগের বাদী স্বর—ষড়জ; সমবাদী স্বর—পঞ্চম; গতি—বক্র; প্রকৃতি—গম্ভীর; সময় মধ্য রাত্রি এবং জাতি—ষাড়ব। আরোহীতে গান্ধার এবং অবরোহীতে ধৈবত বর্জিত। ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে নিখাদ উভয় প্রকার, গান্ধার কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। দুই নিখাদের ব্যবহারই এ রাগের বিশেষত্ব। এতে গান্ধারের আন্দোলন শ্রুতি মধুর শোনায়। নিখাদ ও ধৈবতের সংযোগে রাগ-রূপ স্পষ্ট হয়। মিয়া কি মল্লার পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। এ রাগে মন্দ্র-স্থানের স্বর এবং বিলম্বিত লয়ের আলাপ অধিক চিত্তাকর্ষক। 'মিয়া অঙ্গ' মিয়া কি মল্লারকে বাহার থেকে পৃথক করে রাখে। এ রাগে যেখানে গান্ধারের আন্দোলন হয় সেখানে কানাড়ার রূপ পাওয়া যায়, কিন্তু মধ্যম ও রেখাবের স্বর-সঙ্গতি থেকে মল্লারের অঙ্গ সৃষ্টি হয়। এতে পঞ্চম এবং নিখাদেরও স্বর-সঙ্গতি আছে। এ রাগে মধ্যম স্পষ্টরূপে ব্যবহার করা উচিত।

আরোহী— স র ম প ণ ধ ন র্স
অবরোহী— র্স ণ প, জ্ঞ ম র স
পকড়— স ণ্ প্, ম্ প্ ণ্ ধ্ ণ্ ন্ স

স্বর-বিস্তার ঃ

ণ্স, র, স, ধ্, ণ্প্, ম্প্, ণ্ধ্, ন্স, র, প, জ্ঞজ্ঞ, মর, স।
মর, স, ণ্ধ্, ন্স, র, মর, স, ন্স, রপ, ধ্ণ্প্, ম্প্, ণ্ধ্, ণ্ধ্, ন্স, স।
ম্প্, ণ্ধ্, সন্, রস, রপ, জ্ঞজ্ঞ, মর, মপ, পজ্ঞ, মর, পজ্ঞ, মর, স।
মপ, ণধ, নর্স, র্র, নর্স, র্র, র্প, র্জ্ঞর্ম, র্রর্স, নর্স, র্রর্স, ধণপ, মপণ, জ্ঞজ্ঞ, মর, পজ্ঞ, মর, স॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী— গাবত রাগ মল্‌হার গুণীজন, মিয়া সম্মত,
হরপ্রিয় মেল সু অঙ্গ করত দরবার গুণীজন।

অন্তরা— সমবাদী সা-পা, নি-ধা সঙ্গত শুভ,
বরজিত নিত ধৈবত অবরোহণ।
দোলিত গান্ধার নয় বিলম্বিত,
চতুর কহত মল্‌হার গুণীজন॥

স্থায়ী

০	১	+	৩
স ম র স	[ধ্]ণ্ ধ্ ম্ প্	ণ্ । ধ্ ন্	স স র স
গা ০ ব ত	রা ০ গ ম	ল্‌হা ০ ০ র	গু ণী জ ন
ন্ স স ।	র । স স	স প ম প	[ম]জ্ঞ ম র স
মি ০ য়া ০	সম্ ০ ম ত	হ র প্রি য়	মে ০ ল সু
ম । ম ম	প প ম পণ	পম ম জ্ঞ ম	র র স স
অং ০ গ ক	র ত দ র০	বা০ ০ ০ র	গু ণী জ ন

অন্তরা

০	১	+	৩
ম । প মপ	[ধ]ণ । ন ন	র্স র্স র্স ।	ন র্স র্স র্স
সম্ ০ বা ০০	দী ০ সা পা	নি ধা সং ০	গ ত শু ভ
[ধ]ণ ন ন ন	র্স র্স র্স ।	র্স র্র র্র র্স	ণ । প প
ব র জি ত	নি ত ধৈ ০	ব ত অ ব	রো ০ হ ণ
ম প মপ ণ	[ম]জ্ঞ । [ম]জ্ঞ ।	জ্ঞ ম প প	জ্ঞ ম র স
দো ০ লি০ ত	গান্ ০ ধা ০	র ন য় বি	লম্ ০ বি ত
ন র্স র্স র্স	র্র র্স পম মপণ	প[ম] ম জ্ঞ ম	র র স স
চ তু র ক	হ ত ম০ ল্০০	হা ০ ০ র	গু ণী জ ন

বৃন্দাবনী সারং

রাগ-পরিচয়—কাফী ঠাট থেকে বৃন্দাবনী সারং রাগের উৎপত্তি। বৃন্দাবনী সারং-এ নিখাদ ও ধৈবতের প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এক মতে এ রাগে গান্ধার, ধৈবত ও কোমল নিখাদ একেবারে বর্জিত। অন্য মতে উত্তর নিখাদ এবং পঞ্চমের সঙ্গে সামান্য শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহার করা উচিত। আর এক মতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত এবং আরোহীতে শুদ্ধ এবং অবরোহীতে কোমল নিখাদের ব্যবহারই হচ্ছে বৃন্দাবনী সারং-এর চিহ্ন। শেষোক্ত মতই বর্তমানে প্রচলিত। তবে অবরোহীতে পঞ্চমের সঙ্গে শুদ্ধ ধৈবতের 'কণ্' দেওয়া যেতে পারে। কারণ, শুদ্ধ ধৈবত এ রাগের বিবাদী স্বর। কৌশলে বিবাদী স্বরের প্রয়োগে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। এ রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে নিখাদ উভয় প্রকার (আরোহীতে শুদ্ধ ও অবরোহীতে কোমল) এবং অন্যান্য স্বরগুলো শুদ্ধ। বাদী স্বর—রেখাব; গতি—সরল; প্রকৃতি—সামান্য চঞ্চল; পূর্বাঙ্গ প্রবল; জাতি—ঔড়ব এবং সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর। বৃন্দাবনী, মধুমাধ্ ও মেঘ সম-সদৃশ রাগ।

আরোহী— স র ম প ন র্স
অবরোহী— র্স ণ প ম র স
পকড়— ন্সর, পমরস

স্বর-বিস্তার ঃ

স, র, পমর, স, ণপ্, ন্স, র, পমর, মপ, মর, স।
ন্স, র, মর, মপ, ণপ, মর, পমর, মপ, নর্স, র্নর্স, ণ, পমর, র্সপণপ, র্স, নর্স ণপমর, মপ, মর, পমর, ন্, রস।
ণণ, পমর, স, ন্, রস, রমর, ণপ, র্স, নর্স, র্রস, ণপ, র্স, ণ, পমর, স, র, পমর, স ॥

লক্ষণ-গীত—ত্রিতাল

স্থায়ী— খরহরপ্রিয় মেল রাগ বৃন্দাবনী,
গা-ধা হীন মত কহি ধৈবত বিলোম মানি।

অন্তরা—বাদী সমবাদী রে-পা নিখাদ দোউ নিত,
সম-সদৃশ জান মেঘ রাগ মধুমাধ্,
ঋত গ্রীষ্ম মধ্য দিন সারং ভেদ রাগিনী ॥

স্থায়ী

০	১	+	৩
গ [প]গ প ম	র স [স]ন্ স	[ম]র । ম প	গ ম প ।
ধ র হ র	প্রি য় মে ল	রা ০ গ বৃ	ন্দা ব নী ০
ম প ন র্স	র্র র্স [র্স]ন র্স	প [প]গ প ম	র [স]ন্ স স
গা ধা হী ন	স ত ক ভি	বৈ ব ত বি	লো ম মা নি

অন্তরা

০	১	+	২
ম ম প প	[প]গ প ন ন	র্স র্স র্স র্স	র্র [র্স]ন র্স র্স
বা দী স ম	বা দী রে পা	নি খা দ দো	ল ০ নি ত
[র্স]ন র্স র্র র্র	র্ম র্ম র্র র্স	[র্স]ন র্স র্র র্স	[র্স]ন র্স [প]গ প
স ম স ০	দৃ শ জা ন	মে ঘ রা গ	ম ধু মা ধ্
ম প ন র্স	র্ম র্ম র্রন র্স	ন র্স র্র র্স	গ প ম প
ঋ ত শ্রী থ	ম ধ্য দি০ ন	সা রং ভে দ	রা ০ গি ণী

সমাপ্ত